কুহু ও কেকা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বিখ্যাত সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বিরচিত
কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও কাব্যাংশের
টীকা-টিপ্পনি সম্বলিত।

প্রকাশক :
শ্রীঅজিত শ্রীমানী
কলিকাতা।

পঞ্চম সংস্করণ

পরিমার্জ্জিত ও সংশোধিত

বৈশাখ—১৩৪৮ সাল

দাম ঃ আড়াই টাকা

কুহু ও কেকা

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩১৯ সাল। (ইং ১৯১২)

দ্বিতীয় সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩২৯ সাল। (ইং ১৯২২)

তৃতীয় সংস্করণ—কার্ত্তিক, ১৩৩১ সাল। (ইং ১৯২৪)

চতুর্থ সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ সাল। (ইং ১৯৩৫)

পঞ্চম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৪৮ সাল। (ইং ১৯৪১)

শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ মহামায়া প্রেস ৬৫।৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে শ্রীগৌরচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তা'রে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরী গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে-বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি'
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি-'পরে?
আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে;
প্রতি বর্ষে দিত সে-যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টীকা; কবি, আজ হতে সে কি
বারে বারে আসি' তব শূন্যকক্ষে, তোমারে না দেখি'
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরব-সঙ্গীত তব দ্বারে?
জানি তুমি প্রাণ খুলি'
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালবেসেছিলে। তাই তা'রে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সঙ্গীতের হারে।
অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তা'র 'পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ সম,
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্ম্মল, নির্ম্মম,
করুণ, কোমল। তুমি বঙ্গ-ভারতীর তন্ত্রী-'পরে
একটি অপূর্ব্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে-তন্ত্র হয়েছে বাঁধা; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,

কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। বঙ্গের অঙ্গনতলে
বর্ষা-বসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে ;
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
আলিম্পন ; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়েছ সঙ্গীত তব ; কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেছ আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে
যে-তরুণ যাত্রীদল রুদ্ধদ্বার-রাত্রি অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নব জীবনের অভিযানে
নব নব সঙ্কটের পথে পথে, তাহাদের লাগি'
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি'
জয়মাল্য বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি' ; অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি।
আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে ক'রে গেলে দান
দূরকালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়া গান
মূর্তিহীন। কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ তা'রা যা হারাল তা'র সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা ? বন্ধু-মিলনের দিনে বারম্বার
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানেও গ্রহণে। সখা আজ হতে, হায়,
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি' উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আসো নাই ব'লে, অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া

করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি' দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

আজিকে একেলা বসি' শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের,
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দন-লোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়-শৈলের তলে আজি
নবসূর্য্য-বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে ? সে-গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি ; আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গল-বারতা ;
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ণ মূর্চ্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চ্চনা।

যে-খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তা'র সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা ; কতবার তারি সারি-গানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক, সূর্য্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুনঃ আজ তা'র সাথে দেখা
মেঘে-ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি'
ঝরে-পড়া কদম্বের কেশর-সুগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ-বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে কবে আমি, ওই খেয়া-'পরে করি' ভর,
না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে,
দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখী-জাগা বসন্ত-প্রভাতে

নব মল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণ-দিনে ; শ্রাবণের
ঝিল্লিমন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায় ; মুখরিত প্লাবনের
অশান্ত নিশীথ রাত্রে ; হেমন্তের দিনান্ত বেলায়
কুহেলি-গুণ্ঠনতলে ?

ধরণীতে প্রাণের খেলায়
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপন মনে ; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে
মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য সাথে।
আজ তুমি গেলে আগে ; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল খসি, সর্ব্ব আবরণ করি লীন
চিরন্তন হোলে তুমি, মর্ত্ত্য কবি, মুহূর্ত্তের মাঝে।
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দ-হীন সঙ্গীত-ধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্য্যে তারায় তারায়।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়,
পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়
কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে ? যেমনি অপূর্ব্ব হোক্ নাকো,
তবু আশা করি যেন মনের একটি কোণে রাখো
ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুঃখে সুখে
বিজড়িত,—আশা করি, মর্ত্ত্যজন্মে ছিল তব মুখে
যে-বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে-স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্ত্ত্যলোকের দ্বারে,—ব্যর্থ নাহি হোক্ এ কামনা।

(আষাঢ়, ১৩২৯) —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশকের নিবেদন

'কুহু ও কেকা' কবি সত্যেন্দ্রনাথের একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। প্রবাসীপত্রের সংগৃহীত ভোট অনুসারে ইহা বঙ্গভাষার একশত শ্রেষ্ঠ-গ্রন্থের অন্যতম। এই গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হইবার পর ইহার সরস ও ঐশ্বর্য্যশালী কাব্য-সমৃদ্ধি তৎকালীন পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা যখন অতি প্রবলভাবে সক্রিয় তখন সত্যেন্দ্রনাথের উদয় এবং প্রকাশ। শুধু তাহাই নহে, সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রকাব্যের একজন বিমুগ্ধ অনুরাগী; এই অনুরাগ লালিত হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ পরিচয়ের দ্বারা। তথাপি সত্যেন্দ্রনাথ স্বীয় কবি-প্রতিভার স্বকীয়তাবলে রবীন্দ্রনাথের দুরতিক্রম আকর্ষণী-শক্তিকে একটি সুস্পষ্ট সীমান্তরেখার বাহিরে রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; এবং সেইকারণে বাঙলাদেশের কাব্য-সাহিত্যে তাঁহার কাব্যের একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট স্থান আছে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের অভিন্নহৃদয় বাল্যবন্ধু সুবিখ্যাত সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মহাশয় আমার ঐকান্তিক অনুরোধে বহু পরিশ্রম ও যত্নপূর্ব্বক এই গ্রন্থের কাব্যগুলির টীকা-টিপ্পনী এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিয়া দিয়া কাব্যরসেচ্ছু এবং কাব্যানুরাগীদের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য আমি তাঁহার নিকটে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

চারুবাবু সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, সুতরাং কবির এই পরিচয়ে যে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণগুলিতে যে সমস্ত ছাপার ভুল ছিল, বর্ত্তমান সংস্করণে সেগুলি বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নসহকারে সংশোধন করা হইয়াছে। এবিষয় যে-সব সাহিত্যিকদের সহিত বিশেষরূপে আলোচনা হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেককেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

'কুহু ও কেকা'র ইতিপূর্ব্বের (অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ সালের) সংস্করণটি কবি-পত্নীর অনবধানে তৃতীয় সংস্করণ বলিয়া ছাপা হইয়াছিল। সম্প্রতি কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে উহার পূর্ব্ববর্ত্তী আরো তিনটি সংস্করণের গ্রন্থই (১ম সং, ২য় সং, ৩য় সং) আছে দেখিতে পাওয়ায়, বর্ত্তমান সংস্করণটি পঞ্চম সংস্করণ বলিয়া ছাপা হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণটি যাহা অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ সালে তৃতীয় সংস্করণ বলিয়া ছাপা হইয়াছিল, উহা চতুর্থ সংস্করণ হইবে।

যুদ্ধের দরুণ কাগজের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি এবং গ্রন্থের আনুষঙ্গিক সৌষ্ঠববর্দ্ধনে ব্যয়বাহুল্যে বর্ত্তমান সংস্করণের মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা পারিপার্শ্বিক অবস্থা দৃষ্টে ইহা উপলব্ধি করিয়া সাদরে গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

২৬শে বৈশাখ, ১৩৪৮ সাল
কলিকাতা।

শ্রীঅজিত শ্রীমানী

কবি ও বন্ধু

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

করকমলেষু—

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

১। **কৃষি-পঞ্জিকা**—বার মাসে কখন, কোন্ সময়ে, কি কি সারের দ্বারা কোন্ কোন্ গাছ, বীজ, লতা, ফল-ফুল ইত্যাদি বপন ও রোপণ করিতে পারা যায় এই পঞ্জিকাতে সেই সকল বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। **ফসলের রোগ ও তাহার প্রতিকার**—বৃক্ষলতাদিকেও ব্যাধি এবং নানা কীট-পতঙ্গ শত্রুভাবে আক্রমণ করে; তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উপায় ও ঔষধ এবং ফল-ফুল যাহাতে সুন্দর ও পূর্ণ-অবয়ব প্রাপ্ত হয় তাহারই নির্দ্দেশ ইহাতে লিখিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **বাংলার শাকসব্জী**—যাবতীয় দেশী ও বিদেশী সব্জীর চাষ-আবাদপ্রণালী, সার দেওয়া প্রভৃতির বিষয় ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

৪। **সরল কৃষিকথা**—সমগ্র বাংলার অনায়াস-লভ্য বৃক্ষ-লতা ইত্যাদির চাষ ও তদুৎপন্ন শিল্পের দ্বারা ভদ্রপরিবারের অন্নসমস্যার সমাধানের কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। মূল্য।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

৫। **কলার চাষ**—"৩৬০ ঝাড় কলা রুয়ে, থাকগে চাষী খাটে শুয়ে"—এই কথাটি সার্থক করিবার জন্য কলা চাষের স্থান, সময়, রোপণ-প্রথা, তদ্বির ও চিকিৎসার বিষয় এবং কলা হইতে আটা, মধু, জেলী, কালী, বাতী, সিরাপ, সূত্র ইত্যাদির প্রস্তুতপ্রণালী এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য।০ চারি আনা মাত্র।

৬। **আলুর চাষ**—বাংলাদেশে ভাদুই ফসল উঠিয়া গেলে যে সকল জমিতে এই লাভজনক কৃষি সহজ উপায়ে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উন্নত সার ও বীজের সাহায্যে সাধারণ লোকেও চাষ করিয়া লাভবান হইতে পারে, তাহার বিষয় এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

৭। **তুলার চাষ**—এনোফিলিস মশার আবাসভূমি পল্লী-গ্রামের উচ্চজমিগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া তুলার গাছ লাগাইয়া আবার যাহাতে ঢাকার মসলিনের ন্যায় সূতা প্রস্তুত করা যাইতে পারে, ইহাতে তাহারই উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

৮। **বেনেতি বাগ**—খাদ্যশস্য অপেক্ষা পণ্যশস্য যে অধিকতর লাভজনক এই পুস্তক দৃষ্টে তাহাই বুঝিতে পারিবেন। আদা, আম-আদা, হরিদ্রা, শটী, পিঁপুল ইত্যাদির বিষয় এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

৯। **ইক্ষু-চাষ**—বাংলার উচ্চজমিতে বৈজ্ঞানিক সার ও উন্নত কৃষির সহায়তায় কোন্ কোন্ জাতীয় ইক্ষুর চাষ করিয়া লাভবান হওয়া যায়, তাহাই ইহাতে বর্ণিত আছে। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

১০। **ফসলের খাদ্য**—বৃক্ষলতাদিও মানুষের ন্যায় পান-ভোজন, আহার, শয়ন ও বিশ্রাম করে। সার না দিলে উপযুক্ত ফসল পাওয়া যায় না। ঐ সারগুলির প্রস্তুতপ্রণালী ও ব্যবহারের সময়, পরিমাণ ইত্যাদির বিষয় এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

১১। **বাংলার মাটী**—কোন্ জেলার মাটী কিরূপ, তাহাতে কোন্ কোন্ সার বিদ্যমান আছে, তাহা কোন্ কোন্ বৃক্ষের খাদ্যোপযোগী, প্রত্যেক জেলার মাটী-বিশ্লেষণের ফল ও বারিপাতের পরিমাণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে কৃষক অনায়াসেই কৃষিকার্য্য করিতে পারিবেন। মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

১২। **মৎস্য-বিজ্ঞান**—প্রতি পল্লীগ্রামে ছোট ছোট ডোবা, নালা, পুষ্করিণী ও বাউড়ে কি কি উপায়ে মাছ পুষিয়া লাভবান হওয়া যায় এবং ডিম ফুটান, মৎস্য বৃদ্ধি ও নানাবিধ মৎস্যের তদ্বির বা চিকিৎসা, মৎস্যের খাদ্য ও অঙ্গপ্রতঙ্গ বৃদ্ধির উপায় এই পুস্তকে বর্ণিত আছে। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

১৩। **বাংলার ফসল** ১৲

১৪। **বাংলার ফল** ॥০

১৫। **বাংলার ফুল** ।০

১৬। **পান-চাষ** ।০

১৭। **আনারসের চাষ** ।০

১৮। **ব্রহ্মচর্য্য** ।০

নিউ ইরা পাব্লিশিং কোং

৪।৪ বি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

কৃষি-পঞ্জিকা

অড়হর

বপনের সময়—বৈশাখ হইতে আষাঢ়।

মাটি—দোয়াঁশ, এঁটেল দোয়াঁশ এবং এঁটেল।

সার—তিন মাস পূর্ব্ব হইতে ভালরূপে চাষ দিলে সার না দিলেও চলে; তবে চাষের সময় সামান্য গোবর সার ও এঁদো পুকুরের মাটি দিলে ভাল হয়।

বীজের পরিমাণ—২॥—৩ সের।

তুলিবার সময়—পৌষ হইতে মাঘ।

ফসলের পরিমাণ—৪ মণ হইতে ৫ মণ।

মূল্য—৮৲ হইতে ১০৲।

খরচ—৩৲। লাভ—৫৲ হইতে ৭৲।

অড়হর জমিতে সারি দিয়া লাগাইতে হয়। উঁচু জমিতে আশু ধান্যের মধ্যে ৪ হাত অন্তর সারি দিয়া ২॥—৩ হাত অন্তর অড়হর একটী একটী করিয়া পুঁতিয়া দিলে অড়হর ও ধান্য দুই ফসলই হয়। অড়হর নাইট্রোজেন মূলদেশে সংগ্রহ করায় জমিতে সার প্রদান করে। বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে অড়হরের ডাল বেশী ব্যবহৃত হয়।

চৈতালী অড়হর শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বপন করিতে হয় এবং চৈত্র মাসে উঠাইতে হয়।

বাংলার পক্ষে কুমিল্লা ও বিহারের বীজ ভাল।

আদা

রোপণের সময়—বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ।

মাটি—বেলে দোয়াঁশ, আল্‌গা।

সার—বিঘাপ্রতি—১০ মণ গোবর সার ও ২ মণ ছাই।

বীজ—চোখযুক্ত ছোট ছোট খণ্ড ১৷৷০ মণ। ১৷৷ হাত অন্তর সারি দিয়া ১ ফুট অন্তর এক এক খণ্ড রোপণ করিবে। গাছ বড় হইলে পিলি বাঁধিয়া গোড়ায় মাটি দিবে।

তুলিবার সময়—পৌষ হইতে মাঘ।

ফসলের পরিমাণ—৪০—৫০ মণ।

মূল্য—১০০৲—১২৫৲।

(বাংলার ফসল দ্রষ্টব্য)

আদা অনেক ঔষধে লাগে। কবিরাজী ঔষধের ইহা একটী প্রধান উপাদান। ইহা মসল্লাস্বরূপেও ব্যবহৃত হয়। আদা শুকাইলে শুঁঠ হয়। শুষ্ক আদা (জিঞ্জার) প্রভূতপরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়।

(বেণেতিবাগ দ্রষ্টব্য)

আনারস

রোপণের সময়—জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ।

মাটি—বেলে মাটি ভিন্ন সকল প্রকার মাটিতেই ইহা জন্মে; তবে যেখানে জল দাঁড়ায় না এরূপ উঁচু জমিতে ইহা ভাল জন্মে। ইহা ছায়াতেও হইতে পারে কিন্তু আস্বাদ ভাল হয় না। মুক্ত বাতাস ও সূর্য্যের কিরণেই ইহার উৎকর্ষতা।

সার—প্রত্যেক গাছের গোড়ায় একমুঠা হাড়ের গুঁড়া, চূণ, সোরা ও বোঁদমাটী।

চারার সংখ্যা—২ হাত অন্তর প্রত্যেক চারা লাগাইতে হইবে অর্থাৎ ২ হাত অন্তর সারি ও ২ হাত অন্তর গাছ। বিঘা প্রতি ১৬০০ শত চারা লাগাইতে হইবে।

তুলিবার সময়—আনারস বারমাসই হয়; কিন্তু ইহা সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলে। অন্য সময় কম পাওয়া যায় কিন্তু দাম বেশী।

ফসলের পরিমাণ—১৬০০ আনারস।

মূল্য—১০০৲ টাকা।

খরচ—২০৲ টাকা।

কুইনস্ পাইন অ্যাপল জগতে বিখ্যাত। সিঙ্গাপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেটের জলডুবির আনারস অতি উপাদেয়। ইহা হইতে চাট্নী, জ্যাম্, জেলী, আচার প্রস্তুত করা যাইতে

পারে ; তাহা বহুদিন স্থায়ী—এজন্য বিদেশে চালান দিবার পক্ষেও উপযোগী। ইহার পাতাদ্বারা সূত্র প্রস্তুত হয়। ফলের মধ্যে ইহার স্থান অতি উচ্চে। ইহার গাছ ও পাতা অনেক ঔষধে লাগে।

(বাংলার ফল দ্রষ্টব্য)

আঁম-আদা

ইহা আদা জাতীয়, কিন্তু গাছটি দেখিতে হলুদ গাছের মত। ইহার গন্ধ আমের ন্যায়। এজন্য চাট্‌নী প্রভৃতি যাহাতে আমের গন্ধ দিবার দরকার হয় তাহাতে ইহা দেওয়া হইয়া থাকে। ছায়ে দোয়াঁশ মাটিতে ইহা জন্মে। গাছ একবার জন্মিলে বহুদিন স্থায়ী হয় ; কেননা ইহার চারি পাশ হইতে বোগ বা চারা জন্মে। ছাই ও সামান্য সোরা ইহার সার। এক বিঘাতে ২০৲—২৫৲ টাকা আয় হয়। ব্যয় ৫৲ টাকা।

আর্টি-চোক

বপনের সময়—শ্রাবণ—আশ্বিন।
মাটি—দোয়াঁশ।
সার—সোরা ও গোবর।

বীজ—২ তোলা। হাপরে দিয়া চারা তৈরী করিয়া লাগাইতে হয়।

তিন ফুট অন্তর চারা লাগাইতে হয়। জমির পাইট কপির মত ;

আয়—৫০৲ টাকা।

ব্যয়—২০৲ টাকা।

আর্টি-চোক জেরুসালেম

বপনের সময়—বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ।

মাটি—দোয়াঁশ।

সার—গোবর সার ও সামান্য বোঁদ মাটি।

বীজ—১৷৷০ মণ গেঁড়। সারি দিয়া গেঁড় ১৷৷ হাত অন্তর লাগাইবে।

তুলিবার সময়—লাগাইবার ৩০মাস পরে।

ফসল—১৫—২৫ মণ।

আয় ৫৫৲ টাকা।

ব্যয়—১০৲ টাকা।

(বাংলার শাকসব্জী দ্রষ্টব্য)

এরারুট

রোপনের সময়—বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ।

মাটি—বেলে দোয়াঁশ।

সার—ছাই ও গোবর সার।

বীজ (মূল)—৬৪০০ মূল। ১ হাত অন্তর লাগাইতে হয়।

তুলিবার সময়—ফাল্গুন—চৈত্র।

ফসল—৭০—৮০ মণ।

আয়—১০০৲ টাকা।

ব্যয়—২০৲ টাকা।

ইহা একটী উৎকৃষ্ট পথ্য। বিলাতী বার্লি এদেশে আসিবার পূর্ব্বে এরারুটই ব্যবহৃত হইত। এখনও অনেক চিকিৎসক এরারুটই পছন্দ করেন। ইহা অনেক ঔষধে লাগে।

আলু

বিলাতী আলু

রোপণের সময়—আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ।

মাটি—দোয়াঁশ।

সার—রেড়ীর খৈল, হাড়ের গুঁড়া, গোবর সার ও ছাই। এই কয়টীর মিশ্রিত সারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহাতে খরচ কম হয়।

বীজ—পাটনাই আলুর বীজ ২॥০—৩ মণ লাগে কিন্তু দার্জিলিং বা নাইনিতাল আলুর চোখ কাটিয়া লাগাইলে ২ মণ লাগে।

তুলিবার সময়—মাঘ—ফাল্গুন।

ফসল—৮০ মণ হইতে ১২০ মণ।

আয়—১৫০৲ হইতে ২০০৲ টাকা।

ব্যয়—৫০৲ টাকা।

আলু বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। ইহা জগতের সর্ব্বদেশের প্রধান তরকারী। আয়ারল্যাণ্ডের লোকের ইহা প্রধান খাদ্য। ইহা দ্বারা এক প্রকার সেলুলয়েড প্রস্তুত হয়। শীতপ্রধান প্রদেশের পার্ব্বত্য উপত্যকায় আলু অনেক আগতী হয়। সেখানে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে উহা রোপণ করে, কার্ত্তিক মাস হইতে তুলিতে আরম্ভ করে।

শাক আলু

বপনের সময়—ইহা একপ্রকার সীম্বী জাতীয় লতা। ফাল্গুন হইতে বৈশাখের মধ্যে বপন করিতে হয়।

মাটি—দোয়াঁশ হাল্‌কা।

সার—ছাই ও রেড়ীর খৈল।

বীজ—১ সের।

তুলিবার সময়—বপনের ১০ হইতে ১২ মাসের মধ্যে ইহা তুলিতে হয়।

ফসল—১৫০—হইতে ২০০ মণ।

আয়—১০০৲—২০০৲ টাকা।

ব্যয়—৩০৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা।

ইহা জলপানরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা ঠাণ্ডা ও মুখরোচক। যকৃতের কার্য্য ভাল করে এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার করে।

মৌ-আলু

রোপণের সময়—জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়।

মাটি—পলিপড়া দোয়াঁশ।

সার—পলিমাটিতে ইহার সারের কোনই দরকার হয় না। কিন্তু একই জমিতে বার বার লাগাইতে হইলে সার দিতে হইবে। ছাই ও গোবর সার কিঞ্চিৎ রেড়ীর খৈলের সহিত মিশাইয়া দিবে।

ইহার বীজ এই গাছের লতা। ২।৩টি গাঁইট রাখিয়া লতা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লাগাইবে। মাটি ভাল চাষ হওয়া চাই।

ফসল—১৫০—২০০ মণ।
আয়—৮০৲—১২৫৲ টাকা।
ব্যয়—২০৲ টাকা।

ইহা খাইতে মিষ্ট, কেন না ইহাতে শর্করার ভাগ বেশী আছে। কাঁচা এবং পোড়াইয়া খাওয়া যায়; তরকারীতেও ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা উত্তম পিষ্টক প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

মেটে আলু

ইহা পান ও চৈ জাতীয় পত্রবিশিষ্ট লতা—কিন্তু কোমল। এক-একটী লতায় অসংখ্য ফল ধরে। অনেকে ইহার ফলকেই

আলু বোধে তরকারীরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার ফল আলু নহে, আলু ইহার মূলে জন্মে।

রোপণের সময়—কার্ত্তিক—পৌষ।

মাটি—উঁচু ছায়ে আল্‌গা দোয়াঁশ মাটিই উত্তম।

সার—পচা পত্র, গোবর ও ছাই।

সাধারণতঃ ইহার চাষ হয় না। ইহা একটী ফাউ ফসল। জমির চারি পাশে বেড়ার ধার দিয়া ১॥ হইতে ২ ফুট গর্ত্ত করিয়া তাহা এক মুঠা রেড়ীর খৈল সহ ছাই দিয়া পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে একটী বা দুইটী করিয়া বীজ রোপণ করিতে হয়। ইহারা বহু জাতীয়, হরিন্‌পালো, খাম, গোঁজ ইত্যাদি; ২।৩ বৎসর থাকিলে গাছের গোড়ায় ১০ সের পর্য্যন্ত আলু হয়।

ইহা গুরুপাক কিন্তু শুক্রবর্দ্ধক।

(আলুর চাষ দ্রষ্টব্য)

ইক্ষু

রোপণের সময়—আশ্বিন হইতে ফাল্গুন।

মাটি—পলি মাটি ইক্ষুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অন্য দোয়াঁশ মাটিতেও উহা ভাল জন্মে; তবে মাটি বিশ্লেষণ করিয়া ইক্ষুর উপাদান যাহা যাহা দরকার তাহার কোনটীর নিম্নতম পরিমাণের কম আছে কিনা দেখিয়া লইতে হইবে। যদি কম থাকে তবে তাহা সার দ্বারা পূরণ করিতে হইবে।

সার—রেড়ীর খৈল, গোবর সার ও হাড়ের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া দিলে খরচও কম হয়, সারও উৎকৃষ্ট হয়। সামান্য চূণ ও ছাই দিলে অনেক স্থলে ফল ভাল হইতে দেখা যায়; পোকায়ও ধরে না। একবার ইক্ষু রোপণ করিলে ৩ বৎসর ফসল হয়। প্রত্যেক বৎসরই সমস্ত গাছগুলি কাটিয়া লইবার পর গাছের গোড়া কোপাইয়া সার দিয়া—যাহাকে ইংরাজিতে Top-dressing (উপর মাটির পাইট) বলে—তাহা করিতে হয়।

চারা—২ হাত অন্তর মাদা করিয়া ৩টী করিয়া কাটিং টুকরা ৬ ইঞ্চি গভীর করিয়া বসাইতে হইবে। ইহাতে ৪ কাহন চারা লাগে। অনেকে বলেন, জমি পাইট করিয়া ২ ফুট অন্তর ৬ ইঞ্চি গভীর নালী করিয়া উহার মধ্যে দেড় ফুট অন্তর এক-একটী চারা লাগাইবে। জমিতে যাহাতে জল না দাঁড়ায় তাহার ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করিয়া রাখিবে।

কাটিবার সময়—মাঘ হইতে চৈত্র।

ফসলের পরিমাণ—বিঘা প্রতি সাধারণতঃ ২০০ মণ ইক্ষু জন্মে। ৪০/ মণ গুড় হয়। বৈজ্ঞানিক প্রথায় সার দিয়া ইক্ষু চাষ করিলে ১০০০ হাজার মণ পর্য্যন্ত ইক্ষু হইতে দেখা যায়।

আয়—সাধারণতঃ ১ বিঘা জমিতে বর্ত্তমানে ২০০৲ টাকা।

ব্যয়—৫০৲ টাকা।

ইক্ষু বাংলা দেশে বহু প্রকারের আছে কিন্তু তাহার

মধ্যে C. O. ২13 সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা ক্ষুরণ ও জল দুইই সহ্য করিতে পারে।

দুই ফুট জলেও ইহা মরে না।

জগতের চাহিদা অপেক্ষা বাংলায় প্রায় ১৫ লক্ষ একর উঁচু জমিতে পাট চাষ করা হইয়াছে। ঐ উঁচু জমিতে পাট আবাদ না করিয়া ইক্ষুর আবাদ করিলে বাংলার চিনির প্রশ্নের মীমাংসা অনায়াসে হইতে পারে এবং যে ৭ কোটি টাকা জাভা প্রভৃতি বিদেশে যাইতেছে তাহা দেশে থাকিয়া যাইবে।

(ইক্ষু-চাষ দ্রষ্টব্য)

উচ্ছে

রোপণের সময়—অগ্রহায়ণ—মাঘ।

মাটি—দোয়াঁশ বেলে ও দোয়াঁশ। পলিমাটিতে ইহা ভাল জন্মে।

সার—বোঁদ মাটি মিশ্রিত গোবর সার ও কিঞ্চিৎ ছাই। যদি উপর্য্যুপরি ফসলে জমি নিস্তেজ হয় তবে উহার সহিত কিছু খৈল সার দিলে ফসল ভাল হয়।

বীজ—/॥০ আধ সের।

তুলিবার সময়—ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ।

জমি ভালরূপ চাষ হইলে দুই হাত অন্তর মাদা করিবে

এবং উঁহার প্রত্যেকটীতে ৩।৪ ইঞ্চি গর্ত্ত করিয়া ৪টী করিয়া বীজ রোপণ করিবে।

ফসলের পরিমাণ—১৫০—২০০ মণ।

আয়—৬০৲—৮০৲ টাকা।

ব্যয়—১০৲ টাকা।

উচ্ছে আগতী তৈরী করিতে পারিলে বেশী লাভ করিতে পারা যায়। এজন্য যাঁহারা উচ্ছের আবাদ করিবেন তাঁহারা যাহাতে আগতী ফসল তৈরী করিতে পারেন তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। বৈশাখের শেষে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার মূল্য অসম্ভবরূপে কমিয়া যায়।

(বাংলার শাকসব্জী দ্রষ্টব্য)

ওল

রোপণের সময়—অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন।

মাটি—দোয়াঁশ হাল্‌কা।

সার—ছাই, পচা খড়, গুগ্‌লো ও আগড়া এবং পচা গোবর।

বীজ—সার মিশ্রিত করিয়া জমি ভালরূপে চাষ করিয়া মাটি গুঁড়া করিতে হইবে এবং তাহাতে দুই হাত অন্তর বীজ রোপণ করিবে। বিঘা প্রতি ১॥০ হইতে ২/ মণ (ওলের মুখী) বীজ লাগে। ৩ মাস অন্তর জমি কোপাইয়া মাটি গুঁড়া করিয়া দিবে।

তুলিবার সময়—শ্রাবণ, ভাদ্র এবং আশ্বিন। কার্ত্তিক মাসে ওল ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

আয়—১০০৲ টাকা ১২৫৲ টাকা।

ব্যয়—২৫৲ টাকা।

কলিকাতার নিকট সাঁতরাগাছিতে ভাল ওল জন্মে। বম্বে, বরোদা প্রভৃতি অঞ্চলেও ইহার আবাদ হয়। গাছ ১৷৷—২ বৎসর না থাকিলে ওল বড় হয় না। ইহা তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয়।

ইহা দ্বারা চাট্‌নী ও আচার প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ইহা অর্শের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

কচু

কচু বহুবিধ—মুখী, সারু, মান, ঘটকচু, পঞ্চমুখী এবং পানিকচু বা সোলাকচু। ইহা একটী পুষ্টিকর খাদ্য।

মুখী কচু

রোপণের সময়—ফাল্গুন—বৈশাখ।

মাটি—দোয়াঁশ হাল্‌কা। এঁটেল মাটিতেও কচু জন্মে, তাহার স্বাদ মিষ্ট।

সার—পলিমাটি হইলে সার দিবার আবশ্যক নাই, নতুবা ছাই, রেড়ীর খৈল এবং গোবর সার।

বীজ—১॥ হইতে ২/ মণ। জমি উত্তমরূপে আলুর জমির ন্যায় চাষ করিয়া তাহাতে ১॥ হাত অন্তর সারি দিয়া ৯ ইঞ্চি গর্ত্ত করিয়া ছোট ছোট মুখী লাগাইবে। গাছ বড় হইলে গাছের গোড়ায় মাটি দিয়া পিলি বাঁধিয়া দিবে। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় জমিতে জল সেচ্ দেওয়া হইয়া থাকে ; পূর্ব্ববঙ্গে সেচের দরকার হয় না।

তুলিবার সময়—ভাদ্র হইতে মাঘ।

ফসলের পরিমাণ—১৫০—২০০ মণ।

আয়—৮০৲ হইতে ১২৫৲ টাকা।

ব্যয়—২০৲ টাকা।

কচু সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম—পিলি বাঁধিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ ২ বার জমি কোপাইয়া মাটি গুঁড়া রাখিবে। পাতা পাকিলে গাছ হইতে ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিবে।

কচুর শত্রু শজারু। শজারু কচুর সন্ধান পাইলে খাইয়া উজাড় করিয়া দেয় ; এজন্য সাবধান হইতে হয়।

সারু কচু

রোপণের সময়—ফাল্গুন—চৈত্র।

মাটি—দোয়াঁশ।

সার—রেড়ীর খৈল ও ছাই।

চারা—১৬০০ চারা। বিঘা প্রতি ২ হাত অন্তর ৬ ইঞ্চি ৯ ইঞ্চি গর্ত্ত করিয়া চারা লাগাইতে হইবে। প্রত্যেক ৩ মাস অন্তর জমি কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। ইহার বৈ বা শিকড় খাইতে অতি উত্তম।

তুলিবার সময়—কার্ত্তিক—পৌষ।

ফসল—১৬০০ কচু।

আয়—১৬০০ কচুর প্রত্যেকটী অন্যূন এক আনা করিয়া বিক্রয় করিলে ১০০৲ টাকা।

ব্যয়—২০৲ টাকা।

মানকচু

রোপণের সময়—কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস।

মাটি—বেলে দোয়াঁশ। জমি উঁচু হওয়া চাই, যেন জল না দাঁড়ায়। এঁটেল দোয়াঁশ মাটিতেও মানকচু জন্মে কিন্তু তাহাতে কচু খুব বড় হয় না; কিন্তু মিষ্টি বেশী হয়।

সার—ছাই এবং পচা গোবর। ৩ মাস অন্তর মাটি ভালরূপে কোপাইয়া গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হইবে।

চারা—১৬০০ চারা দুই হাত অন্তর লাগাইবে। মাটি ভালরূপে চষিয়া এবং গুঁড়া করিয়া—১ ফুট গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে চারা রোপণ করিতে হয়। পরে গাছ যেমন বড় হইবে

অমনি গর্ত্ত পূরিয়া দিতে হইবে। চারা লাগাইবার সময় গর্ত্তে ১ মুঠা খৈল গুঁড়া দিলে ভাল হয়।

তুলিবার সময়—আশ্বিন হইতে ফাল্গুন মাস। পৌষ ও মাঘ মাসেই ইহার আস্বাদ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আয়—বর্ত্তমানে ১৫০৲ টাকা।

ব্যয়—২৫৲ টাকা।

কচুর জমি ঠিক সময়মত যদি না কোপাইয়া দেওয়া হয় তবে জমিতে আগাছা জন্মে এবং গাছের গোড়ার মাটি আটিয়া যায়, কচু বাড়িতে পারে না। এজন্য যাঁহারা কচুর আবাদ করিতে চাহেন তাঁহারা সর্ব্বদা উহার মাটির দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। দেখিবেন যেন জল না দাঁড়ায় এবং আগাছা জমিয়া গোড়া না আটিয়া যায়।

ঘটকচু

রোপণের সময়—কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন।

মাটি—বেলে দোয়াঁশ।

সার—ছাই ও পচা গোবর।

চারা—১৬০০। দুই হাত অন্তর লাগাইতে হয়।

জমির পাইট মানকচুর ন্যায়।

আয়—১০০৲ টাকা।

ব্যয়—২০৲ টাকা।

ইহা দেখিতে মানকচুর ন্যায় তবে কন্দের আকার গোল।

পঞ্চমুখী কচু

ইহা ঘটকচু জাতীয়। উত্তরবঙ্গে ও আসাম প্রদেশে ইহার প্রভূত চাষ হয়। অন্য কচু হইতে ইহা খাইতে সুস্বাদু। এক একটী কচুর ওজন /১॥০ হইতে /২॥০ সের। ইহার আবাদ মানকচুর ন্যায়। প্রতি বিঘায় ৩২০০ কচু লাগাইতে হয়।

ফসল—৬০ হইতে ৮০ মণ।

আয়—৭৫৲ হইতে ১০০৲ টাকা।

ব্যায়—২০৲ টাকা।

ইহার চারিদিকে চোখ থাকে বলিয়া ইহাকে পঞ্চমুখী কচু বলে।

পানিকচু

ইহা দুই প্রকার, সোলা কচু ও ডাঙ্গাহোড়। ডাঙ্গাহোড় কচু জলে ও স্থলে উভয় জায়গাতেই হয়। বর্ষার পর জল শুকাইয়া আসিলে জমিতে কাদা থাকিতে থাকিতে ইহার চারা জমিতে রোপণ করিতে হয়।

রোপণের সময়—কার্ত্তিক হইতে পৌষ।

মাটি ও সার—জোব মাটি (Humus) অর্থাৎ ধাপ পচিয়া যে মাটি হয় তাহা ইহার পক্ষে উপযোগী। পলি মাটিতে

ডাঙ্গাহোড় কচু ভাল জন্মে কিন্তু গাছের গোড়ায় জল আসা চাই নতুবা গাছ তেজী হয় না এবং গোড়াও মোটা হয় না।

চারা—বিঘা প্রতি ১৬০০ চারা লাগাইতে হয়। চারার গোড়ার ও অগ্রভাগের কতক অংশ কাটিয়া ফেলিতে হয়।

পানিকচুর বেশী পাইট করিতে হয় না; তবে জমি শুকাইয়া গেলে মাটি ভালরূপে কোপাইয়া দিতে হয়। আর মাঝে মাঝে ইহার গোড়ার বৈ কাটিয়া গোড়া পরিষ্কার রাখিতে হয় নতুবা গোড়া দিয়া ছোট চারা উঠিয়া গাছ খারাপ করিয়া দেয়।

পানিকচুর ডগা, পাতা ও কন্দ সমস্তই খাদ্য সামগ্রী রূপে ব্যবহৃত হয়।

আয়—১০০৲ টাকা।

ব্যায়—১০৲ টাকা।

এতদ্ব্যতীত আরও নানাবিধ কচু আছে। তাহার মধ্যে নিম্ন-লিখিত কয়টি প্রসিদ্ধ; নাগা ও গারো পাহাড়ের সুগন্ধি কচু, দন্তর বা পাতা কচু, রঞ্জিত কচু ও জাপানী কচু।

কদু বা লাউ

ইহা এক প্রকার আরোহীলতা। ইহা দুই জাতীয়। এক প্রকারের ফল গোল এবং অন্য প্রকারের লম্বা। যাহার ফল গোল তাহাকে কদু বলে এবং যাহার ফল লম্বা তাহাকে লাউ বলে। বর্ত্তমানে চিকিৎসকেরা বলেন যে কদু অর্থাৎ গোল

লাউএর যক্ষ্মার জীবাণুনাশক শক্তি আছে। সাধারণতঃ ইহা তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয়।

রোপণের সময়—ইহা বার মাস ফলে এবং বার মাসই রোপণ করা যায়। তবে শীতকালে ইহার আস্বাদ ভাল হয়।

মাটি—ঋতু বিশেষে ইহা জমিতেই হয় তবে সাধারণতঃ ভিটামাটি ও উচু জায়গাতে ইহা লাগান হইয়া থাকে।

সার—গোবর সার, মাছ ধোয়া জল এবং ভাতের বাসি ফেন বা মাড়, উঠান কুড়ানো ধূলা। গোড়া স্যাৎস্যেতে থাকিলে ইহার গাছ বাড়ে না।

বীজ—প্রতি বিঘায় মাদা করিয়া ২০ হাত অন্তর ১৬ ঝাড় গাছ লাগাইলেই যথেষ্ট। বর্ষাকালে এবং শীতকালের লাউ মাচাংএর উপর উঠাইয়া দিতে হয়। অন্য সময় ইহা মাটিতে জন্মে।

তুলিবার সময়—লাউ কচি বা জালি থাকিতে তুলিবে। শক্ত হইয়া গেলে লাউয়ের আস্বাদ ও গুণ দুই-ই নষ্ট হইয়া যায়। পাকা লাউয়ের বসে বাদ্যযন্ত্রাদি প্রস্তুত হয়।

আয়—ভাল জন্মিলে এবং আগতী লাউ অর্থাৎ আশ্বিন মাস হইতে লাউ জন্মাইতে পারিলে প্রতি বিঘায় অন্ততঃ ২০০৲ টাকা আয় হইতে পারে।

ব্যায়—২০৲—৩০৲ টাকা।

কপি

কপি তিন প্রকার—ফুল কপি, বাঁধা কপি ও ওল কপি। ইহা ছায়াতে জন্মে না।

ফুলকপি

বপনের সময়—জলদী ও নাবী ভেদে ইহা বহু প্রকারের। সাধারণতঃ ইহার বীজ ভাদ্র এবং আশ্বিন মাসে বীজতলায় বপন করিয়া চারা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। পরে ছাপরে দিয়া চারাগুলি বর্দ্ধিত হইলে উহা জমিতে লাগাইতে হয়।

মাটি—সার দিয়া তৈয়ার করিয়া লইতে পারিলে সব মাটিতেই ইহা জন্মে।

সার—হাড়ের গুড়া, রেড়ীর খৈল এবং গোবর সার। কিছু চূণ ও ছাই দিলে ভাল হয়, তাহাতে পোকা ধরে না।

বীজ—বিঘা প্রতি ১৷৷ তোলা। ১$\frac{১}{৪}$ হাত অন্তর চারা লাগাইতে হয়। মাঝে মাঝে জল দিবার দরকার।

আয়—বর্ত্তমানে ১২৫৲ টাকা।

ব্যায়—৩০৲ টাকা।

বাঁধা কপি

বপনের সময়—ইহা আগতী ও নাবী হিসাবে ৫০।৬০ প্রকারের আছে। ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা যাইতে পারে। হাপরে দিয়া চারা একটু বলিষ্ঠ হইলে ইহা জমিতে রোপণ করিতে হয়।

মাটি—ফুট বালিতে ইহা জন্মে না। কঙ্কর শূন্য সব মাটিতেই ইহা জন্মে। ভালরূপে চাষ করিয়া জমি পাইট করিতে হয়।

সার—রেড়ির খৈল, গোবর সার, চিলিয়ান নাইট্রেট, য়্যামো ফস্, ছাই।

সরিষার খৈল এবং তাহার চতুর্থাংশ ছাই+মুরগীর মল ২ ভাগ+ঘুটের গুড়া ৪ ভাগ+জিপসন ১ ভাগ+ছাই মিশ্রিত করিয়া মূত্রে সিক্ত করিয়া প্রত্যেক গাছের গোড়ায় ১ মুঠা করিয়া দিলে গাছ ভাল হয়।

বীজ—২॥০ তোলা। বীজতলায় চারা দিয়া পরে উহা হাপরে বসাইতে হয়। চারা একটু বড় হইলে জমিতে লাগাইতে হয়। ২ হাত অন্তর চারা লাগাইতে হয়। মাঝে মাঝে গোড়া খোঁচাইয়া মাটি আলগা করিয়া দিবে ও আবশ্যক মত জল সেচ্ দিবে।

আয়— বিঘা প্রতি ১৬০০ কপিতে—২০০৲ টাকা।

ব্যায়—৫০৲ টাকা।

ওলকপি

ওলকপির চাষ ফুলকপি কিম্বা বাঁধাকপির চাষের ন্যায় কঠিন নহে। ওলকপি সামান্য ছায়াযুক্ত স্থানেও জন্মে।

রোপণের সময়—কার্ত্তিক হইতে অগ্রহায়ণ।

মাটি—ফুট বালি ব্যতীত সব মাটিতেই ইহা জন্মে। ইহার জমি ফুলকপি কিংবা বাঁধাকপির মত ভালরূপে চাষ না করিলেও চলে।

সার—গোবর সার ইহার পক্ষে উত্তম।

বীজ—বিঘা প্রতি ২ তোলা।

এক হাত অন্তর চারা লাগাইতে হয়। জমি সামান্য পাইট করিয়া চারা লাগাইলে ইহা জন্মে।

তুলিবার সময়—মাঘ হইতে চৈত্র।

আয়—১১০৲ টাকা।

ব্যায়—৩০৲ টাকা।

কপি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা—কপির চারা ক্ষেত্রে লাগিয়া গেলে মাঝে মাঝে উহার গোড়া খোঁচাইয়া মাটি আল্‌গা করিতে হয়। সমস্ত জমি ১বার কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। নতুবা সারের কার্য্য-শক্তি সম্যক্‌ স্ফুর্ত্তি লাভ করে না। চারা লাগাইয়া প্রত্যেক দিন সামান্য সামান্য জল দিতে হয়। পরে চারা লাগিয়া গেলে জমি শুষ্ক হইলেই উহা জলে ভাসাইয়া দেওয়া উচিত। (বাংলার শাকসব্জী দ্রষ্টব্য)।

করলা

রোপণের সময়—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ।

মাটি—উঁচু ভিটে মাটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

সার—গোবরের সার ও রেড়ীর খৈল।

বীজ—জমিতে ৮হাত অন্তর মাদা করিয়া ৪।৫টি বীজ ৬ ইঞ্চি মাটির নীচে রোপণ করিতে হয়। এক বিঘাতে ১০০ ঝাড় গাছ হয়। ইহা লতানে গাছ। মাঠে জন্মে। মাচাংএর উপর উঠাইয়া দিলে ইহার ফলন৷বেশী হয়। ইহার গাছে অনেক সময় পোকার উপদ্রব খুব বেশী হইতে দেখা যায়। এজন্য সর্ব্বদাই উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। পোকা লাগিলেই অমনি তাহা মারিয়া ফেলা উচিত।

তুলিবার সময়—শ্রাবণ হইতে আশ্বিন।

আয়—২০০৲ টাকা।

ব্যায়—৩০৲ টাকা।

করলা শীতকালেও জন্মে।

কলা

কলা বহু প্রকারের। জলাভূমি ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার জমিতেই ইহা জন্মে, ভারতবর্ষ, সিংহল, বর্ম্মা, আন্দামান দ্বীপ, সিঙ্গাপুর ও সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে ইহা প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

রোপণের সময়—সমস্ত ঋতুতেই কলা রোপণ করা চলে ; কিন্তু মহামুনি পরাশর কন্যাঋতুতে ইহা রোপণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। পূর্ব্ব বাঙ্গলায় আষাঢ় ও শ্রাবণে কলা রোপণ করে না।

মাটি—উঁচু এঁটেল দোঁয়াশ জমি কলার পক্ষে উপযোগী, অন্যপ্রকার মাটিতেও যে ইহা না জন্মে তাহা নহে।

সার—মাছের আঁইশ, বল্কল, কাটা ও রক্ত ইত্যাদি উৎকৃষ্ট সার। পচা পুকুরের কাদা মধ্যম সার। ধানের আগ্‌ড়া বা গুগ্‌লো পঁচা অধম সার। যেখানে মৎস্যের বা উক্ত প্রকার সার না পাওয়া যায় সেখানে গাছের মাঝে ধঞ্চের বীজ ছিটাইয়া দিতে হইবে। ধঞ্চের গাছ ১ হাত হইলে গাছগুলি কাটিয়া ফেলিয়া জমির মাঝে রাখিয়া দিলে উহা যখন পচিয়া যাইবে তখন উত্তম সার হইবে।

চারা ও বীজ—তেউর কিংবা বোগ ৮ হাত অন্তর ১ হাত গর্ত্ত করিয়া রোপণ করিতে হয়। কলাগাছের গোড়া দিয়া যে বোগ বা চারা উঠিবে তাহার ৩টী রাখিয়া আর সবগুলি কাটিয়া ফেলিবে অথবা উঠাইয়া অন্যত্র লাগাইবে।

কলার মাঝে বোধ হয় যেন কোন বীজ নাই ; কিন্তু তাহা নহে। উহার ঠিক মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল বীজের একটি ছড়া আছে। ঐ ক্ষুদ্র বীজ হইতেই কলার গাছ হয়। একটা লম্বা দড়ীতে কলা চট্‌কাইয়া লাগাইয়া তাহা ৬ইঞ্চি মাটির নীচে

পুতিয়া রাখিলে তাহা হইতে কিছুদিন পরে চারা বাহির হইবে। ঐ চারা গাছে পরিণত হইলেই তাহাতে কলা ফলিবে।

(বিস্তারিত "কলার চাষে" দ্রষ্টব্য।)

তুলিবার সময়—কলা কাঁদিতে ফলে ইহা সকলেই জানেন। গাছে কাঁদি পড়িবার ২ মাস হইতে ৬ মাসের মধ্যে কলা কাটিতে হইবে, কাঁচা কলা পূর্ণভাবে পুষ্ট হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই কটিবে। পূর্ণপুষ্ট হইলে উহা ভাল সিদ্ধ হয় না।

আয়—বিঘা প্রতি—বর্ত্তমানে গড়ে ১০০৲ টাকা।

ব্যায়—২০৲—২৫৲ টাকা।

কলার বোগ বা তেউড় জমিতে লাগিয়া গেলে উহা মাটি সমান কাটিয়া ফেলিয়া কিঞ্চিৎ মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিলে ইহার চারিদিকে একই সময় ৩।৪টী বোগ বাহির হয়। তাহা খুব তেজী হয়। উহা একই সময় কাঁদি ফেলে এবং উহার কাঁদি খুব বড় হয়, কলাও পুষ্ট হয়।

কাউন

ইহা সাগুদানার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। ধান্যের চা'লের অভাবে ইহার চা'ল ফুটাইয়া খাওয়া যায়। যাহারা দরিদ্র, অভাবের তাড়নায় তাহারাই ইহার ভাত খায়।

বপনের সময়—বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ এবং কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ।

মাটি—লাল পলি মাটিতে কাউন ভাল জন্মে, দোঁয়াশ মাটিতেও ইহার ফলন মন্দ নহে।

সার—ইহা তত মূল্যবান শস্য নহে এজন্য জমিতে সার দিয়া ইহা বুনিলে খরচে পোষায় না। তবে কিছু গোবর সার দিলে মন্দ হয় না।

বীজ—১ সের—১॥০ সের।

তুলিবার সময়—শ্রাবণ—ভাদ্র এবং ফাল্গুন—চৈত্র।

ফসলের পরিমাণ—২ মণ—৩ মণ। বিচালী ৩ মণ হইতে ৪॥ মণ।

আয়—৫৲—৭৲ টাকা।

ব্যায়—১॥০—২৲ টাকা।

কাঁকরোল

ইহা এক প্রকার আরোহী লতা। ফলে তরকারী হয়।

রোপণের সময়—চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস। উঁচু জমিতে চাষ দিয়া মই দিতে হয়।

মাটি—ইহা ভারী কাদা ও ফুট বালি ভিন্ন সব মাটিতেই জন্মে; তবে দোঁয়াশ মাটিতে ভাল জন্মে।

সার—গোবরের সার ও বোঁদ মাটি।

বীজ—ইহার চারা কিম্বা শিকড় লাগাইতে হয়। ৮।১০

হাত অন্তর এক একটি কিম্বা একত্র দুইটি চারা লাগাইবে। গাছের আগা হইলে মাচাংএর উপর উঠাইয়া দিবে।

তুলিবার সময়—শ্রাবণ—আশ্বিন।

আয়—অন্যান্য তরকারী হইতে ইহার দাম একটু বেশী। সার জমিতে ইহা খুব ফলে। প্রচুর পরিমাণে ইহার আবাদ কাহাকেও করিতে দেখা যায় না। আবাদ করিলে বিঘা প্রতি ১৫০৲—২০০৲ টাকা আয় অনায়াসে হইতে পারে।

ব্যয়—৩০৲ টাকা। গাছের গোড়া মাঝে মাঝে খোঁচাইয়া দিতে হয় এবং গাছে পোকা লাগিলে তাহা মারিয়া ফেলিতে হয়।

কাঁকরোল একবার আবাদ করিলে বিনা আবাদে ঐ জমিতে ১৫ বৎসর চলে। ফলন শেষ হইয়া গেলে জমি কোপাইয়া দিতে হয়।

কাঁকড়ি

রোপণের সময়—মাঘ—ফাল্গুন।

মাটি—ভারী কাঁদা ব্যতীত সব জমিতে ইহা ফলে। দোঁয়াশ মাটি উপযোগী।

সার—গোবর সার, রেড়ীর খৈল ও ছাই।

বীজ—৩—৪ তোলা। চারা গজাইয়া আগা হইলে নিস্তেজ

চারা উঠাইয়া ফেলিয়া দিবে। জমি পাইট হইলে ৬ফুট অন্তর তিন ইঞ্চি গভীর গর্ত্তে বীজ রোপণ করিবে।

তুলিবার সময়—বৈশাখ—আষাঢ়।

আয়—৬০৲ টাকা—৬৫৲ টাকা।

ব্যয় ১৫৲ টাকা।

ইহা অনেকটা শশার মত।

কাঁকুড়

কাঁচা কাঁকুড় ব্যঞ্জনে খায়, পাকিলে ইহাকে ফুটি বলে; তখন ইহা গুড়, চিনি দিয়া খাইতে হয়।

বপনের সময়—ফাল্গুন—বৈশাখ।

মাটি—পলি মাটিতে ইহা ভাল জন্মে। বেলে দোঁয়াশ ইহার পক্ষে উপযোগী। জমি ভালরূপ চাষ দিতে হয়।

সার—পলি মাটি হইলে সার দিতে হয় না; তবে অন্য প্রকার মাটি হইলে গোবর সার ও কিছু রেড়ীর খইল ও ছাই দিবে।

বীজ—এক বিঘা জমিতে ১০ তেলা বীজ ছিটাইয়া বুনিবে। ৪ হাত অন্তর মাদা করিয়া ৪ ইঞ্চি গর্ত্তের নীচে ইহা রোপণ করিলেও হইতে পারে।

তুলিবার সময়—জ্যৈষ্ঠ—শ্রাবণ।

আয়—৬০৲—৭৫৲ টাকা।

ব্যায়—১৫৲ টাকা।

ক্যাসাভা (সিমুল-আলু)

রোপণের সময়—ফাল্গুন—চৈত্র।

মাটি—ভারী কাদা ও ষ্ফুট বালি ব্যতীত সকল জমিতেই ইহা জন্মে।

সার—গোবর সার ও বোঁদ মাটি।

বীজ—জমি চাষ ও পাইট করিয়া প্রত্যেক ৪ হাত অন্তর চারা পুতিতে হইবে। ইহার মূল আলু।

তুলিবার সময়—পরবর্ত্তী ফাল্গুন বা চৈত্র।

ফসল—১৫০মণ আলু। পাতা পশুর খাদ্য।

আয়—১০০৲ টাকা।

ব্যায়—৩০৲ টাকা।

বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় জন্মে।

কুমড়া

দেশী কুমড়া, চাল বা ছাঁচি কুমড়া।

রোপণের সময়—চৈত্র—জ্যৈষ্ঠ।

মাটি—দোঁয়াশ মাটি ইহার পক্ষে উপযুক্ত, তবে ছাড়া বাড়ী, কিম্বা ভিটার মাটিতে ইহা ভাল হয়।

সার—গোবর সার ও উঠান কুড়ান ধুলা।

বীজ—বিঘা প্রতি ৬—৮ তোলা। মাটি পাইট করিয়া ১০ হাত অন্তর মাদা করিয়া ৬ইঞ্চি মাটীর নীচে ৪।৫টী বীজ রোপণ করিবে। লতা মাচাংএর উপর উঠাইয়া দিতে হয়। চালে যায় বলিয়া উহার নাম চাল কুমড়া।

তুলিবার সময়—আষাঢ়—পৌষ।

ইহা কাঁচা তরকারী, রাঁধিয়া খাওয়া যায়। পাকিলে ডা'লের গুড়ার সঙ্গে দিয়া বড়ী তৈরী করা হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা এক প্রকার মিঠাই বা মোরব্বা প্রস্তুত হয়; তাহা খাইতে অতি উত্তম। ইহা পুরাণো হইলে কবিরাজী ঔষধে লাগে।

আয়—১০০৲—১৫০৲ টাকা।

ব্যায়—৩৫৲ টাকা।

বিলাতী কুমড়া বা মিঠা কুমড়া

রোপণের সময়—ইহা প্রায় বার মাসই ফলে; এজন্য প্রায় সব ঋতুতেই ইহার বীজ রোপণ করা যায়। সাধারণতঃ ইহা চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসে একবার ফলে এবং শ্রাবণ হইতে আশ্বিন মাসে আর একবার ফলে। শ্রাবণ, আশ্বিন মাসে যাহা ফলে তাহাকে ভাদুরে কুমড়া বলে।

মাটি—প্রায় সর্ব্বপ্রকার জমিতেই ইহা জন্মে তবে সব

ঋতুতে সব জমিতে ইহা হয় না। এঁটেল মাটিতে ভাদুরে কুমড়া উৎপন্ন করা যাইতে পারে। ঐ মাটিতে বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ মাসে কুমড়া জন্মান শক্ত। দোঁয়াশ মাটি ইহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পলি মাটিতে সার দিতে হয় না।

সার—বোঁদমাটি, গোবর সার, ছাই ও রেড়ীর খৈল।

বীজ—এক বিঘা জমিতে ১৫—২০ তোলা বীজই যথেষ্ট। সাধারণতঃ ইহা মাটিতে জন্মে; তবে ভাদুরে কুমড়া মাচাংএর উপর উঠাইয়া দিতে হয়। ৮।১০ হাত অন্তর মাদা করিয়া বীজ লাগাইবে।

তুলিবার সময়—চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ। ভাদুরে কুমড়া শ্রাবণ হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যে তুলিতে হয়। ইহা ফলিতে তিন মাস সময় লাগে।

আয়—১০০৲—১৫০৲ টাকা।

ব্যায়—৩০৲ টাকা।

পাইট—চারা উঠিয়া গেলে জমি কোপাইয়া দেওয়া উচিত। চারা থাকিতে পোকা লাগিলে গাছে ছাই দিবে।

গিমে বা গেমি কুমড়া

ইহা চাল কুমড়ার ন্যায়; তবে আকৃতিতে গোল। ইহা প্রভূত পরিমাণে ফলে।

রোপণের সময়—মাঘ—ফাল্গুন।

মাটি—পলি মাটিতে বিশেষতঃ বেলে চরে ইহার কোনই সার দিতে হয় না। তবে ২।৩ বার উপর্য্যুপরি ফলিয়া গেলে মাটি নিস্তেজ হয় তখন সার দিতে হয়।

সার—গোবর সার ও ছাই।

বীজ—৪০ তোলা। মাদা কাটিয়া ২॥ হাত অন্তর লাগাইবে। এক একটি মাদায় ৩।৪টী বীজ পুঁতিবে।

তুলিবার সময়—ইহা কাঁচা পাকা দুই অবস্থাতেই তরকারীরূপে ব্যবহার করা যায়। পাকিলে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে এবং আষাঢ় মাসের প্রথমে গাছ মরিয়া গেলে তুলিবে।

আয়—১৫৮৲—২০০৲ টাকা।

ব্যায়—৩০৲ টাকা।

জমিতে চারা একটু বড় হইলে জমি কোপাইয়া দিতে হয়। দুইবার কোপাইতে পারিলে ভালই হয়। জমির আগাছা উঠাইয়া না ফেলিলে গাছ বাড়ে না; ফলও ধরে না। পাকিলে ইহার গা সাদা হয়; এজন্য কেহ কেহ ইহাকে চুণা কুমড়া বলে। পূর্ব্ববঙ্গে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

কুশুম ফুল

বপণের সময়—আশ্বিন—কার্ত্তিক।

মাটি—চরজমি ও দোঁয়াশ।

সার—ছাই ও গোবর সার।

বীজ—১—১॥ সের বীজ।

তুলিবার সময়—মাঘ—ফাল্গুন।

ফসল—১২—১৩ সের ফুল ও ১২।১৩ সের বীজ।

যব, ছোলা প্রভৃতি রবিশস্যের সহিত ইহার বীজ বপন করিতে হয়।

কুলতি

বপনের সময়—আশ্বিন-কার্ত্তিক।

মাটি—বেলে দোঁয়াশ। আল্‌গা।

সার—সার না দিলেও চলে; তবে জমি অনুর্ব্বর ও নিস্তেজ বোধ হইলে কিছু গোবর সার দিলে মন্দ হয় না।

বীজ—জমি চাষ করিয়া ৩॥০—৪ সের বীজ বপন করিতে হয়।

তুলিবার সময়—ফাল্গুন।

ফসল—২॥০ মণ—৩ মণ।

ইহাতে বৃষ্টিপাত ততটা দরকার হয় না। ইহা পশুর খাদ্য। ইহাকে কুলত্থ কলাইও বলে। ইহা ভিজাইয়া ১০ ঘণ্টা পর ইহার জল পান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। মূত্র-কৃচ্ছতার উপকার হয়।

কোদো

বপনের সময়—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়।

মাটি—জঙ্গলা জমি।

সার—দরকার করে না।

বীজ—৩ পোয়া।

তুলিবার সময়—আশ্বিনের শেষভাগ ও কার্ত্তিক।

ফসল—২—৩ মণ। ইহার বিচালী বিষাক্ত।

কখনই ঘোড়াকে খাইতে দিবে না।

ক্রেশ

বপনের সময়—আশ্বিন হইতে মাঘ মাস।

মাটি—বেলে দোঁয়াশ।

সার—গোবর সার ও ছাই।

বীজ—১—১৷৹ তোলা।

তুলিবার সময়—কার্ত্তিক—মাঘ। ইহা ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত তোলা যায়। টবে চারা ফেলিয়া ইহার চারা রোপণ করিতে হয়। মাঝে মাঝে জল সেচন করিলে ভাল হয়।

খরমুজ

বিহার ও মধ্য প্রদেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহা বাংলার বাঙ্গী জাতীয়—তবে আকারে গোল। লক্ষ্ণৌ ও কানপুর অঞ্চলের খরমুজ খাইতে ভারী মিষ্ট ও সুস্বাদু।

রোপণের সময়—পৌষ-ফাল্গুন।

মাটি—বালুকাময় নদীর চর ও বেলে দোঁয়াশ।

সার—গোবর সার ও ছাই।

বীজ—নদীর চরে বালুকাময় স্থানে জমি চাষ করিতে হয় না। মাদা করিয়া ৩।৪টী বীজ পুঁতিয়া যাইতে হয়, বেলে দোঁয়াশ মাটি চষিতে হয় ও মাটি গুড়া হইলে তাহাতে ৪-৫ ফুট অন্তর মাদা করিয়া ৪টি করিয়া বীজ রোপণ করিবে, গাছ না বাহির হওয়া পর্য্যন্ত মাদায় মাঝে মাঝে জল দেওয়া উচিত।

তুলিবার সময়—চৈত্র হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত।

ফসল—ইহা সের হিসাবে বিক্রয় হয়। এক বিঘা জমিতে আগতী খরমুজা /০ হইতে ৵০ পর্য্যন্ত সের দরে বিক্রয় হয়।

আয়—১৭৫৲—২২৫৲ টাকা।

ব্যায়—৩০৲ টাকা।

মাঝে ২।১ বার ক্ষেত ভাল করিয়া কোপাইয়া দিতে হয়।

খেড়ো বা ক্ষিরে

বপনের সময়—মাঘ ও ফাল্গুন।

মাটি—বালুকাময় চর ও বেলে দোঁয়াশ।

সার—গোবর ও ছাই।

বীজ—২॥০ হইতে ৩ তোলা।

তুলিবার সময়—বৈশাখ—আষাঢ়।

বীজ হইতে চারা করিয়া ৪।৫ ফুট অন্তর চারা লাগাইবে। পূর্ব্ববঙ্গে বোরো ধানের আইলের পর বীজ পুতিয়া কৃষকেরা এক প্রকার ক্ষিরেই উৎপন্ন করে তাহা আকারে খুব বড় হয়। কৃষকেরা ইহাতে খুব লাভ করে।

খেসারী

ইহা রবি শস্য। ইহার জন্য জমি চাষ করিবার বিশেষ দরকার হয় না।

বপনের সময়—আশ্বিন-কার্ত্তিক।

মাটি—নূতন পলি মাটিতে খুব ভাল জন্মে। প্রায় সব জমিতেই ইহা হয়।

সার—অনাবশ্যক।

বীজ—২॥০—৩ সের।

জমিতে সামান্য সামান্য জল থাকিতে ছিটাইয়া বুনিতে হয়। চাষের দরকার নাই।

তুলিবার সময়—মাঘ—ফাল্গুন।

ফসল—বিঘা প্রতি ২ মণ হইতে ৩ মণ শস্য ও ১॥০ মণ বিচালী।

খেসারীর ডা'ল নিকৃষ্ট।

গাঁজর

বপনের সময়—আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত— চারা রোপণ করা যাইতে পারে। জমি ভাল চাষ চাই।

মাটি—হালকা দোঁয়াশ মাটি।

সার—গোবর সার ও খৈল। আউস ধানের জমীতে গাঁজর হয়; এজন্য ধান বুনিবার সময় সার দিলে ভাল হয়। ধানও গাঁজর তুই ফসলই উৎকৃষ্ট হয়।

বীজ—বীজতলায় চারা বানাইয়া রোপণ করিলে ২॥—৩ তোলা, দেশী গাঁজর ছড়াইয়া বুনিলে ২॥০ সের পর্য্যন্ত লাগে। বীজ ভিজাইয়া ২ ঘণ্টা পরে কাপড়ে পুটলী করিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়া জল ঝরাইয়া ফেলিতে হয়; তার পরে বিচালী চাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে অঙ্কুর বাহির হয়। দেশী গাঁজরে ছাই মাখিয়া বোনা উচিত। তাহা হইলে পোকায় কিংবা পীপিলিকায় ইহা খাইতে পারে না।

তুলিবার সময়—পৌষ—ফাল্গুন।

ফসল—৫০—১০০ মণ।

আয়—১০০৲—২০০৲ টাকা।

ব্যায়—৩০৲ টাকা।

ইহার কন্দ ভক্ষণ করিতে হয়।

গিনি ঘাস

রোপণের সময়—মূল রোপণ করিতে হইলে আষাঢ় মাসে করিবে। বীজ বুনিতে হইলে আশ্বিন মাসে বুনিবে, জমি ভাল চাষ চাই।

মাটি—দোঁয়াশ।

সার—গোবর সার, বোঁদ মাটি ও গোয়ালের আবর্জ্জনা।

বীজ—মূল কাটিয়া বসাইতে হয়। বীজ তলায় চারা প্রস্তুত করিবে; চারা আধ হাত হইলে ১॥০-২ ফুট অন্তর রোপণ করিবে।

তুলিবার সময়—বার মাসই ইহা কাটিতে পারা যায়।

ফসলের পরিমাণ—৬০-৭০ মণ।

আয়—৩৫৲—৪০৲ টাকা।

ব্যায়—১০৲ টাকা।

ইহা পশুর খাদ্য। গাভীকে খাওয়াইলে দুধ ভাল হয়। পনির বেশী হয়।

গোধূম বা গম

বপনের সময়—কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণ।

মাটি—লাল দোঁয়াশ মাটিতে ভাল জন্মে। অন্য প্রকার মাটিতেও যে ইহা না জন্মে তাহা নহে। ভাল চাষ চাই।

সার—খৈল ও গোবর সার।

বীজ—১০ সের। পুষা গমের বীজ ভাল।

তুলিবার সময়—ফাল্গুন—চৈত্র।

ফসল—৩-৪ মণ।

আয়—১২৲ টাকা।

ব্যয়—৫৲ টাকা।

জমি শুকাইয়া গেলে জল দেওয়া উচিত। জমি ভাল করিয়া চাষ করিবে ও মৈ দিয়া মাটি গুড়া করিবে।

বাংলায় গোধূমের চাষ ততটা প্রচলিত নাই। উহা প্রচলিত হওয়া উচিত; তাহা হইলে নিজের ঘরে গম পিষিয়া উত্তম আটা বা ময়দা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এবং উহার রুটি আহার করিয়া বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইতে পারে।

গোঁধলি

বপনের সময়—আষাঢ়।

মাটি—বেলে কিম্বা বেলে দোঁয়াশ।

সার—অনাবশ্যক।

বীজ—২ সের—২॥০ সের। ইহা ছিটাইয়া বুনিতে হয়।

তুলিবার সময়—কার্ত্তিক।

ফসল—২—২॥০ মণ। শস্য—৪—৪॥০ মণ খড়।

গোমুখ

Cucumis milover momordica.

ইহা এক প্রকার ফুটি।

রোপণের সময়—ফাল্গুন হইতে বৈশাখ।

মাটি—পলিমাটি ও বেলে দোঁয়াশ। জমি ভাল করিয়া চষিবে।

সার—দরকার হইলে গোবর সার ও রেড়ীর খৈল। পলিমাটি হইলে সারের দরকার হয় না।

বীজ—জমি চায করিয়া ৩।৪ হাত অন্তর মাদা করিয়া ৩।৪ ইঞ্চি মাটির নীচে বীজ পুঁতিবে। ৩ তোলা বীজের দরকার হয়।

তুলিবার সময়—জ্যৈষ্ঠ—শ্রাবণ।

আয়—৩০৲ টাকা।

ব্যায়—১০৲ টাকা।

ইহা কাঁচা খাওয়া যায় না। তিক্তস্বাদ, পাকিলে গুড় বা চিনি দিয়া খাইতে হয়।

চৈ

ইহা পান জাতীয় আরোহী লতা। ইহার শিকড় ও ডাঁটা কাল, এজন্য ডা'ল কিংবা তরকারীর মধ্যে দিয়া খাওয়া যায়। ইহা শ্লেষ্মঘ্ন।

সাধারণতঃ ইহার চাষ হয় না, ইহা ফাউ ফসলের মধ্যে গণ্য। বেড়ার চারিধারে কাঁচা গাছের গোড়ায় ইহার শিকড় লতা-সমেত লাগাইতে হয়। ২।৩ বৎসর গোড়ায় এঁটো হয় এবং লতা ও বেশ মোটা হয়। তখন ইহা শিকড় ও ডাঁটা সমেত কাটিয়া বিক্রয় করা হয়। সের ৵০ হইতে।০ পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে।

মাটি—ছাঁয়ে দোঁয়াশ।

এক বিঘা জমিতে যদি ৪০০ গাছ রোপণ করা যায় তবে ২ বৎসর পরে উহার দাম অন্যূন ৪০০৲ টাকা হয়।

ব্যায়—৪০৲ টাকা।

গাছের গোড়ায় গোবর সার ও ছাই দিলে গাছ তেজী হয়।

চিচিঙ্গা

রোপণের সময়—চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ।

মাটি—সব মাটিতেই ইহা জন্মে তবে সার থাকা চাই। জমি উঁচু ও টান হওয়া চাই যেন জল না দাঁড়ায়।

সার—গোবর সার ও ছাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বীজ—জমি চাষ করিয়া ৫।৬ হাত অন্তর মাদা করিবে। তাহার মধ্যে ৪ ইঞ্চি মাটির নীচে ৪টী করিয়া বীজ পুঁতিবে। গাছের আগা হইলেই মাচাংএ উঠাইয়া দিবে। বীজ ১০।১২ তোলা দরকার।

তুলিবার সময়—আষাঢ় হইতে আশ্বিন, তাহার পরেও ইহা ফলে।

ফসল—চিচিঙ্গা খুব লম্বা হয়। ১টা ২টা করিয়া পয়সায় বিক্রয় হয়। ফলেও যথেষ্ট।

আয়—বিঘাপ্রতি ১৫০৲ হইতে ২০০৲ টাকা।

ব্যায়—৩০৲—৪০৲ টাকা।

জমি কোপাইয়া দিতে হয় ও গাছের গোড়া মাঝে মাঝে খোঁচাইয়া আল্‌গা রাখিতে হয়, ইহা ভাজা ও মিষ্ট তরকারীতে খাওয়া যায়।

চিনা

বপনের সময়—ইহা বৎসরের দুই সময় হয় বীজ কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ এবং ফাল্গুন মাসে বপন করিতে হয়।

মাটি—কাদা দোঁয়াশ অথবা কাদা পলিমাটিতেও ইহা ভাল জন্মে।

সার—আবশ্যক হইলে গোবর সার।

বীজ—বিঘা প্রতি ১॥০ সের বীজ বুনিতে হয়। মাটি ভালরূপ চাষ করিতে হয়।

কাটিবার সময়—ফাল্গুন—চৈত্র—আষাঢ়।

ফসল—২—২॥০ মণ শস্য। ৪—৪॥০ মণ খড়।

আয়—১০৲—১২৲ টাকা।

ব্যায়—৪৲ টাকা।

ইহার চাউল পুষ্টিকর ও ভাল পায়স প্রস্তুত হয়।

চিনার বাদাম

বপনের সময়—বৈশাখ ও কার্ত্তিক।

মাটি—বেলে এবং বেলে দোঁয়াশ, হাল্‌কা।

সার—চিনে বাদামের খৈলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অভাবে গোবর সার ও ছাই এবং সামান্য চূণ। চাষের পূর্ব্বে বিঘা-প্রতি ১মণ হাড়ের গুড়া ছড়াইয়া দিলে ভাল হয়।

বীজ—জমি ভালরূপে চাষ করিয়া ৮।১০ সের বীজ আলুর মত লাইন দিয়া পুঁতিতে হয়।

জলের আবশ্যক হয় না। ১ ফুট অন্তর পিলি করিবে।

তুলিবার সময়—কার্ত্তিক ও বৈশাখ।

ফসল—৪০ মণ।

আয়—১২৫৲ টাকা।

ব্যয়—২৫৲ টাকা।

ইহা একটী লাভজনক ফসল।

ছোলা

বপনের সময়—কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ।

মাটি—পলিমাটি এবং কাদা দোঁয়াশ।

সার—পলিমাটিতে সার দিতে হয় না। আবশ্যক হইলে গোবর সার দিবে।

বীজ—দেশী ৮সের, কাবুলী ছোলা ১২ সের। ছিটাইয়া কিংবা চাষের নীচে বুনিতে হয়।

তুলিবার সময়—ফাল্গুন—চৈত্র।

ফসল—শস্য ৪—৫ মণ। খড়—৪ মণ।

আয়—১০৲ টাকা।

ব্যায়—৩৲ টাকা।

ইহা ডাল, ছাতুরূপে ও ভিজাইয়া কাঁচা খাওয়া যায়।

ছালাদ (লেটুস্)

বপনের সময়—ভাদ্র—কার্ত্তিক।

মাটি—সারযুক্ত দোঁয়াশ। জমি খোলা এবং ছায়াবিহীন হওয়া চাই।

সার—হাড়ের গুড়া, সোরা, রেড়ীর খৈল ও গোবর সার।

বীজ—জমি ভালরূপে চাষ এবং পাইট করিয়া তাহাতে কপির মত বীজতলা হইতে চারা রোপণ করিতে হয়। চারা প্রথমে বীজতলায় তৈরী করিতে হয়।

তুলিবার সময়—অগ্রহায়ণ—ফাল্গুন।

ফসল—৬৪০০ গাছ।

আয়—১০০৲ টাকা।

ব্যায়—৩০৲ টাকা।

জোয়ার (দেবধান্য)

বপনের সময়—বৈশাখ হইতে আষাঢ়।

মাটি—ফুটবালি ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার মাটিতেই ইহা জন্মে।

সার—গোবর সার।

বীজ—১৷৷০ সের শস্যের জন্য। ৪ সের ঘাসের জন্য।

তুলিবার সময়—আষাঢ়—ভাদ্র।

ফসল—শুদ্ধ খড়ের জন্য জন্মাইলে ১০০ মণ কাঁচা গাছ অথবা ২ মণ শস্য ও ৪ মণ খড়।

ঝিঙ্গা

রোপনের সময়—ঝিঙ্গা দুই সময় রোপণ করিতে হয়। একবার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং দ্বিতীয়বার মাঘ ফাল্গুন মাসে।

মাঘ-ফাল্গুন মাসে যে ঝিঙ্গার বীজ রোপণ করিতে হয় তাহা মাটির উপরে জন্মে। উহাকে ভুঁই ঝিঙ্গা বলে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে রোপিত ঝিঙ্গার গাছ মাচাংএর উপর উঠাইয়া দিতে হয়।

মাটি—বালি ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার মাটিতেই ঝিঙ্গা হয়; তবে মাঘ-ফাল্গুন মাসে রোপিত ঝিঙ্গা এঁটেল মাটিতে জন্মে না।

সার—গোবর সার, ছাই এবং রেড়ীর খৈল।

বীজ—জমি পাইট করিয়া ৮ হাত অন্তর এক একটী মাদা করিয়া তাহার মাঝে ৩ ইঞ্চি মাটীর নীচে ৪টী করিয়া বীজ পুঁতিবে। ৭।৮ তোলা বীজ লাগে।

তুলিবার সময়—যে ঝিঙ্গা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে রোপণ করে তাহা শ্রাবণ-আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত তুলিতে হয় এবং যে ঝিঙ্গা মাঘ-ফাল্গুন মাসে রোপণ করে তাহা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে তুলিতে হয়।

ফসল—১০০টী ঝাড়ে ফলিলে প্রভূত পরিমাণে ফলে।

আয়—১০০৲ টাকা।

ব্যায়—২৫৲ টাকা।

ইহা সাধারণতঃ বেগুণ কিংবা অন্য ফসলের ক্ষেতের চারি পাশে বেড়ার ধারে-ধারে কঞ্চিযুক্ত বাঁশের উপর চাষীরা জন্মাইয়া থাকে।

টেঁপারি

(Physalis Peruvana)

রোপণের সময়—বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ মাস।

মাটি—উচ্চ এঁটেল দোঁয়াশ।

সার—গোবর সার, ছাই ও খৈল।

বীজ—বৈশাখ মাসে বীজতলায় চারা তৈরী করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে ৪ ফিট অন্তর পিলি করিয়া ২ ফিট অন্তর উহা বসাইবে। মাটি ভালরূপে চাষ হওয়া চাই।

তুলিবার সময়—শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে ফল পাকে। মাঘ মাস পর্য্যন্ত গাছে ফল রাখিতে পারা যায়। নাবীতে চারা বসাইলে সমস্ত শীতকাল ফল রাখা যায়। কার্ত্তিক মাসের পর জমি শুষ্ক হইলে জল দিবার ব্যবস্থা করিবে।

আয়—৫০৲ টাকা।

ব্যায়—২০৲ টাকা।

ইহা খাইতে অম্ল-মধুর। বালক বালিকাগণ ইহা খাইতে ভালবাসে। ইহার গন্ধও মনোরম; ইহার দ্বারা জ্যাম প্রস্তুত হয়।

টমেটো বা বিলাতী বেগুণ

(Lycopersmm esiculutum)

বপনের সময়—ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক। বর্ষাকালে আগতী চারা করিতে হইলে টবে চারা করিতে হয়। অথবা আবরণাদির ব্যবস্থা করিয়া হাপরে চারা তৈরী করিবে।

মাটি—দোঁয়াশ মাটিতে ভাল জন্মে, এঁটেল মাটিতেও হয়; তবে জলের ব্যবস্থা চাই।

সার—গোবর সার, খৈল ও ছাই।

বীজ বা চারা—বিঘাপ্রতি ১৷৷—২ তোলা বীজ লাগে।

২৷৷ হাত অন্তর চারা লাগাইবে। মাঝে মাঝে গাছের গোড়া খোঁচাইয়া দিবে এবং সমস্ত জমি একবার কোপাইয়া দিবে।

টমেটোতে ভাইটামিন্ প্রচুর পরিমাণে আছে। এজন্য ইহা যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া উচিত। ইহা খাইতে অম্ল-মধুর। ইহা হইতে জ্যাম, জেলী ও চাট্নী প্রস্তুত হয়।

ঢেঁড়শ

(Hibiscus escutentus)

ইংরাজিতে ইহাকে Okra Lodus finger বলিয়া থাকে।

বপনের সময়—বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ মাস।

মাটি—বালি ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার জমিতেই ইহা ফলে।

সার—হাড়ের গুড়া ও রেড়ীর খৈল।

বীজ—বিঘাপ্রতি ৭॥ হইতে ১০ তোলা। যাহারা পাটের জন্য ঢেঁড়স বুনিবে তাহারা প্রতিবিঘায় ২॥০ সের ছিটাইয়া বুনিবে। চৈত্র মাসে হাপরে চারা প্রস্তুত করিয়া, ৩ ফুট অন্তর সারি দিয়া বসাইবে। ('সরলকৃষি কথা' ও 'বাংলার ফসল' দ্রষ্টব্য)।

তুলিবার সময়—আষাঢ়,—আশ্বিনমাস।

ফসল—৫০ হইতে ৮০ মণ।

আয়—১২৫৲ টাকা—২০০৲ টাকা।

ব্যায়—৩০৲ টাকা।

ঢেঁড়শ গাছের বল্কলে এক প্রকার পাট প্রস্তুত হয়, তাহার Commercial name Okra fibres । উহার মূল্য বেশী।

তরমুজ

(Cituellas Vulgaries)

রোপণের সময়—পৌষ—মাঘমাস।

মাটি—বেলে জমি ও বালুকাময়চরে ইহা ভাল ফলে।

ভারতবর্ষে, রাজপুতনায় ও বালুকাময় ভূমিতে খুব বড় ও সুস্বাদু তরমুজ হয়। বাংলা দেশের যশোহর জেলার বিনোদপুরে ও গোয়ালন্দে অত্যুৎকৃষ্ট তরমুজ জন্মিয়া থাকে। উহা যেমন বড় তেমনি খাইতে মিষ্ট।

সার—গোবর সার গোহালের আবর্জ্জনা।

বীজ—৪ হাত অন্তর গর্ত্তে ৩।৪টী বীজ ৬ ইঞ্চি মাটির নীচে পুঁতিতে হয়। বীজ ৫ তোলা।

তুলিবার সময়—বৈশাখ হইতে আষাঢ়।

আয়—১০০৲ টাকা।

ব্যায়—২০৲ টাকা।

তামাক

বপনের সময়—ভাদ্র—কাৰ্ত্তিক।

মাটি—হাল্‌কা দোঁয়াশ। আগতী তামাক মেটেল মাটিতেও হয়। সার দ্বারা এবং কোপাইয়া মাটি আল্‌গা রাখিতে হয়।

সার—ছাই ও পুরাণ গোবর সার ভাল। উৎকৃষ্ট ধরণের চুরুটের তামাক জন্মাইতে হইলে সোরা, পটাস্‌সাল্‌ফেট্, পটাস্ কার্ব্বনেট্ এবং ছাই।

বীজ—বীজ হাপরে বপন করিয়া চারা হইলে রোপণ করিতে হয়। ছোট চারা রোপণ করিলে গাছ ভাল হয়। চারা রোপণের পর ৩।৪ দিন সকালে কিংবা বিকালে একটু একটু জল দিবে। চারা লাগিয়া গেলে গোড়া খোঁচাইয়া মাটি আল্‌গা করিয়া দিবে; না দিলে গাছ বাড়িবে না। গোড়ায় রৌদ্র এবং বাতাস লাগা চাই। তামাক গাছের ৭।৮ টী পাতা রাখিয়া

পাতা ও আগা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। ৩ ফুট অন্তর পিলি করিয়া ২—৩ ফুট অন্তর চারা লাগাইবে। বিঘা প্রতি ॥০ তোলা বীজ।

তুলিবার সময়—মাঘ—চৈত্র।

ফলন—৬—৮ মণ।

তামাক বহু প্রকার; যেমন, হিংলি, বোম্বাই, মতিহারী, কচোড়, সিঙ্গাপুরী প্রভৃতি। যশোহর জেলায় হিংলি গ্রামের নাম অনুযায়ী হিংলি তামাকের নাম হইয়াছে। ঐ তামাক এখন অন্যান্য স্থানেও জন্মিতেছে। যশোহরে বিস্তৃত পরিমাণে তামাকের চাষ নাই। ঐ জেলায় সদর, বনগ্রাম ও ঝিনেদহ সাব্‌ডিভিশনে যে সমস্ত উঁচু জমি আছে তাহা তামাক-চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বাংলা দেশে রংপুর, দিনাজপুর ও কুচবিহার অঞ্চলে বিস্তৃত পরিমাণে তামাকের চাষ হয়। ঐ সমস্ত স্থান হইতে মগগণ আসিয়া চুরুটের জন্য তামাক কিনিয়া লইয়া যায় এবং তাহা হইতে ৩০।৪০গুণ মূল্যের চুরুট প্রস্তুত করে। বাঙ্গালী অন্ধ, তাই চোখ থাকিতেও ইহা দেখে না বা দেখিতে ইচ্ছা করে না।

আর ঐ যে বিদেশিয়গণ আসিয়া সিগারেট বিক্রয় করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া যাইতেছে; চেষ্টা করিলে ঐ সিগারেট্ বাংলার তামাকে বাংলা দেশেই তৈয়ারী করা যাইতে পারে। অথচ দেশবাসীর সেদিকে লক্ষ্য নাই। আর ঐ যে বাংলায় এখন বিড়ির প্রচলন হইয়াছে তাহার তামাকও বাংলার বাহির অন্য প্রদেশ হইতে আসে। বিড়ির পাতাও

তাই। বিড়ির টাকা বাংলাদেশবাসী পায় না। বড়ই দুঃখের বিষয় যে—বাংলার নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ বিক্রয় করিয়া বিদেশী এবং ভারতের অন্য দেশবাসিগণ বাংলা হইতেই বহু টাকা লুটিতেছে, আর বাঙ্গালী তাহার নীরব দ্রষ্টা! শত সহস্র লোক কর্ম্মহীন অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেশ দরিদ্র হইতেছে। ইহাই অদৃষ্টের পরিহাস!

বিদেশে—হ্যাভানা, মিশোর ও সিঙ্গাপুরে অতি উৎকৃষ্ট তামাক জন্মে। এদেশে ঐ তামাক জন্মাইবার চেষ্টা করা উচিত।

তিল

বপনের সময়—

(১) সাদা ও কাল তিল—জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়।

(২) কাল তিল—ভাদ্র।

(৩) লাল (বারাই) তিল—মাঘ, ফাল্গুন।

মাটি—উঁচু দোঁয়াশ জমি। বিলের কাল মেটেল মাটিতে লাল তিল জন্মে। তিল জল সহ্য করিতে পারে না, গোড়ায় জল দাঁড়াইলে গাছ ঢলিয়া যায়। এজন্য জমি উঁচু ও বুকটান হওয়া চাই। পলিমাটিতে তিল ভাল হয়।

সার—সাধারণতঃ সার দরকার করে না; তবে গোবর সার ও গোয়ালের আবর্জ্জনা দিলে ভাল হয়।

তিল

বীজ—১ হইতে ১॥ সের।

তুলিবার সময়—(১) সাদা তিল—ভাদ্র ও আশ্বিন।
(২) কাল তিল—মাঘ ও ফাল্গুন।
(৩) লাল তিল—জ্যৈষ্ঠ।

ফসল—২ মণ হইতে—৫ মণ।

তিলের জমি উত্তমরূপে চাষ করিবে। অনেক সময় চাষারা ফাল্গুন মাসে নাবী তিল ধান্যের সহিত অল্প পরিমাণে বুনিয়া জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে উহা কাটিয়া লয়। বেশী বৃষ্টি না হইলে ঐ তিল খুব ভাল হয় এবং কৃষকেরা বেশ লাভ করে। বেশী বৃষ্টি হইলে ঐ তিল ভাল হয় না। ইহা সকলের জানিয়া রাখা উচিত যে সাধারণতঃ তিল কড়াখণ্ড অর্থাৎ বেশী বৃষ্টি না পাইলে উহা ভাল হয়। এক প্রকার তিল আছে উহা ভাদ্র মাসে হয়। উহা হঠাৎ জলে মরে না।

তিলের তেল মস্তিষ্কের পক্ষে উপকারী। উহা অনেক ঔষধেও ব্যবহৃত হয়।

আয়—২০৲ টাকা—৫০৲ টাকা।

ব্যায়—৫৲ টাকা—১০৲ টাকা।

("বাংলার ফসল" দ্রষ্টব্য)

তূলা

রোপণের সময়—আয়ুশে কাপাস কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণে আবাদ করা হয় ফাল্গুন-চৈত্রে ফুল হয় এবং জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে ফল হয়।

আমুনে কাপাস বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠমাসে বোনা হয়, আশ্বিন মাসে ফুল হয়, পৌষমাসে ফল হয়।

এই দুই জাতীয় কাপাস; ফস্লে কাপাস (Crops Cotton) মাঠের জমিতে বপন করিতে হয়। ইহা ব্যতীত আর এক জাতীয় কাপাস আছে, তাহা গৃহস্থের বাটীতে রোপণ করা হইয়া থাকে। উহাকে গাছ কাপাস বলে। উহা একবার রোপণ করিলে ১০ বৎসর থাকে। ইহা ব্যতীত আরও বহু প্রকারের কাপাস আছে।

মাটি—প্রায় সব জমিতেই কাপাস জন্মে; তবে উঁচু দোঁয়াশ জমিই ইহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অতিরিক্ত বেলে জমি এবং নীচু জমিতে কাপাস হয় না। জমিতে জল দাঁড়াইলে কাপাসের গাছ মরিয়া যায়।

সার—হাড়ের গুড়া ও খৈল। কাপাসের খোল দিতে পারিলে ভাল হয়।

বীজ—বিঘা প্রতি /২॥০ আড়াই সের বীজ বুনিবে। বুনিবার পূর্ব্বে বীজগুলি গোবরজলে ভিজাইয়া রাখিবে; তাহা হইলে গাছ ভালরূপে অঙ্কুরিত হইবে।

তুলিবার সময়—আয়ুসে কাপাস আষাঢ় মাসে এবং আমুনে কাপাস ফাল্গুন মাসে।

ফসল—তূলা বিঘাপ্রতি ১/—১৷৷০ মণ ফলে।

আয়—২০৲—২৫৲ টাকা।

ব্যায়—৮৲—১০৲ টাকা।

তূলার জমি ভালরূপে চাষ করা উচিত। তবে গৃহস্থের বাড়ীতে যে গাছকাপাস বোনা হয় উহাতে চাষের দরকার হয় না। তবে যে মাটিতে উহা রোপিত হয় ঐ মাটি সারযুক্ত হওয়া উচিত। তূলা এমন সময় লাগাইবে যাহাতে বর্ষার সময় ফল না পাকে। কেন না বৃষ্টিতে তূলা নষ্ট হইয়া যায়।

মিশরের এবং আমেরিকার তূলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উহার আঁশ লম্বা, চিকণ ও শক্ত। ভারতবর্ষে ঐ প্রাকার তূলা উৎপাদিত হয়। ভারতবর্ষে ও মধ্য প্রদেশে, বেরারে এবং বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে তূলা জন্মে। কিন্তু ঐ তূলা, মিশর ও আমেরিকার তূলা হইতে নিকৃষ্ট ধরণের। অনেকে মনে করেন যে বাংলাদেশে তূলা জন্মে না ; কেন না এখানে অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ঢাকাই মসলিন যে তূলা হইতে প্রস্তুত হইত তাহা বাংলা দেশেই জন্মিত। বাংলায় বুড়ী কাপাস ভাল জন্মে। এখানে ঐ কাপাসেরই চাষ করা উচিত। ভারতের বস্ত্রসমস্যা সমাধান করিতে হইলে তূলার চাষে মনোযোগী হওয়া উচিত।

তিসি

বপনের সময়—আশ্বিন—কার্ত্তিক।

মাটি—পলি মাটীতেই ইহা ভাল জন্মে, কাদা দোঁয়াশও ইহার পক্ষে উপযোগী।

সার—অনাবশ্যক। তবে জমিতে সার দিলে ইহার এবং পরবর্ত্তী ফসলের দুই খন্দেরই উপকার হয়। গোবর সার ও গোহালের আবর্জ্জনা চাষের সময় দিবে।

বীজ—ইহা ছিটাইয়া বোনা যায়। চাষের জমিতে বুনিলে ভাল করিয়া চাষ করিবে ২৷৷—৩ সের বীজ যথেষ্ট। ।

তুলিবার সময়—ফাল্গুন।

ফসল—২—২৷৷০ মণ।

আয়—৮৲ টাকা—হইতে ১০৲ টাকা।

ব্যায়—৩৲ টাকা—৪৲ টাকা।

ছোলার সহিত মিশাইয়া ইহা জন্মাইতে পারা যায়। তিসি একটী মূল্যবান খন্দ, ইহার তৈল রংএর জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা বিদেশে রপ্তানী হয়।

ধনে

বপণের সময়—আশ্বিন—কার্ত্তিক।

মাটি—পলি মাটি ও দোঁয়াশ এঁটেল।

সার—পলি মাটি ভিন্ন অন্য জমিতে দরকার হইলে ছাই ও গোবর সার দিবে।

বীজ—বিঘাপ্রতি—৩—৪ সের।

তুলিবার সময়—ফাল্গুন—চৈত্র।

ফসল—৩—৪ মণ।

আয়—১৫৲—২০৲ টাকা।

ব্যায়—৫৲ টাকা।

ধনে মসল্লা স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। চামড়া কষায় করিবার জন্য ইহার দরকার। ইহা প্রভূত পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়।

ধঞ্চে

বপনের সময়—চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ।

মাটি—বালি ভিন্ন যে কোন জমি।

সার—ইহা নিজেই সার। ইহা উৎপাদনের জন্য সারের দরকার হয় না। জমিতে Green manures সবুজ সার দিতে হইলে ধঞ্চে বুনিয়া ১—১॥ ফুট হইলে মৈ দিয়া উহা জমির সহিত মিশাইয়া দিবে। পচিলে উহা জমিতে উৎকৃষ্ট সারের কাজ করিবে। ধঞ্চে খুব ভাল নাইট্রোজেন সার দেয়।

বীজ—বিঘা প্রতি—২—২॥ সের।

ফসল—গাছ বড় হইলে বীজ পাওয়া যায়। ঐ বীজ গ্রীণ্ সার ভিন্ন অন্য কোন কাজে লাগে না। শুক্‌নো গাছের

দ্বারা ভাল জ্বালানী কাষ্ঠ হয়; বিক্রয় করিলে তার দাম—১০৲—১৫৲ টাকা হয়।

ধঞ্চে পাটগাছ হইতে মোটা এবং লম্বা হয়। উহার ছাল পাতলা এজন্য উহার Fibre হয় না। ধঞ্চের Fibre পুরু এবং শক্ত করা যায় কি না তাহা অনুসন্ধানের বিষয় বটে।

ধান

শুধু ভারতবর্ষের নহে জগতের ইহাই প্রধান খাদ্য ফসল। জগতের প্রায় সব জাতিই ভাত খায়। ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, চায়না, জাপান, প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ ভাত খাইয়াই জীবন ধারণ করে।

ধান বহু প্রকারের। এক হাজারেরও অধিক, ৬০ দিন অর্থাৎ ২ মাস হইতে ১০ মাসের মধ্যে সব ধানই ফলে। যে ধান অতি শীঘ্র ফলে তাহা ৬০ দিনে পাকিয়া যায় তাহাকে শেঠে ধান বলে। যে ধান বপন কিংবা রোপণ হইতে ৩ মাসের মধ্যে পাকে তাহাকে আউশ বা আশু ধান বলে। আর যে ধান পাকিতে ৫মাস হইতে ১০ মাস সময় লাগে তাহাকে সাধারণতঃ আমন ধান বলে। উহা পৌষ-মাঘ মাসে পাকে।

ইহা ব্যতীত ছোট্‌নাশ্রেণীভুক্ত কতকগুলি ধান আছে তাহারা আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে পাকে।

এক জাতীয় আশু ধান বা আয়ুশ ধান আছে তাহাকে

বোরো বলে। উহার চারা প্রস্তুত করিয়া পৌষ হইতে চৈত্র মাসের মধ্যে জলে রোপণ করিলে রোপণের ৩ মাসের মধ্যে উহা পাকে। উহা মোটা ধান।

রায়দা নামক আর এক প্রকার ধান আছে, উহা বোরো ধানের সহিত সামান্য পরিমাণে ভাজ দিয়া চারা প্রস্তুত করিয়া রোপণ করিতে হয়। বোরো ধানের সহিত উহার গাছ কৃষকেরা কাটিয়া লইয়া যায়। গাছে পুনরায় পোট উঠে। উহাতে কার্ত্তিক মাসে ধান পাকে। ফল বেশী নহে; ৭—৮ মণ।

মোটা সরু ভেদে আয়ুশ ও আমন ধান অনেক প্রকার। এত ছোট ধান আছে যে তাহা দেখিতে জিরের মত।

ধান উঁচু শুক্‌নো জমিতেও হয় আবার ৮।১০ হাত জলে নিম্ন জমিতেও ইহার জন্মিবার বাধা হয় না। উঁচু জমিতেও আয়ুশ ধান ও নিম্ন জলা জমিতে আমন বা হৈমন্তিক ধান সাধারণতঃ হইয়া থাকে। বোরো ধান এক ফুট—২ ফুট জলে ভাল ফলে; তবে জমি একবার শুকাইয়া যাওয়া চাই নতুবা ঝাড় মোটা হয় না।

ধান প্রায় সব ঋতুতেই ফলে।

পাকিবার সময়

চৈত্র—জ্যৈষ্ঠ—বোরো ধান।

আষাঢ়—ভাদ্র—আয়ুশ।

আশ্বিন—কার্ত্তিক—কুরমনি, দীঘে ও রায়দা।

অগ্রহায়ণ—ফাল্গুন—আমন।

রোপণ বা বপনের সময়

অগ্রহায়ণ—চৈত্র—বোরো ও রায়দা ধান।

মাঘ—জ্যৈষ্ঠ—আয়ুশ।

মাঘ—শ্রাবণ—আমন।

ছোট্‌না প্রভৃতি

মাটি—সর্ব্বপ্রকার মাটিতেই ইহা জন্মে।

সার—বোঁদ ও পলি মাটিতে কোন সারের দরকার হয় না বটে কিন্তু যে সমস্ত জমি উঁচু, জলে প্লাবিত হয় না তাহাতে সারের দরকার। বার বার একই জমিতে ধান উৎপাদন করিলে জমি নিস্তেজ হয়, এজন্য সারের দরকার। বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান জেলার জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে সার দেওয়া হইয়া থাকে। গোবর সার ও গোহালের আবর্জ্জনা উত্তম সার। ধানের জমি ভালরূপ চাষ করা ও নিড়ান উচিত।

বীজ—১২—১৬ সের।

কাটিবার সময়—পূর্ব্বের স্থান দ্রষ্টব্য। *

ফসল—৬ মণ—২০ মণ।

বাংলার ধান্য-ফসলের গড়ে উৎপন্ন ৭৷৷০ মণ।

আয়—খড় সমেত ব্যায় বাদে—১০৲—১২৲ টাকা লাভ হইয়া থাকে। খাদ্য শস্য বলিয়া লোকে ইহার চাষ করে। ইহা লাভজনক ফসল নহে। ইহা দ্বারা মনুষ্যের ও পশুর খাদ্য সরবরাহ হয়।

ধুঁন্দুল

Luffa Aegejptiaca.

রোপণের সময়—জ্যৈষ্ঠ।

নাবী রোপণ করিলে ইহা শীতকাল পর্য্যন্ত থাকে। ইহার ভাজা ভাল। তরকারীতেও ইহা খাওয়া যায়। খাইতে মিষ্ট লাগে। ইহা সাধারণতঃ জমিতে ফসল হিসাবে বিস্তৃতভাবে উৎপাদিত হয় না। অন্য ফসলের জমির চারিপাশে বেড়ার ধারে ইহা লাগান হইয়া থাকে। এবং গাছের আগা হইলে উহা মাচাংএর পর অথবা কঞ্চিযুক্ত বাঁশের উপর উঠাইয়া দেওয়া হয়। অনেক সময় ইহা ঘরের চালের পর কিংবা গাছের পর লতাইয়া যায়।

ইহা পাকিলে ইহার খোসায় স্পঞ্জের মত এক প্রকার গা-ঘসা ব্রাস্ প্রস্তুত হয়। ঐ প্রকার ব্রাস্ প্রস্তুত করিতে পারিলে ইহার দ্বারা লাভবান হওয়া যায়। চাষ ঝিঙ্গার মত।

পটল

রোপণের সময়—কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণ।

মাটি—পলি বা বা উঁচু দোয়াঁশ। উঁচু টান জমি ব্যতীত পটল জন্মে না। জমিতে জল দাঁড়াইলে ফুল ঝরিয়া যায়। পটলের জমি উত্তমরূপে চাষ করিতে হয়।

সার—পলি মাটিতে সারের দরকার হয় না। নিস্তেজ মাটিতে গোবর সার খৈল হাড়ের গুড়া ও ছাই দিবে।

বীজ—পটল বীজ হইতে উৎপাদিত হয় না। ইহার শিকড় পুঁতিয়া গাছ বানাইতে হয়। জমি উত্তমরূপে চাষ করিয়া ৩ হাত অন্তর মাদা করিবে এবং প্রত্যেক মাদায় ২।৩টী করিয়া শিকড় ৩ ইঃ মাটির নীচে পুঁতিবে। যে জমি হইতে পটলের পত্তন উঠাইয়া দেওয়া হয় ঐ জমিতে শিকড় পাওয়া যায় ৫—৭ সের শিকড় বিঘা প্রতি দরকার।

তুলিবার সময়—ফাল্গুন—আশ্বিন।

ফসল—৩০—৫০ মণ।

আয়—৯০৲—১৫০৲ টাকা।

ব্যায়—২৫৲—৩০৲ টাকা।

একবার জমিতে পটল লাগাইলে ৩ বৎসর ফসল পাওয়া যায়। আশ্বিন মাসে গাছ মরিয়া যায়। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে জমি চষিয়া পাইট করিলে শিকড় হইতে গাছ হয়। পটলের জমি নিড়াইয়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে।

পাট

রোপণের সময়—ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ।

মাটি—বেলে, দোঁয়াশ ও এঁটেল মাটিতে পাট উৎকৃষ্ট জম্মে ; কিন্তু কঙ্কর যুক্ত মাটিতে এবং সমুদ্র হইতে ২০০ ফিট উচ্চে পাট জম্মে না।

সার—নাইট্রেট্ অব সোডা, হাড়ের গুড়া, গোবর সার ও ছাই। কচুরী পানার ছাইই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পাটের জমি বহুবার চাষ দিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মৈ দিয়া মাটি গুড়া করিয়া দিতে হয়। জমিতে রৌদ্র ও বাতাস লাগিলেই সারের কাজ হইয়া থাকে।

বীজ—১৷৷০ সের।

উঁচু জমিতে চুঁচড়া গ্রীণ এবং নীচু জমিতে কাঁকেয়া বোম্বাই বা সাহেবী পাট সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কাটিবার সময়—আষাঢ়—ভাদ্র মাস। ফল ধরিলেই কাটিবে।

ফসল—বিঘা প্রতি ১০ মণ।

আয়—১০৲ টাকা করিয়া মণ বিক্রয় হইলে ১০০৲ টাকা।

ব্যায়—৩০৲ টাকা।

বীজ বুনিবার পর চারা হইলে ৩।৪ ইঞ্চি অন্তর চারা রাখিয়া অন্য চারাগুলি আগাছা সহ নিড়াইয়া দিবে।

পাট বাংলার কৃষকের একটী লাভজনক ফসল। ইহার দ্বারা কোটি কোটি টাকা বাংলার লোকে প্রতি বৎসরই পাইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় ইহার শিল্প বৈদেশিকের হাতে।

পান

রোপণের সময়—(১) বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ (২) কার্ত্তিক। পুরাতন গাছ হইতে লতা আনিয়া গাইট সহ ১ হাত

পরিমাণ কাটিয়া পুঁতিবে। বিঘা প্রতি ৬৭০০ লতা-খণ্ড দরকার।

মাটি—উঁচু এঁটেল বা দোঁয়াশ মাটি। আচট্ জমি হইতে উপরের ৯ইঞ্চি মাটি কাটিয়া ফেলিয়া তাহাতে নূতন মাটি দিয়া বরজ করিতে পারিলে গাছ তেজী হয় ও পান ভাল হয়।

সার—সরিষার খৈল, মাস কলাইয়ের গুড়া, পঁচা পুকুরের কাদা।

তুলিবার সময়—লাগাইবার ৮ মাস পরে পান তুলিতে পারা যায়। মাসে ৪ বার করিয়া পান তোলা যায়।

ফসল ও আয়—এক বিঘা জমিতে একটী বরজ তৈরী করিতে ২৫০৲ টাকা ব্যায়। বরজ ১০ বৎসর থাকে। বাৎসরিক খরচ—৬০৲। আয়—বাৎসরিক ৬০০৲ টাকা।

পান বর্দ্ধনশীল করিবার জন্য ও উহার পোকা নিবারণের জন্য বিটল্ টোন(**Betel tone**)ই একমাত্র ঔষধ।

পান একটী বিলাসের সামগ্রী। সমগ্র ভারতবাসীই ইহা ব্যবহার করে। ইহা শ্লেষ্মঘ্ন, রতিবর্দ্ধক, আগ্নেয় ও উত্তেজক, ইহা ছায়াতে জন্মে।

পালঙ্গ

Rumex Vesiceria

শাকের মধ্যে পালঙ্গই অতিরিক্ত ভিটামিন যুক্ত।

বপনের সময়—আশ্বিন—কার্ত্তিক।

মাটি—প্রায় সকল প্রকার জমিতেই পালঙ্গ জন্মে। শুষ্ক কঙ্করযুক্ত মাটিতে জল বেশী পরিমাণে দিতে হয়।

সার—সোরা, রেড়ীর খৈল, গোবর সার ও ছাই।

বীজ—বীজ ছড়াইয়া অথবা হাপরে চারা তৈরী করিয়া পুঁতিবে।

তুলিবার সময়—গাছ একটু বড় হইলেই পাতা তুলিয়া খাইবার উপযুক্ত হয়। গাছ ৩ মাস থাকে। ইহার মাঝে পাতা, ডাঁটা ও গোড়া সমস্তই তুলিয়া খাওয়া যায়।

আয়—২০৲—১০০৲ টাকা।
ব্যয়—২৫৲ টাকা।

পালঙ্গ দুই প্রকার। পালঙ্গ শাক ও চুকা পালঙ্গ। দুই পালঙ্গেরই চাষ এক প্রকার। হাপরে চারা তৈরী করিয়া পাইট করা জমিতে ১—১॥ ফুট অন্তর চারা লাগাইবে। ছড়াইয়া বুনিলে ১॥—২ সের বীজ বুনিবে। চারা হইলে নিড়াইয়া পাতলা করিয়া দিবে এবং গোড়া খুঁচাইয়া দিবে।

যত্নের সহিত পালঙ্গ আবাদ করিতে পারিলে ইহার ঝাড় খুব মোটা হয়, এমন কি একটি ঝাড় /২॥০—৩ সের হইয়া থাকে।

পিঁপুল

রোপণের সময়—আষাঢ়—শ্রাবণ।

ইহা পান জাতীয় লতা। ৪।৫ ইঞ্চি পরিমাণ লতা বা মূল তুলিয়া ৩ ফিট অন্তর বসাইবে। ১৬০০ কাটিং দরকার।

মাটি—দোয়াঁশ উঁচু জমি।

এঁটেল মাটিতে এবং পার্ব্বত্য প্রদেশেও ইহা জন্মে।

সার—ধঞ্চে, অড়হর বা জয়ন্তীর গাছে উহা উঠাইয়া দিতে হয়। উহারাই পিঁপুলকে সার প্রদান করে। দরকার হইলে পচা পুকুরের পাঁক সারস্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ফসল—ইহা ৫ মণ—১০ মণ পর্য্যন্ত ফলে। একবার লাগাইলে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত জমিতে থাকে।

আয়—অন্যূন ৪০০৲ টাকা।
ব্যয়—২৫৲ টাকা।

ফাল্গুন মাসে জমি চাষ করিয়া উহাতে খুব পাতলা করিয়া ধঞ্চে, জয়ন্তী বা অড়হর লাগাইবে। ঐ গাছ বড় হইলে উহার মাঝে মাঝে পিঁপুলের লতা পুঁতিবে। আগা হইলে গাছে উঠাইয়া দিবে।

পিঁপুল একটী বিশেষ লাভজনক কৃষি।

পেঁয়াজ

Allium Bepa

রোপণ বা বপনের সময়—কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণ।

মাটি—পলিমাটি বা দোয়াঁশ উঁচু জমি।

সার—পুরাতন গোবর সার, গোহালের আবর্জ্জনা, ভেড়ার সার ও ছাই।

তুলিবার সময়—মাঘ, ফাল্গুন।

ফসল—বিঘা প্রতি ১০০ মণ পর্য্যন্ত হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে জমিতে সার থাকিলে এবং উপযুক্ত কর্ষিত হইলে আরও অধিক ফলে।

আয়—১০০৲ টাকা।

ব্যয়—৩০৲ টাকা।

বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া তাহা অথবা কোয়া ১ হাত অন্তর পিলি করিয়া ৪।৫ ইঞ্চি অন্তর জমিতে রোপণ করিবে। জমিতে বীজ ছিটাইয়া দিয়াও পেঁয়াজ উৎপাদন করা চলে। চারা হইলে নিড়াইয়া পাতলা করিয়া দিবে। পেঁয়াজের কলি খাইতে সুস্বাদু। উহা বাজারে বিক্রয় হয়। আগতী কলি হইলে বিঘা প্রতি ৩০৲ টাকা আয় হয়। দেশী, বিলাতী ও পাটনাই পেঁয়াজের চাষ-বাস একই প্রকার। মাটি উত্তমরূপে চষিতে অন্যথা না হয়।

ফুটি

রোপণের সময়—মাঘ—ফাল্গুন।

মাটি—পলিমাটি ও দোয়াঁশ মাটি।

সার—গোবর সার।

বীজ—বিঘা প্রতি ৫ তোলা।

তুলিবার সময়—বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ।

ফসল ও আয়—৩০৲ টাকা।

ব্যয়—২০৲ টাকা।

ইহার আবাদ খরমুজার ন্যায়।

জমি ভালরূপে চষিয়া পাইট করিতে হইবে।

ফাঁপর

Buckwheat

রোপণের সময়—আষাঢ়।

মাটি—দোয়াঁশ।

সার—গোবর সার ও ছাই।

বীজ—ছিটাইয়া বুনিলে ৮ সের বীজ লাগে। চারা করিয়া রোপণ করিলে ৪ সের।

তুলিবার সময়—আশ্বিন।

ফসল—২—৩ মণ।

আয়—১০৲ টাকা।

ব্যয়—৩৲—৪৲ টাকা।

ইহার খড় পশুর পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য। ফসল খুব তাড়াতাড়ি হয়।

ভুট্টা

বপনের সময়—সাধারণতঃ বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ। আবাদ করিলে ইহা বার মাস কালই হয়।

মাটি—প্রায় সব জমিতেই ভুট্টা জন্মে, দোয়াঁশ ও গলিত উদ্ভিজ্জের সারযুক্ত জমিতে ইহা ভাল জন্মে। জমি উঁচু হওয়া চাই।

সার—সোরা, গোবর সার, ছাই ও হাড়ের গুঁড়া।

বীজ—ছিটাইয়া বুনিলে ৩—৪ সের। রোপণ করিলে ১—১॥ সের।

জমি ভালরূপে চষিয়া পাইট করিয়া ১ হাত অন্তর ১॥ ইঞ্চি মাটির নীচে বীজ রোপণ করা চলে। তাহাতে গাছ ভাল হয়।

তুলিবার সময়—ভাদ্র—আশ্বিন।

ফসল—৫—৮ মণ।

আয়—১০৲—১২৲ টাকা।

ব্যয়—৩৲—৪৲ টাকা।

ইহা পৃথিবীর তৃতীয় ফসল। দেখিতে ইক্ষু গাছের ন্যায়। ইহার খড় পশুর খাদ্য। ইহার গাছের রসের দ্বারা চিনি প্রস্তুত করা যাইতে পারে ও রসের মাতের দ্বারা য়্যাল্‌কোহল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে চিনি কিংবা য়্যাল্‌কোহল প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। ইহার দ্বারা আটা ও খৈ হইয়া থাকে। গরীবেরা উহা পোড়াইয়া খাইয়া থাকে। ভুট্টা বাংলাদেশে তেমন বিস্তৃতভাবে আবাদ করা হয় না। বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও ভারতের অন্যত্র প্রচুর পরিমাণে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। বাংলায় ভুট্টার প্রচলন হওয়া উচিত।

মটর

রোপণের সময়—দেশী মটর—কার্ত্তিক। বিলাতী মটর—কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণ।

দেশী মটরের দানা ছোট, বিলাতী মটরের দানা বড়। ইহা ব্যতীত পাটনাই ও কাবুলি মটর আছে; উহার দানাও বড়।

মাটি—জল না দাঁড়াইলে সর্ব্বপ্রকার মাটিতেই মটর জন্মে। তবে মেটেল দোয়াঁশ ও পলি মাটিতেই ইহা ভাল জন্মে।

সার—পলি মাটিতে অথবা যে জমি জলে প্লাবিত হইয়া যায় তাহাতে সারের দরকার হয় না। জমি নিস্তেজ হইলে গোবর সার, গোহালের আবর্জ্জনা ও ছাই দিবে।

বীজ—মটর ছিটাইয়া বোনা হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি ৫—৭ সের আবশ্যক।

বিলাতী মটর ৪।৫ ফুট অন্তর জুলী কাটিয়া তাহাতে ২।৩ ইঞ্চি অন্তর বীজ পুঁতিবে।

বাংলায় পাটনাই ও কাবুলী মটর ভাল হয়। ফলনও বেশী। বীজ অভাবে দরিদ্র চাষারা উহা বুনিতে পারে না। শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের, জমিদারগণের ও গভর্ণমেণ্টের প্রজাদিগকে বীজসংগ্রহ করিতে সাহায্য করা উচিত।

ফসল—দেশী ৩ মণ—৪ মণ। বিলাতী ৫ মণ—৬ মণ।

আয়—দেশী ১২৲ টাকা। বিলাতী ২০৲—২৫৲ টাকা।

ব্যয়—৩৲ টাকা—৬৲ টাকা।

মরিচ (গোল)

ইহা পান জাতীয় লতা। গোলমরিচ পিঁপুলের মত অনেক প্রকার ঔষধে লাগে। ইহা মসল্লার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা একবার লাগাইলে পিঁপুলের মত ১০ বৎসর থাকে। উঁচু জমিতে ইহা লাগাইতে হয়। জমিতে ৮ হাত অন্তর ত্রিপত্র বা পাল্তেমাদার লাগাইয়া তাহার উপর গোলমরিচের লতা

উঠাইয়া দিলে উহার সারের অভাব না। ঐ মাদার গাছই উহাকে সার যোগাইয়া দেয়।

রোপণের সময়—আষাঢ়—শ্রাবণ।

মাটি—ফুট বালি ও কঙ্করযুক্ত মাটি ভিন্ন দোয়াঁশ, বেলে-দোয়াঁশ ও এঁটেলদোয়াঁশ। সর্ব্বপ্রকার জমিতেই উহা ফলে।

সার—হাড়ের গুঁড়া ও গোবর সার। কিন্তু জয়ন্তী ফুল বা পাল্টেমাদারের গাছের উপর উঠাইয়া দিলে সারের আবশ্যক নাই। সীম্বী জাতীয় যে কোন গাছের উপর উঠাইয়া দিলে ইহা ঐ গাছের গোড়া হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে। ধঞ্চেও সীম্বী জাতীয় গাছ।

বীজ—সাধারণতঃ গোলমরিচ উৎপাদনের শিক্ষার অভাবে ভারতবর্ষে ইহার আবাদ হয় না। ইহার লতার খণ্ডে বা কাটিংএ গাছ হয়। গভর্ণমেণ্ট বা জমীদারগণের প্রজাদিগকে বা যাঁহারা কৃষিকার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে ইহার লতা ভিন্ন দেশ হইতে আনাইয়া সরবরাহ করা উচিত।

তুলিবার সময়—পৌষ—মাঘ।

ফসল—বিঘাপ্রতি—২০০ গাছ। প্রতি গাছে /১ সের হইতে ১॥ সের গোলমরিচ হইতে পারে। ২।৩ বৎসর ফলে।

আয়—বিঘা প্রতি ২০০৲—২৫০৲ টাকা।

ব্যয়—৩০৲—৫০৲ টাকা।

জমি ভালরূপে সার দিয়া এবং চষিয়া পাইট করা হইলে উহাতে ৮ হাত অন্তর পাল্টেমাদারের অথবা

জয়ন্তী ফুলের গাছ জন্মাইবে। মাদারের গাছ ভাল পুঁতিলেই জন্মে ; উহা কচা গাছের মত। প্রতি গাছের ফাঁকে ফাঁকে মাঝখানে ২টী করিয়া গোলমরিচের লতার কাটিং পুঁতিবে। লতার আগা হইলে প্রতি গাছে ২টি করিয়া আগা উঠাইয়া দিবে। মরিচের গাছের গোড়ায় যাহাতে জল না দাঁড়ায় গোড়া বাঁধিয়া দিয়া তাহার ব্যবস্থা করিবে। প্রত্যেক বৎসরে ২ বার করিয়া গোড়া কোপাইয়া মাটি আল্‌গা করিয়া দিবে এবং আগাছা নিড়াইয়া দিবে। মাদার এবং জয়ন্তী অতিরিক্ত বাড়িয়া গেলে উহার ডাল কাটিয়া দিবে। গোলমরিচ একবার লাগাইলে ২০ বৎসর থাকে। ইহা একটী লাভজনক কৃষি।

মসুরী

বপনের সময়—কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণ।

মাটি—পলি ও দোয়াঁশ মাটি।

সার—গোবর সার

বীজ—২—৩ সের।

তুলিবার সময়—মাঘ—ফাল্গুন।

ফসল—৩/ মণ হইতে ৫/ মণ।

আয়—৮৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা।

ব্যয়—২৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকা।

জমি চষিয়া অথবা পলিমাটিতে ছিটাইয়া বুনিতে পারা যায়। মসুরী খাদ্য হিসাবে মাংসের সমতুল্য। ইহার ক্কাথ জ্বরের উৎকৃষ্ট পথ্য। বরিশাল জেলার মসুরী প্রসিদ্ধ। পাটনাই মসুরীর দানা মোটা।

মাখম সীম

রোপণের সময়—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়।

মাটি—সারযুক্ত দোয়াঁশ উঁচু জমি।

সার—জমি নিস্তেজ হইলে গোবর সার ও ছাই।

বীজ—৫ ফিট অন্তর সারিতে ১ ফুট অন্তর ৩ ইঞ্চি গভীর গর্ত্তে ৩।৪টী করিয়া বীজ পুঁতিবে। আধ সের হইতে তিন পোয়া বীজ লাগিবে।

তুলিবার সময়—শ্রাবণ—পৌষ।

ফসল— প্রতি ঝাড়ে ১০ সের—আধ মণ।

আয়—১০০৲—১২৫৲ টাকা।

ব্যয়—২৫৲—৩০৲ টাকা

মাদুর কাটি

রোপণের সময়—জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়।

মাটি—সারযুক্ত দোয়াঁশ ও কাদা। বন্যায় ডুবিয়া যাইবে না।

সার—দরকার নাই। জমি নিস্তেজ হইলে গোবর সার ও গোহালের আবর্জ্জনা ও পাঁক।

বীজ—ইহার মূলে গাছ হয়। ১ ফুট অন্তর ৬ ইঞ্চি গভীর নালা কাটিয়া ৯ ইঞ্চি অন্তর মূল বসাইবে। মাটি ভালরূপ চাষ হওয়া চাই ও আগাছাবিহীন হইবে।

কাটিবার সময়—কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণ।

ফসল ও আয়—১০০৲ টাকার কাটি প্রতি বিঘায় হইতে পারে।

ব্যয়—১৫৲ হইতে ৩০৲ টাকা।

বর্ত্তমানে নানাপ্রকার চিত্র-অঙ্কিত সিঙ্গাপুরী ও জাপানী মাতুর আমদানী হওয়াতে কাটির মাতুরের দাম ও কাট্‌তি অনেক কমিয়া গিয়াছে। বিদেশী মাতুর যেরূপ ঘন, নমনীয় ও পাতলা তাহাতে অচিরেই দেশী মাতুরের উচ্ছেদ সাধন হইবে। এবিষয়ে দেশবাসিগণের মনোযোগী হওয়া উচিত।

মাট কলাই (ভারঙ্গি)

উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য। মানুষের পক্ষে উপযুক্ত নহে।

বপনের সময়—জ্যৈষ্ঠ।

মাটি—বেলে কাঁকর ও আচট্‌ মাটি

সার—দরকার করে না।

বীজ—১৷৷০ সের হইতে ২৷৷০ সের।

তুলিবার সময়—কার্ত্তিক।

ফসল—১৷৷—২ মণ।

আয়—২৲ হইতে ৩৲ টাকা।

মারুয়া

বুনিবার সময়—আষাঢ়।

মাটি—যে কোন জমি। ভাল জমিতে ইহা বুনিয়া লাভ নাই।

সার—অনাবশ্যক।

বীজ—১৷৷ হইতে ২৷৷ সের বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়।

তুলিবার সময়—ভাদ্র।

ফসল—২৷৷ মণ শস্য ও ৩৷৷—৪ মণ খড়।

আয়—৫৲—৬৲ টাকা।

ব্যয়—২৲ টাকা।

মুগ

মুগ বহু প্রকার—সোণা মুগ, ঘোড়া মুগ, কাল মুগ ও হারি বা বীরি মুগ। সব মুগের আবাদ একই প্রকার। ইহা জমি চাষ করিয়া অথবা ছিটাইয়া বোনা যাইতে পারে। জমি

ভাল চাষ না করিলেও চলে। খাদ্যের মধ্যে সোণা মুগের স্থান অতি উচ্চে। ইহা অতি উপাদেয়।

সোণা মুগ

বপনের সময়—ভাদ্র—কার্ত্তিক।

মাটি—পলি মাটি ও যে কোন প্রকারের দোয়াঁশ।

সার—পলি মাটিতে সারের দরকার নাই, তবে অন্য মাটিতে গোবর সার, গোহালের আবর্জ্জনা ও ছাই দেওয়া উচিত। ধানের জমিতে ইহা বুনিতে হয়। অতএব ধান বুনিবার অগ্রে সার দিলে ইহা আবাদ করিবার সময় আর সারের দরকার হয় না।

বীজ—১॥ হইতে ২ সের। জমিতে সার থাকিলে কম বুনিবে নতুবা ভাল ফল হইবে না।

তুলিবার সময়—পৌষ—মাঘ।

ফসল—২॥ মণ—৩ মণ।
আয়—৮৲—১৫৲ টাকা।
ব্যয়—৩৲ টাকা।

ঘোড়া মুগ, হারি মুগ বা বীরি মুগের চাষ সোণা মুগের মত; তবে ইহা ফলে একটু বেশী কিন্তু দাম কম। ৬৲—৭৲ আয় হইতে পারে।

যশোহরের বনগ্রাম সাব্‌ডিভিসানের ও বরিশালের নলছিটের সোণা মুগ প্রসিদ্ধ।

কাল মুগ

বপনের সময়—জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়।

মাটি—যে কোন প্রকার দোয়াঁশ।

সার—গোবর সার ও ছাই। বোঁদ মাটিও মন্দ নহে। পলি মাটিতে সারের দরকার নাই।

বীজ—/১॥—/২ সের।

তুলিবার সময়—ভাদ্র—আশ্বিন।

ফসল—১॥—৩/ মণ।

আয়—৬৲—১০৲ টাকা।

ব্যয়—২৲ টাকা।

মুর্গা

Agave

ইহা আনারস জাতীয় গাছ।

রোপণের সময়—বর্ষার প্রথমে

মাটি—শুষ্ক ও উঁচু সারযুক্ত জমি।

সার—দরকার করে না।

বীজ—বিঘা প্রতি ১৩০০ চোখ। ৩ ফুট অন্তর লাগাইবে।

কাটিবার সময়—৩।৪ বৎসর পরে পাত কাটা যায় ও ১০—১৫ বৎসর পর্য্যন্ত পাত কাটা চলে।

কাঁটাশূন্য হইলে বিঘা প্রতি প্রায় ১৬০০ শত রোপণ করা যায়। জমিতে জল দাঁড়াইলে মুর্গার অনিষ্ট হয়। এজন্য জমিতে জলনিকাশের ব্যবস্থা করিবে।

মুর্গা অনেক প্রকার, যথা—

(১) বোম্বাই মুর্গা (Agave Vivipera.)

(২) Agave rigida V. Longifolia.

(৩) কাঁটাশূন্য—Lurida.

(৪) A rigida V. Sisalana.

(৫) Fourcroya Gigantea.

(৬) Sansevierias.

আয়—প্রায় ১০০৲ টাকা।

ব্যয়—২০৲ টাকা।

মূলা

দেশী ও পাটনাই

মূলা দুই জাতীয়—আউসে ও আমুনে।

বপনের সময়—আউসে মূলা—বৈশাখ। আমুনে—আশ্বিন—কার্ত্তিক।

মাটি—বেলে দোয়াঁশ—হাল্‌কা মাটিতে ভাল জন্মে তবে যে কোন দোয়াঁশ মাটিতে ইহার আবাদ হইতে পারে।

সার—গোবর সার ও রেড়ীর খৈল।

বীজ—তিন পোয়া। মাটি বার বার চাষ ও মৈ দিয়া ধূলার মত পাইট করিবে; পরে বীজ ছিটাইয়া বুনিবে। চারা হইলে ৯ ইঞ্চি অন্তর চারা রাখিয়া অন্য চারা উঠাইয়া শাক-স্বরূপ ব্যবহার করিবে।

তুলিবার সময়—আউসে—আষাঢ়—শ্রাবণ। আমুনে—অগ্রহায়ণ—পৌষ।

আয়—অন্যূন ১০০৲ টাকা।

ব্যয়—৩০৲ টাকা।

জমি অনবরত খুঁচাইয়া মাটি আল্‌গা রাখিবে নতুবা মূলা বড় হইবে না। মূলা কড়া খন্দ, অতিরিক্ত জলে ইহা ভাল হয় না। ইহার কন্দ ও শাক উভয় জিনিসই খাদ্য। ইহার বীচিতে জ্বালানী তৈল হইতে পারে এবং ইহার খৈলও উৎকৃষ্ট সার।

বিলাতী মূলা

চাষ-বাস একই প্রকার। বিলাতী মূলা অপেক্ষাকৃত মিষ্ট। আশ্বিন-কার্ত্তিকে বপন করিতে হয়।

জাপানী মূলা

জাপানের মূলা একটী প্রধান খাদ্য। তথায় ইহার বিস্তৃত চাষ হইয়া থাকে। জাপানে আধমণ পর্য্যন্ত মূলা জন্মিয়া থাকে।

মূলার বীজ তৈরী করা একটু শক্ত তবে রীতিমত তৈরী করিতে পারিলে বেশী দামে বিক্রয় হয়।

মেস্তা

ইহা পাট জাতীয়। চাষ প্রায় পাটের ন্যায়।

মাটি—বেলে ও পাহাড়ে জমি। জমি পাটের ন্যায় অত বেশী চাষ না করিলেও চলে।

সার—গোবর সার। সাধারণতঃ সারের দরকার করে না।

বীজ—বিঘা প্রতি ১৷৷—২ সের।

তুলিবার সময়—শ্রাবণ—ভাদ্র।

ফসল—৬—১০ মণ।

আয়—বর্ত্তমানে ২৫৲—৫০৲ টাকা।

ব্যয়—৫৲—১০৲ টাকা।

ইহা কাটিয়া পাটের ন্যায় জলের মধ্যে যাগ দিতে হয় ও ১২—১৫ দিন পরে আঁশ বাছিয়া লইতে হয়। পাটের আঁশ হইতে ইহার আঁশ একটু মোটা। ইহার পাকাটির মূল্য ২৲—৩৲ টাকা হইতে পারে।

মৌরী

বপনের সময়—কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণ।

মাটি—সারযুক্ত দোয়াঁশ। সার দিলে অন্য মাটিতেও জন্মে।

সার—গোবর সার, ছাই ও বোঁদ মাটি।

বীজ—আধ সের হইতে তিন পোয়া।

কাটিবার সময়—চৈত্র ও বৈশাখের প্রথম।

ফসল—১॥—২ মণ।

ইহা ছিটাইয়া বুনিতে হয়। ইহা মসল্লারূপে ব্যবহৃত হয়। কবিরাজী ঔষধে লাগে।

আয়—১৫৲—২০৲ টাকা
ব্যয়—৫৲

যব

বপনের সময়—কার্ত্তিক।

মাটি—পলিমাটি ও দোয়াঁশ।

সার—পলিমাটিতে সারের দরকার হয় না। অন্য মাটিতে গোবর সার ও হাড়ের গুঁড়া।

বীজ—৮—১০ সের।

ফসল—২/০ মণ—২॥০/০ মণ। খড় ৩/০ মণ।

আয়—১০৲—১২৲ টাকা।

ব্যয়—৩৲—৪৲ টাকা।

জমি চষিয়া বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। ইহার ছাতু উত্তম। গমের সহিত পিষিয়া আটা করা যাইতে পারে। ইহা পুষ্টিকর খাদ্য। ইহা ধানের জমিতে শীতকালে উৎপন্ন হয়। সার ধান বুনিবার পূর্ব্বে দিবে।

যই

বপনের সময়—কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণ।

মাটি—দোয়াঁশ।

সার—গোবর সার।

বীজ—২—৩ সের।

কাটিবার সময়—মাঘ—ফাল্গুন।

ফসল—২/০ মণ।

আয়—৬৲—৭৲ টাকা।

ব্যয়—২৲—৩৲ টাকা।

যব, যই প্রভৃতি ফাউ ফসল। উহাদিগকে আউস ধান্যের জমিতে বোনা হইয়া থাকে। ইহাতে বেশী টাকা আয় হয় না।

রসুন

রোপনের সময়—কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণ।

মাটি—দোয়াঁশ, বেলে দোয়াঁশ।

সার—রেড়ীর খৈল, গোবর সার, হাড়ের গুঁড়া ও সোরা এবং কিছু ছাই।

বীজ—১২ সের কোয়া।

তুলিবার সময়—মাঘ—ফাল্গুন।

ফসল—৬০—৯০ মণ।

আয়—অন্যূন ১০০৲ টাকা।

ব্যয়—২৫৲—৩০৲ টাকা।

মাটি ভাল করিয়া চাষ করিতে হয়। ইহা অনেক ঔষধে লাগে। মসল্লারূপেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

রিয়া

বপনের সময়—বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ।

মাটি—এঁটেল ও দোয়াঁশ। কঙ্করযুক্ত মাটিতেও ইহা জন্মে।

সার—গোবর সার, হাড়ের গুঁড়া ও ছাই।

বীজ—১৷৷—২ সের।

কাটিবার সময়—আষাঢ়—শ্রাবণ।

ফসল—২—২৷৷ মণ।

আয়—৩০৲—৪০৲ টাকা।

ব্যয়—২০৲ টাকা।

ইহার ডালে ও কলমে গাছ হয়। মাটি চাষ করিয়া আধ হাত অন্তর কলম বা ডাল রোপণ করা চলে। এইরূপ ভাবে পাট উৎপন্ন করিতে হইলে খরচে পোষায় না।

রেড়ী

(বড় ও ছোট)

রোপণের সময়—বর্ষার পূর্ব্বে ও পরে দুইবার বোনা যায়। বর্ষার পূর্ব্বে—বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ। পরে—আশ্বিন।

মাটি—উচ্চ জমি দোয়াঁশ। এঁটেল মাটিতেও জন্মে।

সার—রেড়ীর খৈল ও বোঁদ মাটি।

বীজ—২—২॥ সের।

তুলিবার সময়—পৌষ—মাঘ—চৈত্র।

ফসল—গড়ে ৫/ মণ।

আয়—৪০৲ টাকা।

ব্যয়—১০৲ টাকা।

রেড়ীর তৈল মূল্যবান। ইহাদ্বারা জোলাপের তৈল, চুলের সুগন্ধী তৈল ও কলকারখানার লুব্রিকেটিং অয়েল প্রস্তুত হয়। এণ্ডির পোকা ইহার পাতা খায়। অতএব ইহার আবাদ করিয়া এণ্ডিপোকা পুষিয়া এণ্ডি প্রস্তুত করিতে পারিলে খুব লাভ হয়। রেড়ীর খৈলের মত উৎকৃষ্ট সার আর নাই। ভারত হইতে প্রতি সেকেণ্ডে ৩॥ মণ করিয়া খৈল

বিদেশে যাইতেছে অথচ ভারতবাসী উহা ব্যবহার করিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে না। ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়।

লঙ্কা

Capsieuae frute sceus

লঙ্কা জগতের সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতিই মসল্লারূপে ব্যবহার করে। ইহা বারমাসই ফলে এবং সর্ব্বপ্রকার মৃত্তিকাতেই জন্মে। তবে সাধারণতঃ বৎসরের মাঝে ৩ বার ইহা রোপণ করা হয় এবং ৩ বার ইহা ফলিয়া থাকে।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যাহা রোপণ করা হয় তাহা শ্রাবণ হইতে মাঘ-ফাল্গুন পর্য্যন্ত ফলে। এই জাতীয় লঙ্কা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ইহার ঝাল খুব বেশী। আকারে গোল, লম্বা, বেঁটে নানা প্রকারের হয়।

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে যাহা রোপণ করা হয় তাহা কার্ত্তিক মাস হইতে মাঘ-ফাল্গুন পর্য্যন্ত ফলে। ইহা আকৃতিতে লম্বা। ইহার ঝালও কম। গাছ ছোট হয়।

পৌষ-মাঘ মাসে আর এক প্রকার লঙ্কা রোপণ করা হয়, তাহা জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে প্রচুর পরিমাণে ফলে।

লঙ্কা পাকাইয়া শুষ্ক করিয়া রাখা যায় এবং তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে।

হাপরে চারা প্রস্তুত করিয়া তৎপরে তাহা পাইটকরা

জমিতে বসাইতে হয়। জমি চাষ করিয়া চাষের নীচে ইহা ছড়াইয়া বোনাও চলে।

লঙ্কা প্রভূতপরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়। ইহা অনেক ঔষধে লাগে।

বিলাত হইতে কয়েক প্রকার লঙ্কা এদেশে আনীত হইয়াছে, তাহার ঝাল কম। অনেকে ইহা পছন্দ করে না।

আয়—বিঘা প্রতি অন্যূন ১০০৲ টাকা।

ব্যয়—২০৲—৩০৲ টাকা।

লাউ

Legemaria Ucelgaris

কাল, সাদা, লম্বা, তুম্বা, অনেক প্রকারের লাউ আছে।

রোপণের সময়—আশ্বিন—অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ।

মাটি—ভিটামাটি, বাগান ও উচ্চ মাটান জমিতে ভাল হয়। সারযুক্ত এঁটেল মাটি ও বোঁদ মাটিতেও ইহা ভাল জন্মে।

সার—গোবর সার, রেড়ীর খৈল, আঁইস জল, চাউল ধোয়া জল, গোহালের আবর্জ্জনা ও ছাই।

বীজ—বিঘা প্রতি আধ সের। জমি সার দিয়া ভালরূপে চাষ করিয়া ২০ হাত অন্তর মাদা করিয়া তাহার মধ্যে

৫।৬ ইঞ্চি মাটির নীচে ৪।৫টী বীজ পুঁতিবে। চারা লতাইয়া উঠিলে মাচাংএর উপর আগা উঠাইয়া দিবে। ইহা মাটিতেও ফলে। গাছের গোড়া শুকাইয়া গেলে জল দেওয়া দরকার।

তুলিবার সময়—৩ মাস পরে ফলে।

আয়—ভাল ফলিলে—২০০্ টাকা।

ব্যয়—৩০্ টাকা।

লাউ রোপণ করিয়া গাছের গোড়া মাঝে মাঝে খুঁচাইয়া মাটি আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। সার এক সময় না দিয়া জমি চাষের পূর্ব্বে ও গাছ হইলে মাঝে মাঝে দিলে ভাল হয়।

লাল আলু

পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য

নেটুস্ (সালাদ দ্রষ্টব্য)

লুসার্ণ

ইহা একপ্রকার পশু খাদ্য।

রোপণের সময়—জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়।

মাটি—কাদা দোয়াঁশ ও দোয়াঁশ।

সার—পচা পুকুরের মাটি, হাড়ের গুঁড়া ও সামান্য চূণ।

বীজ—জমি চষিয়া তুই ফুট অন্তর দাঁড়ার মধ্যে বীজ বসাইতে হয়।

কাটিবার সময়—৩-৪ মাসে কাটিবার উপযুক্ত হয়।

ফসল—বৎসরে ৪ বার কাটা যায়। প্রত্যেক বারে ১৫।১৬ মণ ঘাস পাওয়া যায়। ইহা বহুবর্ষ জীবিত থাকে।

আয়—৩০৲—৩৫৲ টাকা।

ব্যয়—১০৲—১৫৲ টাকা।

বাজরা

বপনের সময়—বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ।

মাটি—বেলে। যে কোন প্রকার দোয়াঁশ উঁচু জমি। সারযুক্ত জমিতে বোনা হয় না।

সার—গোহালের আবর্জ্জনা। সারের বিশেষ দরকার করে না।

বীজ—১॥০—২ সের।

তুলিবার সময়—শ্রাবণ—ভাদ্র।

ফসল—১॥০—২ মণ। খড়—৩ মণ।

আয় (খড় সমেত)—৫৲—৬৲ টাকা।

ব্যয়—২৲—৩৲ টাকা।

বিহার ও মধ্যপ্রদেশের গরীবেরা ইহাই খাইয়া থাকে।

বরবটী (সীম)

Vigna catjang

রোপনের সময়—চৈত্র—বৈশাখ কিংবা কার্ত্তিক।

মাটি—এঁটেল, দোয়াঁশ অথবা যে কোন প্রকারের মাটিতেই ইহা জন্মে।

সার—গোবর সার ও ছাই।

বীজ—বিঘা প্রতি ২ সের।

জমি চষিয়া ৮ হাত অন্তর মাদা করিয়া তাহার মধ্যে ৩।৪টী করিয়া বীজ রোপণ করিলে বীজ কম লাগে। এই গাছ মাচাংয়ের উপর উঠাইয়া দিতে হয়।

চাষকরা জমিতে বীজ বুনিয়া পুনরায় চাষ করিয়া মৈ দিয়া ইহা বপন করা হইয়া থাকে।

তুলিবার সময়—শ্রাবণ—ভাদ্র কিংবা ফাল্গুন।

ফসল—৭—১০ মণ।

আয়—সহর অঞ্চলে ইহা তরকারী হিসাবে বিক্রয় করা যায় এবং তাহাতে দামও বেশ পাওয়া যায় কিন্তু ইহার কলাই করিয়া বিক্রয় করিলে লাভ হয় না। মফঃস্বলে তরকারী-স্বরূপ ইহার দাম নাই বলিলেই চলে।

তরকারী হইতে আয়—৩০৲—৫০৲ টাকা
ব্যয়—৮৲—১০৲ টাকা।

ইহার ডাল হয়। ঐ ডালের গুঁড়ার দ্বারা ডাল-অমৃতি ও জিলেপী প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

বাঁশ

দেশভেদে বাঁশ বহু প্রকারের। বাংলা দেশে প্রায় ৪০-৫০ প্রকারের বাঁশ আছে। ইহারা সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—জাওয়া, তল্‌তা বা তল্লা, এ-ভাল্‌কো। জাওয়া জাতীয় বাঁশের ভিতরে কাঁটাবিশিষ্ট এক প্রকাশ বাঁশ আছে। প্রতি ১০ বৎসর অন্তর তাহাদের ফুল হয় এবং ধান জন্মে। এই কারণেই বোধ হয় উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দূর্ব্বা, ধান ও বাঁশকে এক পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আমি নিজে ইহার ভাত ও পায়েস খাইয়াছি।

তল্‌তা বা তল্লা মাংসল নহে। ইহার ফাঁপ লম্বা অর্থাৎ গিরা দূরে দূরে। ইহা খুব লম্বা হয় না। এই বাঁশের দ্বারা মৎস্য-শিকারের অনেক যন্ত্র হয়। যথা—ছিপ, কোঁচ, য়্যাড়ো, ঘুণি প্রভৃতি তৈরী হয়। এই শ্রেণীর মূলীনামক বাঁশের দ্বারা ঘরের সুন্দর বেড়া হইয়া থাকে।

ইহা খণ্ড খণ্ড করিয়া থেতো অর্থাৎ কাঁচা করিয়া সমগ্র শ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রাম ডিভিসানের লোকে ঘর ছাইয়া ও বেড়া দিয়া থাকে। মূলীর ক্ষুদ্রতম বংশের দ্বারা ছাতার বাঁট প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিল্প-বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত এস্, সি, মিত্র মহোদয় বাঁশের বাঁট প্রস্তুত করিবার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া দেশের বেকার যুবকদিগের একটা কাজের সন্ধান করিয়া দিয়াছেন

ভালুকো বাঁশকে কোথাও কোথাও বরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বাঁশ বলিয়া থাকে। পার্ব্বত্য উপত্যকা ইহার আদিম জন্মস্থান। শিলচরে ৯ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত বাঁশ দেখিয়াছি। এই বাঁশের মধ্যে রোল বা ছেঁদা একেবারেই নাই। ইহা ৫০ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। সমগ্র বঙ্গদেশে এই বাঁশের দ্বারা লোকে ঘরের খুঁটি দিয়া থাকে। এই বাঁশ শক্ত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

বাঁশের দ্বারা যে কত প্রকার জিনিস প্রস্তুত হইতে পারে এবং ইহা যে কত কাযে লাগিতে পারে তাহা বোধ হয় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

শিল্পোন্নত দেশে ইহার দ্বারা নিত্য-নতুন দ্রব্য তৈয়ারী হইতেছে। বাংলা দেশে তথা ভারতে এই বাঁশের দ্বারা যে সুন্দর সুন্দর চেয়ার, মোড়া, টেবিল, তোরঙ্গ প্রস্তুত হয়, তাহা অনেক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে ; কিন্তু বিস্তৃত ব্যবসায় হিসাবে ঐ সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুতের চেষ্টা এ দেশে এখনও করা হয় নাই। তাই ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানে ইহাকে জঞ্জালস্বরূপ মনে করা হইয়া থাকে। ইহার পাল্পের দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হয় ; কিন্তু বিদেশী কলের স্বত্বাধিকারিগণ ইহা গ্রহণ করিতে ততটা প্রস্তুত নহেন দেখা যাইতেছে। দেশবাসিগণ কল স্থাপন করিয়া বাঁশের দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিলে দেশের অনেক আর্থিক উন্নতি হইতে পারে। ইহা দেশের একটা বিশিষ্ট সম্পদ। বাঁশ জন্মাইতে কোনই পরিশ্রম করিতে হয় না। গিরোযুক্ত এক খণ্ড কাঁচা বাঁশ লাগাইলেই কয়েক বৎসর পরে ইহার

ঝাড় হয়। সর্ব্বপ্রকার মাটিতেই ইহা জন্মে। ইহার বৃদ্ধি কাহিনীস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে ইহার ঝাড়ে ঘন ছায়া হয়। উহার মধ্য দিয়া সূর্য্যের রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া ম্যালেরিয়া জন্মায়। তবে দূরে দূরে ঝাড় হইলে ঐ ব্যাধির সম্ভাবনা থাকে না।

বাঁশের দ্বারা যে বাঁশী প্রস্তুত হয় তাহা বলাই বাহুল্য। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বাঁশের বাঁশী বাজাইয়া গোপীগণের মন ভুলাইতেন। কিন্তু ঐ বাঁশীর স্থান বিদেশী দামী অন্য বাঁশা অধিকার করিয়া লইতেছে, আর আমাদের বাঁশের বাঁশী লোক-চক্ষুর অন্তরালে লুকাইতেছে। বাঁশের লাঠি এক সময় বাংলার ধন-সম্পদ রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় ছিল। এখন সেই লাঠি রেগুলেসন্ লাঠি নামে অভিহিত।

রোপণের সময়—বৈশাখ—শ্রাবণ।

মাটি—সর্ব্বপ্রকার মাটি।

আচোট কিম্বা পতিত মাটিতেও ইহা জন্মাইতে পারা যায়।

সার—মাটি চষিয়া বা কোপাইয়া ১৬ হাত অন্তর এক-একটি মাদা করিয়া বিঘা প্রতি ২৫টি মাদা করিবে। ঐ মাদায় গর্ত্ত করিয়া গোবর সার ও পচা পুকুরের মাটি দ্বারা পূর্ণ করিবে। তল্‌তা বাঁশ রোপণের জন্য ৬৪টি মাদা করা যাইতে পারে।

বীজ—প্রত্যেক মাদায় গোড়াযুক্ত এক এক খণ্ড কাঁচা বাঁশ লাগাইবে। ঐ বাঁশ হইতে পোট উঠিবে এবং ধীরে ধীরে ৬।৭ বৎসরে ঝাড় প্রস্তুত হইবে। এই সময়ের মধ্যে ঝাড় হইতে বাঁশ

কাটিবে না। কৃপণের বাঁশ অর্থাৎ যে বাঁশ না কাটে তাহার ঝাড়ের বাঁশ ভাল হইয়া থাকে। বাঁশ কাটিতে আরম্ভ করিয়া ঝাড় হইতে শুক্‌নো বাঁশের গোড়া উঠাইয়া ফেলিবে এবং চারি পাশ কোপাইয়া বোঁদ মাটি, আগড়া বা গুগ্‌লো ঝাড়ের গোড়ায় দিবে। ঝাড় হইতে বাঁশ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে কাটিবে না।

আয়—বাঁশ কাটিতে আরম্ভ করিলে বিঘা প্রতি—৩০৲ টাকা।

ব্যয়—৫৲ টাকা—৮৲ টাকা।

টালিগঞ্জের নাকতলা নার্সারীর স্বত্ত্বাধিকারী এবং 'য়্যাণ্ডার্‌সন্ রাইট কোম্পানী'র বড় সাহেব শ্রীযুক্ত আর, এইচ্, ড্যাল্‌গ্লীশ তাহার টালীগঞ্জ বাটীর উদ্যানে একটী বাঁশের ঝাড় অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন। ঐ ঝাড়ের বাঁশ দৈনিক ৯ইঞ্চি—১০ইঞ্চি ঝাড়ে ইহা তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন।

বীট

Beta vulgaris

ইহা মূলজ খন্দ। ইহার তরকারী করিয়া খাওয়া যায় এবং ইহার দ্বারা চিনি প্রস্তুত হয়।

রোপণের সময়—ভাদ্র—অগ্রহায়ণ।

মাটি—ছায়াবিহীন হাল্‌কা মাটি। দোয়াঁশ হইলে ভাল হয়। মাটি ভালরূপে চাষ করিয়া পাইট্ করিবে যেন বড় ঢেলা না থাকে।

সার—গোবর সার। গোহালের আবর্জ্জনা, হাড়ের গুঁড়া, রেড়ীর খৈল ও সোরা।

বীজ—বিঘা প্রতি ৵৷৹ আধ সের—৵৮৹ তিন পোয়া। হাপরে চারা প্রস্তুত করিয়া এবং জমিতে ১ হাত অন্তর লাইন করিয়া ৯ইঞ্চি অন্তর ঐ চারা বসাইবে।

জমি চাষ করিয়া বীজ ছড়াইয়াও উহা বপন করা হইয়া থাকে।

তুলিবার সময়—কার্ত্তিক হইতে মাঘ।

আয়—৮০৲—১০০৲ টাকা।

ব্যয়—২৫৲—৩০৲ টাকা।

জার্ম্মাণীতে প্রভূতপরিমাণে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। ঐ দেশে বীট হইতে চিনি প্রস্তুত হয়।

বীরি কলাই

বপনের সময়—জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়।

মাটি—উঁচু জমি।

সার—গোবর সার, ছাই ও গোহালের আবর্জ্জনা।

বীজ—১৷৹—২ সের।

তুলিবার সময়—আশ্বিন—কার্ত্তিক।

ফসল—১৷৷—২ মণ শস্য। ৩ মণ—খড়।

আয়—৬৲—৭৲ টাকা।

ব্যয়—২৲ টাকা।

এই গাছ পশু-খাদ্য। এই কলাইয়ের এক সের গুঁড়া পানের লতার গোড়ায় দিলে পানে পোকা ধরে না। ইহার ডাল ঠাণ্ডা।

বেগুন

Solanum melongena

বেগুন সোলানেসিবর্গের অন্তর্গত।

তরকারীর মধ্যে বেগুন একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা সকল ঋতুতে সকলপ্রকার আবহাওয়ায় ফলে। ইহা গরীব, ধনবান সকলেরই উপযোগী।

বেগুন সাধারণতঃ বৎসরে তিনবার রোপিত হয় ও তিনবার নতুন ফল দেয়। আকৃতি ও বর্ণভেদে বেগুন বহু প্রকারের। যথা,—মাকড়া, এলোকেশী, মুক্তকেশী, ছাতারে প্রভৃতি। আবার ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে জন্মে বলিয়া উহাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—আউসে এবং আমুনে।

বেগুনের একটি বিশেষত্ব এই যে ইহার ফলন শেষ হইয়া গেলে কাটিয়া গোড়া রাখিয়া জমি পুনরায় চাষ দিয়া পাইট করিলে ঐ গোড়া হইতে নতুন পোট উঠিয়া পুনরায় গাছ হয় ও ফল ধরে; কিন্তু উহার আস্বাদের মিষ্টত্ব কমিয়া যায়।

বেগুনের জমি শুকাইয়া গেলে জলসেক দিতে হয়, নতুবা ফলন কম হয়।

রোপণের সময়—(১) বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ।
(২) শ্রাবণ—আশ্বিন।

মাটি—উঁচু এঁটেল ও দোয়াঁশ সব জমিতেই বেগুন জন্মে। নিম্ন জমিতে এবং যে জমিতে জল দাঁড়ায় তথায় বেগুন হয় না। জমি ভালরূপে চাষ করিবে।

সার—হাড়ের গুঁড়া, রেড়ীর খৈল, চূণ ও ছাই।

বীজ—৪৷৷ তোলা। চারা প্রস্তুত করিয়া ২ হাত অন্তর চারা লাগাইবে।

তুলিবার সময়—৪—৫ মাস পরে বেগুন ফলে। ফলন বহুদিন স্থায়ী হয়।

ফসল—গড়ে ২০০ মণ।
আয়—গড়ে ১২৫৲ টাকা।
ব্যয়—৩০৲ টাকা।

ব্রুসেলস্ স্প্রাউট

ইহা এক প্রকার কপি। চাষ কপির ন্যায়।

রোপণের সময়—আশ্বিন—কার্ত্তিক।

মাটি—উঁচু সারযুক্ত মাটি।

সার—হাড়ের গুঁড়া,রেড়ীর খৈল, গোবর সার, ছাই, চূণ।

বীজ—২ তোলা।

হাপরে চারা করিয়া ১॥ হাত অন্তর সারি দিয়া ১৫ ইঞ্চি অন্তর বসাইবে।

তুলিবার সময়—পৌষ—মাঘ।

আয়—গড়ে ৩০৲—৫০৲ টাকা।

ব্যয়—১৫৲—২০৲ টাকা।

শন

বপনের সময়—বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ কিংবা আশ্বিন।

মাটি—পলি, উঁচু দোয়াঁশ জমি, এঁটেল জমিতেও হয়।

সার—ইহা নিজে সবুজ সার। আশ্বিন মাসে জমিতে বুনিয়া গাছ ১॥ হাত হইলে জমিতে মৈ দিয়া এবং চষিয়া দিলে উত্তম সারের কাজ করে।

বীজ—২—২॥ সের।

ফসল—ইহা পাট জাতীয় গাছ। ৩।৪ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। বীজ বুনিবার ৩ মাস পরে গাছ কাটিয়া জলে ভিজাইয়া যাগ দিতে হয়। ঠিক পাটের মত। পরে খোসা পচিলে উঠাইয়া কাটি হইতে তন্তু ছাড়াইতে হয়। ইহার fibre তন্তু

খুব শক্ত ; তবে পাট হইতে মোটা (course)। বিঘা প্রতি গড়ে ২॥—৩॥ মণ জন্মে।

আয়--গড়ে ১৫৲ টাকা।

ব্যয়—৫৲ টাকা।

শশা

রোপণের সময়—বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ কিংবা আশ্বিন—কার্ত্তিক।

মাটি—ভিটা মাটি, বাগান ও উচু মাটান জমি। দোয়াঁশ জমিতেই ইহা ভাল হয়। এঁটেল জমিতে ফলে কম কিন্তু মিষ্টি হয়।

সার—গোবর সার, গোহালের আবর্জ্জনা ও ছাই ইহার পক্ষে ভাল সার।

বীজ—বিঘা প্রতি ৪—৫ তোলা বীজ যথেষ্ট।

তুলিবার সময়—মাকড়া শশা মাঘ—চৈত্র মাসে ফলে। ইহা আকৃতিতে ছোট। দেশী শশা শ্রাবণ—আশ্বিন মাসে ফলে। ইহা আকারে বড় হয়। পালা শশা ১॥—২ ফিট পর্য্যন্তলম্বা হইতে দেখা যায়। এনারেগু নামে এক প্রকার বিলাতীশশা আছে। উহা দেখিতে গাঢ় সবুজ বর্ণ। লম্বায় ২॥—৩ ফিট পর্য্যন্ত হয়।

শশার বীচি ৬—৮ হাত অন্তর চষা জমিতে মাদা করিয়া বীজ পুঁতিতে হয়। গাছের আগা হইলে মাচাংএর উপর উঠাইয়া দিতে হয়। ভূঁই শশা মাটিতে জন্মে, গাছের গোড়া শুকাইয়া গেলে জল দিতে হয়।

আয়—গড়ে ৬০৲ টাকা।

ব্যয়—১৫৲ টাকা।

সুপারি

সমুদ্রতট হইতে ৬০০ হাত ঊর্দ্ধে উঁচু জমিতে সুপারি গাছ দেখিতে পাওয়া যায়।

রোপণের সময়—আষাঢ়—শ্রাবণ।

মাটি—বেলে মাটি হইতে কঙ্করযুক্ত মাটি পর্য্যন্ত সমস্ত মাটিতেই সুপারি জন্মে।

সার—নাইট্রোজেন সার প্রভূতপরিমাণে দিবার জন্য সুপারি গাছের মাঝে মাঝে পাল্‌টে মাদারের গাছ জন্মাইতে হয়। জমি পরিষ্কার রাখা উচিত।

বীজ—পাকা সুপারি রোপণ করিয়া বীজতলা অথবা খোলায় চারা দিতে হয়। চারা ১ফুট—১॥ ফুট অন্তর লাগাইবে। ঐ চারার ২ বৎসর বয়স হইলে উহা উঁচু জমিতে সারি দিয়া এবং নীচু জমিতে পগার কাটিয়া ৪ হাত অন্তর বসাইবে।

তুলিবার সময়—৫—৭ বৎসর পরে ফল হয়।

ফসল ও আয়—প্রত্যেক গাছে ।০ আনা হিসাবে বিঘা প্রতি গড়ে ১০০৲ টাকা।

ব্যয়—প্রথম বৎসর ১৫৲ টাকা পরে বাৎসরিক ১০৲ টাকা। ইহার শুষ্ক বাগ্লো হইতে প্রতি বৎসর গড়ে ২৲—৩৲ টাকা আয় হইতে পারে। বাংলা দেশে অনেক জেলায় সুপারি নারিকেল গাছের সহিত লাগান হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান ডিভিসনে হুগলি জেলা ব্যতীত অন্য কোথাও সুপারি গাছ নাই।

সোরগুজা

বপনের সময়— ভাদ্র—আশ্বিন।

মাটি—পলিমাটি ও দোয়াঁশ মাটি।

সার—আবশ্যক নাই।

আউশ ধানের জমিতে সাধারণতঃ বপন করা হইয়া থাকে।

বীজ—২॥—৩ সের।

কাটিবার সময়—অগ্রহায়ণ মাঘ।

ফসল—১॥—২ মণ।

আয়—৪৲—৫৲ টাকা।

ব্যয়—২৲ টাকা।

ইহা সরিষার সহিত ভেজাল দিয়া কলওয়ালাগণ তেল তৈরী করে। ইহার খৈল জমির সার।

শাক

পিড়িং শাক

Irigonella Cornimlata

দোয়াঁশ মাটিতে গোবর সার দিয়া জমি চাষ দিবে। পরে বীজ ছড়াইয়া মৈ দিবে। মাটি শুক্‌নো হইলে আবশ্যক মত জল দিবে। ৩।৪ দিনের মধ্যে চারা বাহির হয়। নিড়াইয়া চারা পাতলা করিয়া দিবে এবং আগাছা কাটিয়া ফেলিবে। ইহা আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে বপন করিতে হয় ও অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে তুলিতে হয়। বীজ ২ তোলা দরকার।

ছেঁচি শাক

ইহা জমির উপর ঝাড় ঝাড় হয়। ১।২ ইঞ্চি আগা তুলিয়া খাইতে হয়। ছেঁচির ভাজা মিষ্ট ও সুস্বাদু। বর্ষার পর কার্ত্তিক মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ইহা জন্মে।

মেথী শাক

Trigonella Foanmo Graenum

বর্ষার পর ইহার চাষ করিতে হয়। পিড়িং শাকের মত আবাদ করিবে। ইহার ছোট ছোট বীজ তরকারি সুগন্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কাঠা প্রতি ৪ তোলা বীজ আবশ্যক।

শুল্‌কা শাক

Peucedanuom graveoleses

বপনের সময়—আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস অর্থাৎ বর্ষার পরে। তরকারিতে গন্ধ করিবার জন্য ইহার পাতা ব্যবহৃত হয়। মাড়ওয়ারীগণ এই শাক খুব পছন্দ করিয়া থাকে।

প্রতি কাঠায়—২—২॥ তোলা বীজ দরকার।

কল্‌মী শাক

ইহা জলে জন্মে। লতা ৪।৫ শত হাত এমন কি তারও বেশী বাড়ে। ইহার শিকড়ে গাছ হয়। ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা আগা কাটিয়া রাঁধিয়া খাইতে হয়। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

হিংচে বা হ্যালেঞ্চা শাক

ইহা জলে জন্মে। শিকড়ে গাছ হয়। আগা তুলিয়া খাইতে হয়। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী। হিংচের রস কাঁচা খাইলে পিত্ত নাশ ও রক্ত পরিষ্কার করে। আগা ভাতে ও তরকারীতে খাওয়া যায়।

পুদিনা শাক

ইহার চাট্‌নি খাইতে উত্তম। আস্বাদ টক্‌। বর্ষার পর কাটিং বা বীজ লাগাইতে হয়। প্রতি কাঠায় ১—১॥ তোলা

বীজ দরকার। দোয়াঁশ মাটিতে গোবর সার দিলে ইহা ভাল জন্মে।

পুঁই শাক

Basella alba

রোপণের সময়—বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ মাস।

মাটি—প্রায় সব মাটিতেই ইহা জন্মে। আগা মাচাংএর উপর উঠাইয়া দিতে হয়।

সার—গোবর সার ও ছাই।

বীজ—বিঘা প্রতি ✓॥ আধ সের দরকার হয়।

ফসল—প্রায় ১ মাস পরেই ইহার শাক খাইবার উপযুক্ত হয়। ইহার ডাঁটা পাতা সমস্তই খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জমি চাষ করিয়া ও মাদা করিয়া ইহার বীজ রোপণ করিতে হয়। ইহা একটী মুখরোচক সব্জী। ইহাতে যথেষ্ট ভিটামিন আছে।

আয়—প্রতি বিঘায় ৩০৲—৫০৲ টাকা।

ব্যয়—১০৲ টাকা।

সর্ষপ

বপনের সময়—ভাদ্র—কার্ত্তিক

মাটি—পলি মাটি ও দোয়াঁশ। ইহা এঁটেল মাটিতেও জন্মে।

সার—গোবর সার।

ফসল—১॥—২ মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

তুলিবার **সময়**—মাঘ—ফাল্গুন।

আয়—১০৲ টাকা।

ব্যয়—৩৲ টাকা।

সরিষা বহু প্রকার যথা—(১) রাই (২) টোরি (৩) শ্বেত সরিষা। ইহা ধানের জমিতেও বোনা চলে। জমি চাষ করিয়া অথবা ছিটাইয়া সরিষা বপন করা যায়।

শালগম

পাটনাই ও বিলাতী

রোপণের সময়—শ্রাবণ—কার্ত্তিক।

মাটি—দোয়াঁশ। আগতী করিতে পারিলে এঁটেল মাটিতেও ইহা হয়।

সার—রেড়ীর খৈল ও গোবর সার।

তুলিবার সময়—কার্ত্তিক—মাঘ।

বীজ—বিঘা প্রতি—৫ তোলা।

ফসল—২,৬০০ শালগম।

আয়—৭০৲—১০০৲ টাকা।

ব্যয়—২০৲—৩০৲ টাকা।

হাপরে চারা প্রস্তুত করিতে হয়। জমি চাষ করিয়া আধ হাত অন্তর ঐ চারা রোপণ করিবে।

সীম—বিলাতী

ফরাস বীন (লতানিয়া)

বপনের সময়—ভাদ্র—কার্ত্তিক।

মাটি—দোয়াঁশ।

সার—হাড়ের গুঁড়া, ছাই ও রেড়ীর খৈল।

বীজ—বিঘা প্রতি ৭ সের।

ফসল—মাটি ভালরূপে চাষ করিয়া সার মিশ্রিত করিয়া দিবে। মাটি গুঁড়া হওয়া চাই। ৫ ফুট অন্তর সারি দিয়া ৫।৬ ইঞ্চি অন্তর এক একটী অঙ্কুরিত বীজ পুঁতিতে হইবে। ২৪ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া পরে ভিজে ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে বীজ অঙ্কুরিত হয়।

আয়—২৫৲ টাকা।

ব্যয়—১০৲ টাকা।

হলুদ

রোপণের সময়—বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ।

মাটি—হাল্‌কা দোয়াঁশ। পতিত জমিতে ইহার ফলন বেশী হয়। ইহা ছায়াতেও জন্মে বটে কিন্তু সূর্য্যের কিরণ না লাগিলে রং ভাল হয় না, কেনন। সূর্য্যের কিরণ হইতে ইহা পীতবর্ণ গ্রহণ করিয়া সার সঞ্চয় করে।

বীজ—আলু, আদা প্রভৃতির মত হলুদের মুখীতে বা চোখে গাছ হয়। মাটি উত্তমরূপে চাষ দিয়া এবং গুঁড়া করিয়া তাহাতে ১ হাত অন্তর পিলি করিবে এবং ঐ পিলিতে ৬—৯ ইঞ্চি অন্তর মুখী বা চোখ এক একখানা বসাইবে। চারা ৯ ইঞ্চি হইলে গোড়ায় মাটি দিবে।

সার—গোবর সার, ছাই ও খৈল। পতিত মাটি হইলে সারের আবশ্যক করে না।

তুলিবার সময়—মাঘ-ফাল্গুন। হলুদ বেশী দিন জমিতে থাকিলে উহার পীত বর্ণ নষ্ট হইয়া যায়।

ফসল—শুষ্ক ১৫—২০ মণ পর্য্যন্ত হয়।

আয়—বর্ত্তমানে ৭৫৲—১০০৲ টাকা। পূর্ব্বে ১৫০৲—২০০৲ টাকা আয় হইত।

হলুদ জমি হইতে উঠাইয়া গোবর জলে সিদ্ধ করিয়া শুষ্ক করিবে ইহা মাছ, মাংস, তরকারীতে ও ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়।

(বিস্তারিত বিষয় 'বেগেতীবাগে' দ্রষ্টব্য)

ফল

আঙ্গুর Grape, Vitis Vinifera

রোপণের সময়—জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ় বা বর্ষার প্রথমে।

মাটি—পার্ব্বত্য মাটি; কঙ্করযুক্ত দোয়াঁশ মাটি। অনেকের বিশ্বাস, বাংলার মাটিতে উহা জন্মে না; কিন্তু একথা

সত্য নহে; উপযুক্ত মাটিতে উপযুক্ত সার দিলে বাংলায়ও ভাল আঙ্গুর হয়।

সার—হাড়ের গুঁড়া, চূণ ও সোরা।

বীজ—নার্শারী হইতে ভাল কলমের চারা আনিয়া লাগাইবে। চারা ভাল না হইলে গাছ ভাল হইবে না। জমিতে ১০ হাত অন্তর গর্ত্ত করিয়া প্রস্তুত পচা সার দিবে। কিছুদিন পরে চারা লাগাইবে। চারা লতাইয়া গেলে জাফ্রির মাচাংএর উপর উঠাইয়া দিবে।

তুলিবার সময়—সাধারণতঃ শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন। বাংলায় এখনও পরীক্ষা সাপেক্ষ।

আয়—ভাল জন্মিলে অন্ততঃ ১৫০৲—২০০৲ টাকা।

ব্যয়—৪০৲—৫০৲ টাকা।

শীতকালে গাছ ছাঁটিয়া দিতে হয় এবং গোড়া আল্‌গা করিয়া দিতে হয়।

আতা

রোপণের সময়—বীজ শুকাইয়া রাখিতে হয় এবং ফাল্গুন মাসে চারা দিয়া ঐ চারা বর্ষার সময় লাগাইবে। কাশী অঞ্চলে ইহা ভাল হয়। বীরভূম, বাঁকুড়া জেলায় ইহা বন্যভাবে জন্মে কিন্তু তার ফল ভাল হয় না। পূর্ব্ববঙ্গে যত্ন করিলেও গাছ টেকে না।

মাটি—শুষ্ক দোয়াঁশ।

সার—গোড়ায় পোড়া মাটি দিলে গাছ সতেজ হয়।

বীজ—গাছ ১০ হাত অন্তর লাগাইবে।

আয়—বর্ত্তমানে ১০০৲—১৫০৲ টাকা।

ব্যয়—গাছ একবার হইলে ১৫ বৎসর থাকে। শীতকালে গাছ ছাঁটিয়া দিবে। গড়ে ২০৲ টাকা।

(আনারস—৩য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

আম

Mango

আম আঁটিতেও হয় কলমেও হয়; কিন্তু উক্ত দুই প্রকারের গাছের মধ্যে প্রভেদ আছে। আঁটির গাছ দীর্ঘকাল স্থায়ী, প্রায় ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে; ফলে যথেষ্ট কিন্তু কলমের গাছ হইতে ফল নিকৃষ্টতর হয়।

রোপণের সময়—আষাঢ়—শ্রাবণ।

আমের আঁটি ছায়ায় শুকাইয়া চারা দিয়া রাখিবে। পরে উহা বর্ষাকালে ২৫ হাত অন্তর লাগাইবে। গাছ হইতে কলম করিলে উহা ২০ হাত অন্তর লাগাইবে।

মাটি—উঁচু দোয়াঁশ মাটিতে আম ভাল হয়।

সার—হাড়ের গুঁড়া ও চূণ আমগাছের বিশেষ উপযোগী সার। গুঁড়া না পাইলে মাঠের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হাড় সংগ্রহ

করিয়া আনিয়া গাছের তলায় মাঝে মাঝে পুঁতিয়া দিবে। সোরা, পচা পুকুরের মাটিও আমের পক্ষে হিতকর।

বীজ—চারা ও কলম।

ফসল ও আয়—চারা গাছে আম কম ফলে, আয়ও কম হয় কিন্তু গাছ বড় হইলে বিঘা প্রতি গড়ে ১০০৲ টাকার আম উৎপন্ন হয়।

ব্যয়—বিঘা প্রতি গড়ে ২০৲ টাকা। প্রত্যেক বৎসরেই গাছের গোড়া কোপাইয়া মাটি উঠাইয়া শিকড় আল্‌গা করিয়া দিতে হয় ও গাছ ছাঁটিয়া দিতে হয়। আম বাড়ী হইতে দূরে লাগাইবে।

আম বহু প্রকারের। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রায় ২৫০ শত প্রকার আম দেখিতে পাওয়া যায়। আমের মত আস্বাদ কোন ফলেরই নাই। ইহা বাস্তবিকই অমৃত ফল। তবে সব আম নহে। বোম্বাইয়ের য়্যালফ্যাঞ্জো, মাড্রাসের নীলিম্‌ ও তোতাপুরী, কাশী ও দ্বারভাঙ্গার ল্যাংড়া; পূর্ণিয়া ও ভাগলপুরের কিষণভোগ. মালদার ফজলী; মুর্শিদাবাদের হিমসাগর ও গোলাপখাস এবং হুগলীর সরই আম প্রসিদ্ধ। পূর্ব্ববঙ্গে আমের গাছ থাকিলেও আম ভাল হয় না, পোকা ধরে; তবে বিশেষ তত্ত্বাবধান করিলে আমের উৎকর্ষ সাধন করা যায়। ইহার দ্বারা চাট্‌নি, আচার, জ্যাম ও জেলী প্রস্তুত হয়।

('বাংলার ফল চাষ' দ্রষ্টব্য)

আমড়া

Spon dius dulcis

ইহা দেশী ও বিলাতী দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতী আমড়া আকারে বড় ও মিষ্টি। দেশী আমড়ার গাছ জিয়েগাছের কচার মত ডাল পুঁতিলেও গাছ হয়। ফল ছোট হয়।

রোপনের সময়—আষাঢ়—শ্রাবণ।

মাটি—সর্ব্বপ্রকার উঁচু জমিতে ইহা জন্মে।

সার—হাড়ের গুঁড়া, চূণ ও গোবর সার।

বীজ—কলমে, ডালে ও বীচিতে গাছ হয়। বিলাতী আমড়ার কলমের চারা ভাল। ১০ হাত অন্তর চারা লাগাইবে।

পাড়িবার সময়—শ্রাবণ—কার্ত্তিক।

ফসল ও আয়—প্রভূতপরিমাণে জন্মে। বর্ত্তমানে গড়ে বিঘা প্রতি ১২৫৲ টাকা আয় হইতে পারে।

ব্যয়—জমি কোপান, ডাল ছাঁটা ইত্যাদিতে খরচ—২০৲ টাকা।

আমলকী

কাশী অঞ্চলের আমলকী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ফল খুব বড় হয়। ইহা খুব উপকারী। কবিরাজী ঔষধে প্রচুর পরিমাণে আমলকী ব্যবহৃত হয়।

রোপণের সময়—আষাঢ়—শ্রাবণ।

মাটি—উঁচু যে কোন জমিতে ইহা ভাল জন্মে। নীচু জমিতে ইহা জন্মিলেও ফল ছোট হয়।

সার—বিশেষ আবশ্যক নাই।

বীজ—আমলকীর বীচি হইতে গাছ হয় বটে কিন্তু সমস্ত বীচিতে গাছ হয় না; এজন্য চারা প্রস্তুত করিতে কষ্ট হয়। গাছের তলাতেই গাছ হইতে দেখা যায়। গুটি কলমেও গাছ হইতে পারে। চারা ১৫ হাত অন্তর লাগাইবে।

তুলিবার সময়--ফাল্গুন—চৈত্র।

আয়—গড়ে ৫০৲ টাকা আয় হইতে পারে।

ব্যয়—গড়ে ৫৲ টাকা।

আমলকীর দ্বারা চাট্‌নী ও মোরব্বা প্রস্তুত হইতে পারে। তাহার দাম বেশী। পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহা জঙ্গলা গাছ।

কৎবেল

Feronin Elephantum

ইহা জঙ্গলা গাছ। ছোট গোল বেলের আকার। ইহার শাঁস খাইতে অম্ল-মধুর। কাঁচা ভাতে দিয়া খাওয়া যায়। ইহার চাটনী মুখরোচক হয়। অসুখের পর মুখে অরুচি হইলে ইহা খাইলে অরুচি সারে।

ইহার বিশেষ আবাদ করিতে হয় না।

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—সর্ব্বপ্রকার জমি।

সার—অনাবশ্যক।

পাকিবার সময়—ভাদ্র—কার্ত্তিক।

বিঘা প্রতি ২৫—৩০টী গাছ লাগান যায়।

আয়—২৫৲—৩০৲ টাকা আয় হইতে পারে।

ব্যয়—৫৲ টাকা।

কমলালেবু

Orange Cirtus Auratum

রোপণের সময়—কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণ। বর্ষাকালেও লাগান যায়।

মাটি—উঁচু জমি। চূণ ও পটাসযুক্ত কাঁকরে জমি।

সার—চূণ, হাড়ের গুঁড়া, পচা পাতার সার ও সোরা।

বীজ—গাছ হইতে কলম প্রস্তুত করিয়া জমিতে লাগাইতে হয়। বীজেও গাছ হয় তবে অনেক দিন পরে ফল ধরে। ৮ হাত অন্তর গাছ লাগাইবে। শ্রীহট্ট ও আসাম প্রদেশে যে কমলা জন্মে এতদঞ্চলে তাহাই উত্তম। উহার আস্বাদ ও গন্ধ সুমধুর। খোসাও পাতলা; গাছ হইতে ভাঙ্গিয়া অন্যত্র আমদানি হয় বলিয়া তথায় উহার প্রকৃত আস্বাদ লোকে পায় না।

অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে উহার আমদানি হইয়া থাকে ; দার্জিলিং হইতে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এবং নাগপুর হইতে বৈশাখ—আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত কমলা আমদানি হইয়া থাকে। দার্জিলিং ও নাগপুরের কমলার রস অল্প ও খোসা পুরু।

যেখানে ১০০ ইঞ্চি হইতে কম পরিমাণে বৃষ্টি হয় তথায় কমলালেবু ভাল হয় না। বৃষ্টিপতন ব্যতীত, আবহাওয়া ও মাটির প্রকৃতির উপর উহার ভাল-মন্দ নির্ভর করে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে কমলা ভাল হয় না। গাছ হয় কিন্তু ফল ছোট ও আস্বাদ টক্ হয়।

আয়—বর্ত্তমানে ২০০৲ টাকা।
ব্যয়— " ৩০৲ টাকা।

করমোচা

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—সর্ব্বপ্রকার মাটিতেই ফলে।

সার—গোবর সার।

বীজ—বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা যায়। গুটি কলম করিয়াও চারা হয়। মাটি প্রস্তুত করিয়া ৫ হাত অন্তর চারা লাগাইবে। কালিফোর্ণিয়ার করমোচা মিষ্টি। দেশী করমোচা টক্।

করমোচার গাছ ঝাড়াল। ইহার গাছে কাঁটা আছে। ইহার দ্বারা ভাল চাট্‌নী ও অম্বল হয়।

আয়—১৫৲—২০৲ টাকা।

ব্যয়—৫৲—৭৲ টাকা।

উহা সাধারণতঃ বিস্তৃতভাবে আবাদ হয় না।

কাঁঠাল

Artocarpus Integrefolla

রোপণের সময়—জ্যৈষ্ঠ—শ্রাবণ।

মাটি—উঁচু দোয়াঁশ মাটি। পার্ব্বত্য উপত্যকায় ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

সার—হাড়ের গুঁড়া, বোঁদ মাটি, খৈল ও গোময় সার। গাছের তলা ভাল করিয়া কোপাইয়া সার দিবে।

বীজ—জমিতে গর্ত্ত করিয়া সার দিয়া পরে তাহার মধ্যে একটী সুপক্ক কাঁঠাল পুঁতিবে। সমস্ত বীজগুলি গজাইয়া উঠিলে কিছুদিন পরে সব চারাগুলি একত্র হইয়া একটি কাণ্ডে পরিণত হইবে। এই গাছ সতেজ হয়। ১৬ হাত অন্তর গাছ লাগাইবে।

এক একটি বীজ পুঁতিয়াও গাছ প্রস্তুত করা যায়। কাঁঠাল গাছ হইতে কলমের চারা করা শক্ত। গাছের চারা যাহাতে গরু, ছাগল প্রভৃতি পশুতে না খায় তাহার ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করা উচিত।

তুলিবার সময়—পৌষ—মাঘ মাসে কাঁঠালের ফুল হয়। বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত কাঁঠাল পাকে।

ফসল ও আয়—কাঁঠালের ফলন খুব বেশী। বিঘা প্রতি আয় বর্ত্তমানে গড়ে ১০০৲—১২৫৲টাকা।

ব্যয়—২০৲—২৫৲ টাকা।

কাঁঠাল বারমাসই ফলে। তবে অসময়ের কাঁঠাল বেশী হয় না। কাঁঠালের কোয়ার রস মিষ্ট ও পুষ্টিকর কিন্তু গুরুপাক। উহার বীচিতে উৎকৃষ্ট তরকারী হয়। উহা খাইতে যেমন মিষ্ট তেমনি পুষ্টিকর।

কাঁঠাল গাছ ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। ইহার কাঠ মূল্যবান।

কামকোয়োট

ইহা লেবু জাতীয়।

রোপণের সময়—আশ্বিন—কার্ত্তিক।

মাটি—উঁচু দোয়াঁশ জমি।

সার—চূণ, হাড়ের গুঁড়া ও ছাই।

তুলিবার সময়—পৌষ—ফাল্গুন।

বীজ—কলম করিয়া চারা করিতে হয়। বীজ হইতেও চারা হয়। ৮ হাত অন্তর জমিতে চারা বসাইবে।

কামরাঙ্গা

Averuhoa Carambole

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—উঁচু দোয়াঁশযুক্ত মাটিতেই ইহা ভাল হয়। এঁটেল মাটিতেও ইহা জন্মিয়া থাকে।

সার—গোবরের সার, চূণ, হাড়ের গুঁড়া ও ছাই।

বীজ—ইহার বীজে গাছ হয়। গাছ হইতে গুটি কলম কাটিয়াও চারা করা হইয়া থাকে।

পাকিবার সময়—বর্ষাকাল।

জমি পাইট করিরা ১০ হাত অন্তর মাদা করিয়া তাহার মধ্যে সার দিয়া চারা লাগাইবে। দেশী কামরাঙ্গা টক্ কিন্তু চানে কিংবা কালিফোর্ণিয়ার কামরাঙ্গা মিষ্ট।

আয়—গড়ে ৬০৲—৮০৲ টাকা।

ব্যয়—গড়ে ৫৲—১০৲ টাকা।

প্রতিবৎসর ইহার ডাল ছাঁটিয়া দিবে এবং গোড়া কোপাইয়া দিবে।

কুল

Plum

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—উঁচু দোয়াঁশ মাটি। সারযুক্ত এঁটেল মাটিতেও ইহা জন্মে।

সার—হাড়ের গুঁড়া, চূণ ও গোবর সার।

বীজ—ফলের বীজে গাছ হয়, তবে কলমের চারাই ভাল।

ফাল্গুন—বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত কলম করা যায়।

কুলগাছ ৮ হাত অন্তর জমিতে গর্ত্ত করিয়া ও তাহা সারের দ্বারা পূর্ণ করিয়া চারা বসাইবে।

তুলিবার সময়—কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন।

আয়—বর্ত্তমানে গড়ে ১২৫৲—১৫০৲ টাকা।

ব্যয়—৩০৲ টাকা।

কুল তিন প্রকার। দেশী, নারকেলী ও বেণারসী। দেশী কুল সাধারণতঃ টক। গাছ বড় হয়। ফলে খুব বেশী। দেশী কুলের গাছ কেহই পরিচর্য্যা করে না। এখানে-সেখানে বনে-জঙ্গলে হয়। ফল হয়, ঝরিয়া পড়ে, এই তাদের কাজ। কেহই মনে করে না ইহাদের গোড়ায় সার দিলে, ডাল ছাঁটিয়া যত্ন করিলে, ইহাদেরও উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে।

নারকেলী কুল—Ziziphus tujubavar.—ইহা খুব রসাল ও অম্লমধুর। অগ্রহায়ণ হইতে ফলে। কাশীর কুল মিষ্ট বটে, কিন্তু ইহার মত রসযুক্ত নহে।

কাশীর কুল—আকারে লম্বা। মিষ্টস্বাদ কিন্তু রসাল নহে।

মধ্যপ্রদেশে বিস্তৃতপরিমাণে কুলের চাষ হয় এবং তাহাতে লাভও খুব হয়।

কুলের দ্বারা সুন্দর আচার ও চাটনী প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহা খুব মুখরোচক।

গাছে কুল ফলিতে প্রায় ৪ বৎসর সময় লাগে ফল পাকা শেষ হইলে গাছের ডাল সমস্ত ছাঁটিয়া দিবে।

খেজুর

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

সাধারণতঃ গাছের তলায় যে চারা হয় তাহা লাগাইয়া দেওয়া যায়।

মাটি—উঁচু রসাল দোয়াঁশ মাটি। এঁটেল মাটিতেও খেজুর গাছ হয়, তবে তাহাতে রস কম হয়।

সার—সার দিবার দরকার হয় না, তবে কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে খেজুরের জমি কোপাইয়া মাটি উল্টাইয়া দিতে হয়।

বীজ—মাদা করিয়া চারা কিংবা বীজ লাগাইতে হয়। ৬ হাত অন্তর চারা লাগাইবে। **ফসল**—কার্ত্তিক মাস হইতে গাছের অগ্রভাগের একপাশ সুধার দাও দিয়া চাঁচিয়া নলী বসাইয়া ভাঁড় বাঁধিলে রস পাওয়া যায়। রস মিষ্টি, উহাতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়। যশোহর, ফরিদপুর ও খুলনা জেলায় বহুসংখ্যক খেজুর গাছ আছে। চাষারা ঐ গাছ কাটিয়া রস হইতে গুড় প্রস্তুত করে। ভাল গুড় বা পাটালীকে নলেন গুড় বলে। উহা সের ।/০—।৵০ আনা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। ৩ দিন বাদে ৩ দিন গাছ কাটিতে হয়। প্রতি গাছে প্রতিদিন গড়ে ৫ সের করিয়া রস পাওয়া যায়।

উহা একটি বিশেষ লাভজনক ফসল। বিঘা প্রতি গড়ে আয়—বর্ত্তমানে—১৫০৲—২০০৲ টাকা।

যশোহর জেলার কোটচাঁদপুর ও কেশবপুর অঞ্চলে পূর্ব্বে যে চিনি প্রস্তুত হইত তাহার দ্বারা সমগ্র বাংলাদেশে চিনি সরবরাহ হইত। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে একটী অক্লান্তকর্ম্মী ভদ্রলোক কোটচাঁদপুরে চিনির কল বসাইয়াছেন। তাহাতে জাভা চিনির মত দেশী চিনি প্রস্তুত হইতেছে।

গাব (বিলাতি)

রোপণের সময়—ভাদ্র—আশ্বিন।

মাটি—উঁচু এঁটেল কিম্বা দোয়াঁশ জমি। দোয়াঁশ মাটিতেই ভাল জন্মে।

সার—গোবর সার ও পচা পুকুরের মাটি।

বীজ—বীজ কিংবা উহার গুটি কলম লাগাইতে হয়।

ফলনের সময়—বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ।

শীতকালে গোড়া খুঁচিয়া জল দেওয়া কর্ত্তব্য।

আয়—ইহা বিস্তৃতভাবে উৎপাদিত হয় না। তবে ফলিলে বিঘা প্রতি গড়ে—৫০৲—৭৫৲ টাকা আয় হইতে পারে।

ব্যয়—১৫৲—২০৲ টাকা।

চালতা

Delinia speciasa

ইহার গাছ খুব বড় হয়। ইহার বীজের আবরণ খোসা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। চাল্‌তার গাছ দেখিতে সুন্দর। কাঁচা চাল্‌তা টক নহে, পাকিলে টক হয়।

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—যে কোন উঁচু জমি।

সার —দরকার হয় না।

পাকিবার সময়—শীতকাল।

আয়—বিস্তৃতভাবে আবাদ হয় না। বাগিচাতে কিম্বা গৃহস্থের বাড়ীতে ২।১টা গাছ হয়। ৭।৮ বৎসর পরে চাল্‌তা হয়। গাছ বড় হইয়া ফলিতে আরম্ভ করিলে বিঘাপ্রতি বর্ত্তমানে ৩০৲—৪০৲ টাকা আয় হইতে পারে।

ব্যয়—৫৲—৭৲ টাকা।

চাল্‌তার ভাল অম্বল হয়। ইহার দ্বারা সুন্দর আচার প্রস্তুত হইতে পারে।

জামরুল

Enginia alba

ইহা একপ্রকার প্রচুর রসযুক্ত ফল। গ্রীষ্মকালে পাকে তখন ইহার ৪।৫টি ফল খাইলে তৃষ্ণা দূর হয়।

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—উঁচু দোয়াঁশ জমি।

বীজ—বীজ বা গুটি কলম ১৬ হাত অন্তর বিঘাপ্রতি ২৫টী লাগাইবে।

ফসল—ইহা প্রচুর ফলে। ইহার ফলন দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ফলগুলি ছোট ছোট ডালের উপরে চারিপাশে সাজান থাকে।

আয়—বিঘাপ্রতি বর্ত্তমানে ৫০৲—৭৫৲ টাকা।

ব্যয়—৭৲—১০৲ টাকা।

ইহা কোন কোন গাছে তুইবার হয়। একবার চৈত্র-বৈশাখ মাসে হয়, সঙ্গে সঙ্গে ফুল হইয়া আবার সেই গাছে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ফল হয়। জামরুল সাধারণতঃ সাদা; কিন্তু লাল বর্ণেরও হয়। 'কেক্' নামে আর এক প্রকার জামরুল আছে, উহা মিষ্টি ও খাইতে মোলায়েম।

দাড়িম্ব (Pomegranate)

রোপণের সময়—জমির ও আবহাওয়ার অবস্থা বুঝিয়া আষাঢ় মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে চারা রোপণ করা যায়। পূর্ব্বে অন্যস্থানে বীজ কিম্বা গাছে কলম করিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হয়।

মাটি—পার্ব্বত্য উপত্যকায় ইহা ভাল জন্মে। দোয়াঁশ উঁচু শুষ্ক জমিও ইহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও কাবুলে ইহার সমধিক চাষ হয়; ঐ সমস্ত স্থান হইতে দাড়িম্ব কলিকাতার বাজারে প্রভূতপরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে। আরও একটি কথা এই যে শুষ্ক আবহাওয়া ইহা জন্মিবার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এই জন্য বাংলায় দাড়িম্ব ভাল জন্মে না। গাছ বড় হয়, ফুলও ফোটে কিন্তু ফল ছোট হয় এবং তাহা ছোট ছোট বীচিতে পরিপূর্ণ। শস্যের ভাগ কম; রস একপ্রকার থাকে না বলিলেও চলে। ভাল ডালিম্বে দানা বড় বড়, শস্যের ভাগ বেশী রসযুক্ত ও মিষ্টি হয়।

সার—ইটের গুঁড়া, পাঁজার রাবিশ ও গোবর সার।

বীজ—অন্যস্থানে বীজের চারা বা কলম করিয়া জমিতে বসাইবে।

ফসল—ইহা প্রচুর ফলে। সার দিয়া বিশেষ তদ্বির করিলে বাংলাদেশেও ইহার কতকটা উৎকর্ষতা সাধন করা যাইতে পারে, ইহা পরীক্ষাদ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। শ্রাবণ—কার্ত্তিক মাসে পাকে।

দাড়িম্বকে এখনও বাংলার উপযোগী করা যায় নাই, এজন্য ইহার বিঘা প্রতি আয়-ব্যয় দেওয়া হইল না।

নারিকেল (Cocoanut)

Bocus nucifera

রোপণের সময়—আষাঢ়—আশ্বিন। সাধারণতঃ বর্ষাকাল।

মাটি—সমুদ্রের উপকূল এবং লবণাক্ত মাটি। গর্ত্তে নুন দিয়া নারিকেল পুঁতিলে গাছ ভাল হয়, উঁচু দোয়াঁশ ও নীচু-রসযুক্ত উভয় জমিই নারিকেলের পক্ষে উপযুক্ত।

সার—লবণ ও পাতা সার।

বীজ—পাকা নারিকেল বোঁটার দিক উপরে আর্দ্র জায়গায় হাপরে গায় গায় সামান্য বাহিরে রাখিয়া পুঁতিলে কিছুদিন পরে ঐ নারিকেল হইতে গজ বাহির হয়। গজ বড় হইলে ঐ নারিকেল অন্য আর একটি জায়গায় বর্ষাকালে বসাইবে। তথায় ঐ গাছ বড় হইলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে ১০ হাত অন্তর লাগাইবে। বিঘা প্রতি ৬৪—৭০টী নারিকেল লাগান যাইতে পারে। ২ বৎসর বয়স্ক গাছ লাগাইলে ভাল হয়। মরিবার সম্ভাবনা কম।

পাড়িবার সময়—নারিকেল প্রায় বার মাসই পাকে ও বার মাসই ফুল হয়। তবে সাধারণতঃ ভাদ্র মাসেই ঝুনা

হয়। ঐ সময় গাছে ডাব রাখিয়া আর সমস্ত ফল পাড়িয়া ফেলিতে হয়।

ফসল ও আয়—গড়ে প্রতি গাছে ২৲ টাকা করিয়া আয় হইতে পারে। সাধারণতঃ বিঘা প্রতি ১২৫৲ টাকা আয়।

ব্যয়—গাছের তলা পরিষ্কার রাখিতে হয় এবং ভাদ্র মাসে নারিকেল পাড়িবার সময় গাছ বাছিয়া দেওয়া উচিৎ অর্থাৎ ডেগোর গোড়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। বিঘা প্রতি ১০৲—১২৲ টাকা ব্যয়।

নারিকেল গাছের সব দ্রব্যই কাজে লাগে। ডাবের জল স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম হিতকর। কলেরায়, টাইফয়েড জ্বরে ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায়, চিকিৎসকেরা কচি ডাবের জলের বিধান করিয়া থাকেন।

নারিকেলের ছোবড়ায় দড়ি, কাছি, পাপোষ প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। ইহার খোলে হুকা, বোতাম ও পাতার শলায় ঝাঁটা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার শাঁস সুখাদ্য ও দুগ্ধের ন্যায় পোষণোপযোগী সমস্ত উপাদানবিশিষ্ট। শাঁসের দ্বারা যে সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, নাড়ু প্রভৃতি নানা প্রকার মিষ্টি সামগ্রী প্রস্তুত হয় তাহা রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে। নারিকেল হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় দক্ষিণ ভারতে তাহার দ্বারা রন্ধনকার্য্য সমাধা হয়; ঐ তৈল মাথায় মাখিলে চুল ঘন করে ও মাথা ঠাণ্ডা রাখে।

তাল (Palm)

অতি প্রাচীন কাল হইতেই তালগাছ ভারতে আছে। নারিকেল, সুপারি, দেশী ও বিলাতী খেজুর ও সাবুদানা জাতীয় গাছ সবই উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে তাল বৃক্ষের অন্তর্গত। তাল অতি লাভজনক গাছ। ইহার শিল্প বাংলা দেশে এখনও সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হয় নাই। ইহা দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট গুচ্ছমূল তরু। তালের ডাল-পালা হয় না; সোজা একটী কাণ্ড ঊর্দ্ধ দিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

রোপণের সময়—সাধারণতঃ বর্ষার পর।

মাটি—সর্ব্বপ্রকার মাটিতেই তালগাছ হয়। বিশেষতঃ সমুদ্রোপকূলে ইহার আধিক্য দেখা যায়। একবার গাছ গজাইলে ইহা কোন ক্রমেই মরিতে চাহে না। বর্ষার জলের মধ্যেও ইহা তাজা থাকে।

সার—ইহার কোন সারের দরকার হয় না, তবে সারী মাটিতে আলগা জায়গায় ইহা তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়।

খনা বলিয়াছেন ঃ

'বার বৎসরে ফলে তাল
যদি না লাগে গরুর লাল।'

অর্থাৎ গরুতে না খাইলে এবং যত্ন করিলে ১২ বৎসরেই তাল ফলে।

বীজ—ইহার আঁটিতেই গাছ হয়। একটী মাচাংএর উপর আঁটিগুলি রাখিয়া দিতে হয়। কল বাহির হইয়া লম্বা হইলে জমিতে প্রথমে ৮ হাত অন্তর ২ হাত গভীর গর্ত্তে ঐ আঁটিগুলি পুঁতিবে। আঁটি পুঁতিবার সময় কলটি উপরের দিকে লম্বা সোজা করিয়া দিবে। এই ভাবে পুঁতিলে গাছে তাল শীঘ্র শীঘ্র ধরে। ৫ বৎসর পরে পুনরায় ঐ জমিতে ঐ ভাবে ঐ সমস্ত গাছের ঠিক মধ্যে মধ্যে অর্থাৎ ৪ হাত অন্তর আর এক একটি আঁটি পুঁতিয়া দিবে।

পাকিবার সময়—সাধারণতঃ শ্রাবণ—আশ্বিন। তবে ইহা কোন কোন গাছে দুই বার ফলে।

ফসল—কাঁচা তাল অর্থাৎ তাল শাঁস খাইতে অতি উত্তম। পাকিলে তাল হইতে নানাবিধ পিষ্টক ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। পাকা তালের গোলা হইতে উৎকৃষ্ট ভিনিগার (সির্কা) তৈরী করা যায়। তালের গাছ হইতে রস আকর্ষণ করিয়া গুড়, চিনি, মিছরী প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়। তালের পত্রে শাস্ত্রাদি লেখাই ভারতবর্ষে চিরন্তন প্রথা। ইহার পাতায় যে পাখা হয় তাহার দ্বারা গ্রীষ্মের উত্তাপজনিত ক্লেশ নিবারিত হয়।

তালের রসের দ্বারা যখন শিল্পের একটা অতি লাভবান পন্থা উন্মুক্ত রহিয়াছে তখন জানি না কেন আবগারী বিভাগ ঐ রসের তাড়ি নিষিদ্ধ করিয়া, লাইসেন্স প্রথা সৃষ্টি করিয়া, একটা শিল্পের পথ রুদ্ধ করিয়াছেন।

তালগাছ ২০০।২৫০ বৎসর জীবিত থাকিতে দেখা যায়। উহা হইতেও হয়ত তাল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় কিন্তু তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ৫০ বৎসর পরে তাল গাছে সার হয় এবং গাছ যত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় উহাতে তত সার জন্মে। যদি রৌদ্র, জল না লাগে তবে তালের সারী কাঠ স্থায়িত্ব হিসাবে অন্য কোন গাছ হইতে হীন নহে। ঐ কাঠের দ্বারা দরজা জানালার চৌকাঠ, কড়ি ও বরগা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে লোকে জমির সীমানায় তাল গাছ রোপণ করিত; তাহাতে ফসলের কোন ব্যাঘাত হইত না অথচ তালের দ্বারা একটি উপরি লাভ হইত। এখনও অনেকে ঐভাবে তাল রোপণ করিয়া থাকেন। জমির সীমানার ঐ সমস্ত তালগাছ কালক্রমে সারী হইলে দরকারবশতঃ বিক্রয় করিলে একই সময় বহু টাকা পাওয়া যাইতে পারে। বাংলার জমিদারগণ যদি তাঁহাদের জমিদারীর মাঝে এই সহজসাধ্য তালগাছ রোপণের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে তাহাদের জমিদারীতে হাজার হাজার টাকা বীমা করিয়া রাখা হয়।

তালের কাঠ সম্বন্ধে খনা বলিয়াছেনঃ

"শাল, সেগুন আশী
তাল বলে আমি আর এক যুগবাসী"

অর্থাৎ তাল, শাল সেগুন হইতেও দীর্ঘকাল স্থায়ী। পূর্ব্ববঙ্গে লোকে তাল গাছ হইতে ডোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া বর্ষাকালে তাহাতে যাতায়াত করে।

আয়—গুড় প্রস্তুত করিতে পারিলে প্রতি তাল গাছে অন্যূন ৫৲ টাকা আয় হয়। ফলে গড়ে ১৲ টাকা লাভ হইতে পারে কিন্তু সব গাছে তাল হয় না।

তালের আঁটি গজাইলে উহার মধ্যে যে শাঁস হয় তাহা জলযোগের পক্ষে উপাদেয়।

ব্যয়—বিঘা প্রতি বাৎসরিক ১০৲ টাকা; কিন্তু তাহা গাছের শুক্‌নো বাগ্‌লো বা ডেগোর দ্বারা সঙ্কুলান হইতে পারে।

নাসপাতি (Pears)

Pyrus Communis

নাসপাতি পার্ব্বত্য প্রদেশের ফল। ইহা দেখিতে পীতাভ ও খাইতে অম্ল-মধুর।

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—পার্ব্বত্য এঁটেল দোয়াঁশ জমিতে ইহা সমধিক ফলে। জমি ভালরূপ চষিবে।

সার—হাড়ের গুঁড়া, চূণ ও সোরা।

বীজ—জোড় কলম বা দাবা কলম।

ফলনের সময়—শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত।

আয়—৭৫৲—১০০৲ টাকা।

ব্যয়—২০৲—২৫৲ টাকা।

বাংলা দেশে নাসপাতি জন্মান যায় না। কেননা এই প্রদেশের মাটি এবং জলবায়ু ইহার অনুকূল নহে। যাহাদের শক্তি ও অর্থ আছে তাঁহারা চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।

নোড়

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—কাদা দোয়াঁশ ইহার পক্ষে উপযুক্ত।

সার—হাড়ের গুঁড়া, চূণ ও পচাপুকুরের পাঁকমাটি।

বীজ--রোপণ করিয়া গাছ উৎপাদন করিতে হয়। বিঘা প্রতি ১৬ হাত অন্তর গাছ লাগাইবে।

পাকিবার সময়---বৈশাখ—ভাদ্র।

আয়—গাছে বাৎসরিক প্রায় ৫০৲ টাকা।

ব্যয়—বাৎসরিক ১০৲ দশ টাকা।

নোনা

নোনা দুই প্রকার ; দেশী ও বিলাতী। ইহা আতা জাতীয় ফল কিন্তু আতার মত ইহা খাইতে সুস্বাদু নহে। আতা হইতে নোনা অনেক বড়, তবে ইহার শরীর সমান, আতার মত অসমান রেখাযুক্ত নহে। আতার রং সবুজ, কাঁচা নোনার রং ও সবুজ কিন্তু পাকিলে ইহা লালবর্ণ হয়। বিলাতী নোনা খুব বৃহৎ, ওজনে /৫ পাঁচ সের পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়।

রোপণের সময়—হাপরে চারা করিয়া বর্ষাকালে রোপণ করিতে হয়।

মাটি—নিম্ন জলাভূমি ব্যতীত প্রায় সর্ব্বপ্রকার জমিতেই ইহা জন্মে।

সার—হাড়ের গুঁড়া, চূণ ও সোরা।

বীজ—ইহার বীচিতে গাছ হয়। ১০ হাত অন্তর গাছ লাগাইবে। ফল পাকিয়া গেলে ডাল ছাঁটিয়া দিবে। ডাল ছাঁটিয়া না দিলে ফল ছোট হইয়া যায় ও পোকা ধরে। বর্ষার পরে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া শিকড় আলগা করিয়া দিবে। ১মাস পরে সার দিয়া শিকড় মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিবে।

ফলনের সময়—চৈত্র—বৈশাখ। ৪ বৎসর পরে ফল ধরে। পরিশ্রম করিয়া কলম করিয়া গাছ লাগাইলে ফল শীঘ্র ধরে।

আয়—বিঘা প্রতি গড়ে প্রায় ৫০৲—৮০৲ টাকা।

ব্যয়—১৫৲—২০৲ টাকা।

পানিয়ালা

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—এঁটেল দোয়াঁশ। উঁচু জমি।

সার—গোবর সার, হাড়ের গুঁড়া ও চূণ।

বীজ—ইহার বীচি হইতে গাছ উৎপন্ন হয়। ইহার গুটি কলমের চারা হইতে গাছ করিলে শীঘ্র শীঘ্র ফল ধরে।

পাকিবার সময়—ভাদ্র—কাৰ্ত্তিক।

১০ হাত অন্তর গাছ লাগাইলে বিঘা প্রতি ৬৪টী চারা লাগিবে। ফল পাকিয়া গেলে গাছের গোড়া কোপাইয়া শিকড় আল্‌গা করিয়া দিবে। ৪ সপ্তাহ পরে গোড়ায় সার দিয়া মাটি দিবে।

বাৎসরিক আয় গড়ে—৮০৲—১০০৲ টাকা।

ব্যয়—২০৲—২৫৲ টাকা।

পীচ

রোপণের সময়—আষাঢ় হইতে কাৰ্ত্তিক। কলম করিবার জন্য পূর্ব্বে বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা আবশ্যক। দুইবৎসর বয়সের চারা হইলে তাহার দ্বারা উৎকৃষ্ট কলম হইবে।

মাটি—উঁচু সরু দোয়াঁশ মাটি। পাৰ্ব্বত্য উপত্যকায় ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

সার—হাড়ের গুঁড়া, খৈল, চূণ ও সোরা।

বীজ—প্রথমে কলমের চারা প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ চারা ১০ হাত অন্তর বিঘাপ্রতি ৬৪—৭০টী লাগাইবে।

পাকিবার সময়—আষাঢ়—ভাদ্র।

ফসল—গাছের রীতিমত যত্ন করিলে পীচ প্রভূত পরিমাণে ফলে।

আয়—বিঘাপ্রতি বাৎসরিক ১৫০৲—২০০৲ টাকা।

ব্যয়—বাৎসরিক গড়ে ৩০৲ টাকা।

পীচ খাইতে অম্ল-মধুর, অতিশয় মুখরোচক। ইহা সাহেব-দিগের অত্যন্ত প্রিয় ফল। ইহার মধ্যভাগ লাল।

নিম্নলিখিত নিয়মে ইহার পরিচর্য্যা করিতে হয়।

বর্ষার শেষে কার্ত্তিক মাসে শিকড় খুঁড়িয়া বাহির করিয়া দিবে, যাহাতে উহার মূলে সূর্য্যের আলো ও বাতাস লাগিতে পারে। গোড়া খুঁড়িবার সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় কাটিয়া গেলে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার দরকার নাই। উহার দ্বারা গাছের বিশেষ ক্ষতি হয় না। গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার ৩ সপ্তাহ পরে ডাল ছাঁটিয়া দিবে। শুষ্ক, নিস্তেজ ও ঘন-সন্নিবিষ্ট শাখা-প্রশাখা সুধার অস্ত্রের দ্বারা ছাঁটিয়া দিবে। ধারহীন অর্থাৎ ভোঁতা অস্ত্রের দ্বারা ছাঁটিলে গাছের উপর দৌরাত্ম্য করা হয়। উহার দ্বারা গাছের কষ্ট এবং বিশেষ ক্ষতি হয়। বড় ডাল-করাত দ্বারা কাটাই ভাল। ডাল একেবারে না কাটার চেয়ে যে কোন অস্ত্র ধার দিয়া ছাঁটাই কাজ করা অপেক্ষাকৃত ভাল। বিশেষজ্ঞ কৌশলী মালী ছাঁটাই করিয়া গাছকে যে কোন আকারে পরিণত করিতে পারে।

গাছের ডাল ছাঁটিয়া দিবার পর আল্‌গা গোড়া সারে পরিপূর্ণ করিয়া ঢাকিয়া দিবে এবং মাঝে মাঝে উহাতে জল-সেচ দিবে। গাছ মুকুলিত হইবার পর অধিক পরিমাণে জল

দিবার আবশ্যক। নতুবা ফুল ঝরিয়া যাইবে, গুটি হইলে বড় হইবে না, অনেকগুলি শুষ্ক ও নষ্ট হইয়া পড়িয়া যাইবে। জল দিলে ফল সুগন্ধ ও সুস্বাদু হয়।

দেশের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সেই চিরাচরিত ধান, পাট, রাইকলাই চাষ করিলে জমির খাজনা এবং চাষের খরচ সঙ্কুলন করিয়া লাভবান হওয়া যাইবে না। ঐ সমস্ত শস্যের চাষ হইতে ফলের চাষ করা বহুগুণে লাভজনক। উহাতে সুবিধাও অনেক। ৫।৭ বিঘা জমিতে কোন ভদ্রলোক অনায়াসে ফলের বাগান করিতে পারেন এবং একটী বাগান করিতে পারিলে তাহাতে বৎসর বৎসর একটা স্থায়ী লাভের পন্থা উন্মুক্ত হইবে। আর একটি সুবিধা এই—যেসব ভদ্রলোক মাঠে নিজেরা পরিশ্রম করিতে পারেন না, উহাতে সম্ভ্রমে আঘাত লাগে, অভ্যাস-বিরোধী ও স্বাস্থ্যে কুলায় না, তাঁহাদের পক্ষে একটি ঘেরা যায়গায় চাকর কিম্বা মজুর লইয়া কাজ করিতে পারেন। কোন সঙ্কোচ বোধ হইবে না; অথবা বোধ হওয়াও উচিত নহে।

পেঁপে (Papaya)

Carica papaya

কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে পেঁপে দক্ষিণ আমেরিকা হইতে পৃথিবীর অন্যত্র নীত হইয়াছে। ভারতবর্ষে মহীশূর অঞ্চলে

ও রাঁচিতে খুব উৎকৃষ্ট পেঁপে জন্মে। উহা যেমন আকারে বড়, খাইতেও তেমনি মধুর। পেঁপের অনেক গুণ আছে। উহার আঠা ১৫—৩০ ফোঁটা জলে দিয়া প্রত্যেকদিন সকালে খাইলে যকৃতের দোষ নষ্ট হয়। কাঁচা পেঁপে তরকারিতে খাওয়া যায়। পাকা পেঁপে কোষ্ঠবদ্ধতার পক্ষে বিশেষ হিতকর।

বাংলা দেশের পেঁপে যদিও রাঁচি ও মহীশূরের পেঁপে হইতে অনেকাংশে নিকৃষ্ট তথাপি যত্ন ও পরিচর্য্যা করিলে এ প্রদেশেও উহার উৎকর্ষতা সাধন করা যাইতে পারে। যে জিনিস যেখানে ভাল জন্মায় না তথায় যদি সেই জিনিসের উন্নতি সাধন করা যায় তাহা হইলে তথায় তাহার মূল্যও বেশী পাওয়া যায়। ভালরূপ তত্ত্বাবধান করিয়া জন্মাইতে পারিলে বাংলায় পেঁপের চাষ অতিশয় লাভজনক। তবে মাটিতে বীচি ছড়াইয়া দিলেই চলিবে না; মাটিতে সার দিয়া জমি চাষ করিয়া উৎকৃষ্ট জাতীয় পেঁপের গাছ করিলে তাহা হইতে নিশ্চয় সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাইবে এবং তাহা হইতে লাভও আশানুরূপ হইবে।

রোপণের সময়—বৈশাখ—আষাঢ়।

মাটি—এঁটেল দোয়াঁশ। উচ্চভূমি, যাহাতে জল দাঁড়ায় না তাহাই পেঁপের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

সার—হাড়ের গুঁড়া, পুকুরের পাঁকমাটি, চূণ ও ছাই।

বীজ—উৎকৃষ্ট জাতীয় পাকা পেঁপেকে এড়োভাবে সমান তিন ভাগে বিভক্ত করিলে মাঝের খণ্ডে যে বীজ পাওয়া যাইবে তাহাই রোপণ করিলে ভাল গাছ হইবে।

জমিতে সার দিয়া ৫ হাত অন্তর একটি করিয়া গর্ত্ত করিয়া তাহা সারে পূর্ণ করিবে ও তাহাতে ২।৩টী বীজ দিবে। গাছ হইলে একটি মাত্র চারা রাখিবে। প্রতি বিঘায় ২৫৬টী গাছ রোপণ করিবে।

পাকিবার সময়—রোপণের ৬।৭মাস পরে পেঁপে ধরে ও ৯ মাস পরে পাকে। গাছে প্রায় ১২ মাসই পেঁপে ধরে।

ফসল ও আয়—প্রতি গাছে ছোট পেঁপে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও ৬০।৭০টী পেঁপে থাকিবে, তাহা হইতে বাৎসরিক গড়ে বিঘাপ্রতি ১৫০৲ টাকা আয় হইবে:

ব্যয়—৩০৲ টাকা।

যাহারা পেঁপের চাষ করিবেন তাঁহারা মনে রাখিবেন যে গোড়ায় জল দাঁড়াইলে পেঁপের গাছ মরিয়া যায়।

পেয়ারা

রোপণের সময়—আষাঢ়।

মাটি—দোয়াঁশ উঁচু জমি; খুব কড়া হইবে না।

সার—খৈল, হাড়ের গুঁড়া ও চূণ।

ইহার বীজের এবং কলমের উভয় প্রকার চারার দ্বারাই গাছ হয়। ৮হাত অন্তর চারা পুঁতিয়া বিঘাপ্রতি ১০০ শত চারা লাগাইবে।

ফলনের সময়—শীতকাল ও বর্ষাকাল।

আয়—১০০৲—২০০৲ টাকা।

ব্যয়—২৫৲—৩০৲ টাকা।

ফল ধরিয়া গেলে গোড়া কোপাইয়া আল্‌গা করিয়া শিকড় বাহির করিয়া দিবে। পরে ডাল ছাঁটিয়া গোড়ায় সার ও মাটি দিবে।

ফলসা

Grewia asiatica

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—যে কোন প্রকার দোয়াঁশ উঁচু জমি।

সার—অনাবশ্যক।

বীজ—কলমে ও বীচিতে গাছ হয়।

ফলনের সময়—গ্রীষ্মকাল।

আয়—৪০৲—৫০৲ টাকা।

ব্যয়—১০৲—১৫৲ টাকা।

ইহা খাইতে অম্ল-মধুর।

ব্রেড ফ্রুট (Bread fruit)

Artocarpus incisus

ইহা ব্রহ্মদেশে ও যবদ্বীপে জন্মে। ইহার ফল পোড়াইয়া খাইলে ঠিক রুটির ন্যায় লাগে।

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—বাংলাদেশের দোয়াঁশ জমিতে ইহা ফলে।

বীজ—বীচি কিংবা কলমের চারায় গাছ করিতে হয়।

ফলনের সময়—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। বাংলায় ব্রেড ফ্রুটের গাছ ভাল হয় কিন্তু ফল হইতে দেখা যায় না ইহার বাংলা নাম দেওয়া হইয়াছে রুটি ফল।

বেল

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—উঁচু জমি।

সার—হাড়ের গুঁড়া, গোবর সার ও চূণ।

বীজ—বীচি হইতে হাপরে চারা প্রস্তুত করিয়া লাগাইতে হয়। ১৫ হাত অন্তর গাছ লাগাইবে।

ফলনের সময়—ফাল্গুন—জ্যৈষ্ঠ।

আয়—বিঘাপ্রতি গড়ে ১০০৲ টাকা।

ব্যয়—গড়ে ২০৲—২৫৲ টাকা।

বেল আকৃতিতে ঠিক ফুটবলের চেয়েও বড় হইতে দেখা যায়। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হিতকর ফল। ইহার কচি ফলে শুঠ তৈয়ারী হয়, তাহা আমাশয়ের ভাল ঔষধ। ইহা হইতে যে মোরব্বা হয় তাহা পেটের অসুখের পক্ষে হিতকর। পাকিলে ইহা খাইতে মিষ্ট।

জাম

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—উঁচু জমি।

সার—দরকার করে না।

বীজ—ইহার বীচি হইতে চারা করিয়া লাগাইতে হয়। ১৫—২০ হাত অন্তর গাছ লাগাইবে।

ইহার ছোট ছোট ফল হয়। পাকিলে কাল হয়।

ফলনের সময়—জ্যৈষ্ঠ।

আয়—ইহা যথেষ্ট ফলে। এক বিঘায় গড়ে ১০০৲ টাকা হইতে পারে।

ব্যয় ২০৲—২৫৲ টাকা।

গাছের নীচু পরিষ্কার রাখিবে, ডাল ছাঁটিবে ও গোড়া কোপাইয়া দরকার বোধ করিলে কিছু হাড়ের গুঁড়া, ছাই ও গোবর সার দিলে ভাল হয়।

গোলাপ জাম

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—উঁচু দোয়াঁশ।

সার—হাড়ের গুঁড়া, চূণ, গোবর সার ও ছাই।

বীজ—বীজের চারা বা কলমের চারা ১০—১২হাত অন্তর লাগাইবে।

ফলনের সময়—জ্যৈষ্ঠ।

আয়—ইহা খুব দামে বিক্রয় হয়। বিঘা প্রতি ১৫০৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত আয় হইতে পারে।

বিলিম্বি

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—রসযুক্ত দোয়াশ মাটি।

সার—খৈল ও পাতা সার।

বীজ—হাপরে চারা তৈয়ারী করিয়া ১॥—২ বৎসর পরে লাগাইবে।

ফলনের সময়—বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ।

ব্যয় বাদে বিঘা প্রতি ৫০৲—৬০৲ টাকা আয় হইতে পারে।

মহুয়া

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—শুষ্ক কঙ্করময় জমি।

সার—অনাবশ্যক।

বীজ—বীচি হইতে গাছ জন্মে। গাছ খুব বড় হয়, এক একটা গাছে ৭।৮ মণ পর্য্যন্ত ফুল হয়। মহুয়া ফুলের দ্বারা মদ প্রস্তুত হয়।

সপেটা

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—উঁচু দোয়াঁশ জমি।

সার—গোবর সার, হাড়ের গুঁড়া, চূণ ও সোরা।

বীজ—বীচি হইতে প্রস্তুত ও কলমের চারা জমিতে ১৫।১৬ হাত অন্তর লাগাইবে।

ফলনের সময়—আষাঢ় হইতে ফাল্গুন।

আয়—২০০৲—২৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত

ব্যয়—৩০৲ টাকা।

গোড়া কোপাইয়া সার দিবে।

লকেট

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—উঁচু দোয়াঁশ জমি।

সার—হাড়ের গুঁড়া, চূণ, সোরা ও ছাই।

বীজ—কলমের চারা ভাল। বীচি হইতেও চারা হয়।

পাকিবার সময়—চৈত্র—বৈশাখ।

আয়—১৫০৲ টাকা।

ব্যয়—৩০৲ টাকা।

লকেট খাইতে অম্ল-মধুর।

লিচু

মজফ্‌ফরপুর ও বোম্বে অঞ্চলে খুব ভাল লিচু হয়। মজফ্‌ফরপুরের লিচু দেখিতে লাল, মধ্যের শাঁস বেশী, খাইতে অম্ল-মধুর ও রসাল।

মাটি—রসযুক্ত দোয়াঁশ।

সার—হাড়ের গুঁড়া, সোরা, চূণ।

বীজ—বীচির চারার লিচু ভাল হয় না। কলমের চারা করিয়া রোপণ করিবে। ১৫।১৬ হাত অন্তর বিঘাপ্রতি ২৫টা চারা রোপণ করিবে।

পাকিবার সময়—জ্যৈষ্ঠ।

আয়—১২৫৲—১৫০৲ টাকা।

ফলনের পর গোড়া খুঁড়িয়া দিবে ও ডাল ছাঁটিয়া দিবে। গুটি হইলে গাছে জল দিবে।

কাগজি লেবু

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—দোয়াঁশ মাটিই উৎকৃষ্ট, তবে এঁটেল মাটিতেও জন্মে।

সার—হাড়ের গুঁড়া, চূণ ও সোরা।

বীজ—কলমের চারা লাগানই ভাল তবে বীচিতেও চারা হয়। ১০ হাত অন্তর চারা লাগাইবে।

ফলনের সময়—বার মাসই ফলে তবে বর্ষাকালে ইহার ফলন বেশী।

আয়—বিঘাপ্রতি ১০০৲—১৫০৲ টাকা।

ব্যয়— „ ২৫৲—৩০৲ টাকা।

ফলনের পর গোড়া খুঁচিয়া মাটি আল্‌গা করিয়া দিবে। ৩ সপ্তাহ পরে ডাল ছাঁটিয়া দিবে, গোড়ায় সার দিয়া মাটি দিবে। ফুল হইলে গাছে জলের সেচ দিবে।

পাতি লেবু

অন্যান্য সমস্তই কাগজি লেবুর ন্যায়; তবে চারা ৮ হাত অন্তর লাগাইবে। বিঘাপ্রতি ইহার আয় একটু বেশী।

আয়—বিঘাপ্রতি ১৫০৲—২০০৲ টাকা।

ব্যয়— „ ৩৲ টাকা।

কলিকাতায় প্রায় ২০।২৫ রকম লেবু দৃষ্ট হয়। পাইট কাগজির ন্যায়।

বাতাবি

বাতাবি দুই প্রকার, সাদা ও লাল। সাদা বাতাবী অর্থাৎ যাহার ভিতর অংশ সাদা। উহা অপেক্ষাকৃত মিষ্ট। বাজারে উহার দাম বেশী। পূর্ব্বে বাতাবি লেবুর তেমন আদর ছিল না, অনাদৃত অবস্থায় গাছে ঝুলিয়া থাকিত: কিন্তু ডাক্তারগণ এখন বলেন যে বাতাবি লেবু খাইলে ম্যালেরিয়ার বীজাণু নষ্ট হয় এবং যকৃতের কাজ ভাল হয়। এজন্য উহার আদর বাড়িয়াছে। এখন বাতাবি লেবু খুব দামে বিক্রয় হয়।

মাটি—সরস দোয়াঁশ।

সার—হাড়ের গুঁড়া, চূণ ও সোরা।

আয়—বিঘাপ্রতি ১০০৲—১৫০৲ টাকা।

ব্যয়—৩০৲ টাকা।

কাগজি লেবুর মত গাছের পরিচর্য্যা করিবে। ফলনের পর গোড়া খুঁড়িয়া সার দিবে এবং ডাল ছাঁটিয়া দিবে।

সরবৎ লেবু

ইহা দেখিতে অনেকটা কমলালেবুর মত ; তবে আকারে ছোট। রস মিষ্ট।

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—দোয়াঁশ।

সার—হাড়ের গুঁড়া, খৈল ও চূণ।

চারা—বীচি হইতে এবং কলমের চারা ৮ হাত অন্তর রোপণ করিবে।

ফলনের সময়—বর্ষাকাল।

আয়—বিঘাপ্রতি ১০০গাছ, গড়ে আয় ১০০৲টাকা।

ব্যয়—২০৲—২৫৲ টাকা।

গাছের পরিচর্য্যা কাগজি লেবুর ন্যায়।

কলম্বা (লেবু)

কলম্বা লেবুর গাছ জঙ্গলা ভাবেই জন্মে। প্রায় সর্ব্ব-প্রকার উঁচু জমিতে উহা ফলে। উহার সুবাস মনোরম, আকৃতি বড়, রস প্রচুর। লোকে খাদ্য-সামগ্রীর সহিত উহার রস খাইয়া থাকে।

গোড়া লেবু নামে আর একপ্রকার লেবু আছে; লোকে উহার তেমন আদর করে না; কিন্তু উহার রস ঔষধে লাগে।

লেবু হাটে-বাজারে বিক্রয় না করিয়া উহার দ্বারা আচার বা মোরব্বা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে অনেক বেশী লাভ হয়। লেবুর গন্ধসার দ্বারা তৈল, সিরাপ প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়।

লেবুর রস অনেক কবিরাজি ঔষধে লাগে। ডাক্তারেরা উহা দ্বারা সাইট্রিক এসিড তৈয়ারী করিয়া থাকেন।

তেঁতুল

রোপণের সময়—বর্ষাকাল।

মাটি—পার্ব্বত্যপ্রদেশ ব্যতীত প্রায় সমস্ত প্রকার মাটিতেই তেঁতুল গাছ জন্মে।

সার—পচা পুকুরের পাঁক বা বোঁদ মাটি (Humus)।

বীজ—চৈত্র-বৈশাখ মাসে হাপরে বীচি ছড়াইয়া চারা দিতে হয়। পরে ২০হাত অন্তর চারা লাগাইবে। বিঘাপ্রতি ১৬টা চারা দরকার।

ফলনের সময়—ফাল্গুন।

আয়—গাছ বড় হইলে প্রতিগাছে গড়ে ১০৲ টাকা।

ব্যয়—বাৎসরিক ১০৲ টাকা।

জমিতে গাছ যখন ঘন হইবে তখন মাঝে মাঝে একটা গাছ কাটিয়া ফেলিবে। জমি কোপাইয়া পরিষ্কার রাখিবে। দরকার হইলে শাখা-প্রশাখা ছাঁটিয়া দিবে।

কাঁচা তেঁতুল অম্বলে ব্যবহৃত হয়। তেঁতুলের দ্বারা আচার, চাট্‌নি, জ্যাম, জেলী প্রভৃতি মুখরোচক দ্রব্য প্রস্তুত হয়। উহা দামে বিক্রয় হয়। পুরাণ তেঁতুল খুব উপকারী। বাজারে

টাকা করিয়া সের। তেঁতুলের Citric acid প্রস্তুত হইয়া থাকে। তেঁতুলের বীচি রঞ্জনকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। জার্ম্মানেরা ঐ বীচি অনেক মূল্যে ক্রয় করিয়া রপ্তানী করে। তেঁতুল ২৫০।৩০০ বৎসর বাঁচে ও আকারে প্রকাণ্ড হয়।

জলপাই

দেশী আমড়ার ন্যায় বৃক্ষ। ইহা খুব ফলে। বীচি ও গুটি-কলম হইতে গাছ হয়। সর্ব্বপ্রকার উঁচু মাটিতে ইহা জন্মে। ইহার টক, আচার, চাট্‌নি তেঁতুলের ন্যায় মুখরোচক। ইহার বীচিই খুব মূল্যবান। তাহার দ্বারা অলিভ তৈল প্রস্তুত হয়। উহা অনেক ঔষধে লাগে। ২০ হাত অন্তর গাছ লাগাইবে।

আয়—৬০৲—৮০৲ টাকা।

ব্যয়—১০৲—১৫৲ টাকা।

ডুমুর

ডুমুর তিন প্রকার; যজ্ঞডুমুর, বন্য ডুমুর, বল্লা ডুমুর বা বলা ডুমুর। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের প্রায় সর্ব্ব প্রদেশেই ডুমুর জন্মিতেছে। যে ডুমুরের কাষ্ঠ এবং পল্লবের দ্বারা হিন্দুদিগের যজ্ঞকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে তাহাকে যজ্ঞডুমুর কহে। তবে এসিয়া মাইনরে এবং আমেরিকার

কালিফোর্ণিয়া প্রদেশে ইহার যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে ভারতবর্ষে তাহা হয় নাই। ঐ সকল প্রদেশে ডুমুর একটী উপাদেয় ফলরূপে জন্মান হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলায় চেষ্টা করিলে এসিয়া মাইনরের স্মীর্ণা প্রদেশের ডুমুর জন্মান যাইতে পারে। আমেরিকাবাসিগণও এসিয়া মাইনর হইতে কলম লইয়া গিয়া নিজেদের দেশে তাহা জন্মাইয়া উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে ডুমুর জন্মে। বাংলাদেশের জলবায়ু ডুমুর জন্মাইবার পক্ষে অনুপযুক্ত নহে। স্মীর্ণা হইতে ডুমুরের কলমের চারা আনাইয়া বাংলায় রোপণ ও পালন করিয়া উহার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে একটি লাভবান ফলচাষের পথ উন্মুক্ত করা যায়। যে ডুমুরের কথা বলা হইল তাহা যজ্ঞডুমুর জাতীয়।

বন্য ডুমুর ও বল্লা ডুমুরের কাঁচা অবস্থায় তরকারি খাওয়া যায়। কাঁচা যজ্ঞডুমুরও তরকারিতে খাওয়া যায়। পাকা ডুমুর শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া হালুয়া প্রস্তুত করিয়া খাইলে ফুস্‌ফুসের কার্য্য ভাল হয়।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ডুমুরের অনেক গুণের উল্লেখ আছে। কালিফোর্ণিয়া ও এসিয়া মাইনর হইতে অন্যান্য প্রদেশে ডুমুর চালান দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাতে ঐ ঐ দেশবাসিগণ বহু টাকা লাভ করিয়া থাকে।

রোপণের সময়—বর্ষার আগে এবং পরে।

মাটি—উচ্চ দোয়াঁশ মাটি।

সার—গোবর সার, হাড়ের গুঁড়া, চূণ ও সোরা।

বীজ—কলমের চারা ১৬ হাত অন্তর বিঘা প্রতি ২৫টি গাছ লাগাইবে। এই গাছ ২৫।৩০ হাত উচ্চ হয়।

ফলনের সময়—প্রথমবার আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক, দ্বিতীয় বার ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ।

আয়—প্রতি বিঘায় অন্যূন ১০০৲ টাকা।

ব্যয়—২৫৲ টাকা।

পাইট—ফসলের পর শীতকালে গোড়ার মাটি কোপাইয়া শিকড় আল্‌গা করিয়া দিয়া আলোক ও বাতাস লাগাইবে। ৩ সপ্তাহ পরে সার দিয়া গোড়া ঢাকিয়া দিবে এবং আবশ্যক মত জল দিবে। প্রতি বৎসর গোড়ায় মাটি দিবার পর শাখা-প্রশাখা ছাঁটিয়া দিতে অন্যথা করিবে না।

বাগানের মাসিক কৃষি

বৈশাখ মাস

সব্জীবাগান—মাখনসীম, বরবটি, লধিয়া প্রভৃতির বীজ এই সময় বপন করা উচিত। টেপারি কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন, কিন্তু টেপারির বীজ বসাইবার এখন সময় হয় নাই। টেপারির বীজ জ্যৈষ্ঠ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বসান চলে। সাদা কুমড়া, লাউ, স্কোয়াস বা বিলাতী কদু,

পালা ঝিঙ্গা, পুঁই, ডেঙ্গো, নটে প্রভৃতি শাকের বীজ এখনও বপন করা চলে। কিন্তু বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঐ সমস্ত বপনকার্য্য শেষ করিতে পারিলে ভাল হয়। ভুট্টা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গার বীজ বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বসাইতে পারা যায়। আশু বেগুনের চারা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাসে ২।১ দিন একটু ভারী বৃষ্টি হইলে উহাদিগকে বীজ-ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়।

কৃষিক্ষেত্র—বৈশাখ মাসের শেষভাগে আশুধান, ধইঞ্চা, অড়হর, পাট প্রভৃতি বীজ বপন করিতে হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও এই সময়ে বিয়ানা ও গিনি ঘাস প্রভৃতি ঘাসবীজ বপন করিতে হইবে। কিন্তু বলা বাহুল্য, বৃষ্টি হইয়া জমিতে 'যো' হইলে তবেই ঐ সমস্ত আবাদ চলিতে পারে। ভুট্টা, জোয়ার বীজ বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত; যদি উক্ত কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তবে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে। কিঞ্চিৎ অধিক বারিপাত হইলেই চৈত্রের শেষ বা বৈশাখের প্রথমেই উহাদের বীজ বপন করা সম্ভব হয় এবং তাহা হইলে বৈশাখের শেষভাগে গাছগুলি তৈয়ারী হইয়া তাহাদের গোড়ায় মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে। চৈত্র মাসের মধ্যেই ইক্ষুবীজ বা আখের চোক বসাইবার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে; ইক্ষুক্ষেত্রে বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হইবে। আখের দুই শ্রেণীর মধ্যস্থল হইতে মাটি উঠাইয়া গোড়ায় দিয়া গোড়া

বাঁধিয়া দিতে হইবে। মাটি দিবার সময় যদি সার দিবার প্রয়োজন হয় তবে দেওয়া উচিত।

ইক্ষু ও শশাক্ষেত্রে জলের আবশ্যক বোধ হইলে সেচ দিতে হইবে। চুবড়ী আলু ও ওল এই সময় বা জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই বসাইতে পারিলে ভাল হয়। কলা, বাঁশ ও তুঁত গাছের গোড়ায় পাঁক মাটি দিতে হয়।

আদা, হলুদ, আটীচোক যদি ইতিপূর্ব্বে বসাইয়া দেওয়া না হইয়া থাকে তবে এইগুলি বসাইতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফুলবাগান—বৈশাখ মাসে কৃষ্ণকলি, আমারান্থাস, দোপাটি, গ্লোব-আমরান্থাস, সানফ্লাওয়ার বা রাধাপদ্ম, মাটিনিয়াণ্ডা, সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, ধুতুরা প্রভৃতি দেশী মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হয়। বেলা ও যুঁইফুলের ক্ষেতে এখন জলসিঞ্চনের সুব্যবস্থা চাই। উপযুক্ত পরিমাণে জল পাইলে অপর্য্যাপ্ত ফুল ফুটিবে।

ডালিয়া ফুলের মিষ্টরসে আকৃষ্ট হইয়া এক প্রকার পিঁপড়া ক্ষেত্রকে আক্রমণ করে। ইহাদের বাসা খুঁজিয়া কারবন-বাই সালফাইড X গরম জলে মিশ্রিত করিয়া বার চারেক দিলে উহাদের বংশ ধ্বংস হইবে। নিকোটীপ ও কার্ব্বলিক সাবানের জল দ্বারা শিকড়ের অনেক রোগ নিবারিত হয়।

এমারিলিস ক্ষেত্রের এখন খুবই যত্ন লওয়া আবশ্যক।

পুরাতন মাটির স্থানে নূতন মাটি এবং উত্তমরূপে জল সেচ দিতে পারিলে নূতন কুঁড়ি উঠিবে।

ফলের বাগান—আম, লিচু, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছে আবশ্যক মত জলসেচন ও তাহাদের ফল রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া কোন বিশেষ কাজ নাই। আনারস গাছগুলির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়া তাহাতে জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে। যত্ন পাইলে ফলগুলি বড় হয়। পেঁপে, আনারস, কলা প্রভৃতি যদি নূতন জমিতে আবাদ করিবার বাসনা থাকে তাহা হইলে সেই সকল জমির তদ্বিরের প্রতি এখন হইতে লক্ষ্য বিশেষ রাখা উচিত।

জ্যৈষ্ঠ মাস

কৃষিক্ষেত্র—এই সময় আমন ধান হয়, পাট ও আউশ ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুন ভাঁটিয়া দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অড়হর-বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়। শাকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

সব্জীবাগ—এই মাসে ভুট্টার বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বে বপন করিয়াছেন। জলদি ফসল হইতে ইতিমধ্যে ভুট্টা ফালিতে আরম্ভ হইয়াছে। লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স

পালা ঝিঙ্গা, পালা শশার বীজও এই মাসে বপন করা চলে। বর্ষাতি মূলা ও নানা জাতীয় শাক-বীজের বপনকার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে। জলদি ফুলকপি খাইতে গেলে এই সময় হইতে পাটনাই ফুলকপির বীজ বপন করিয়া চারা তৈয়ারী করিতে হইবে।

ফুলবাগিচা--এই সময় জিনিয়া, দোপাটী, গাঁদা-বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া-বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়ার মূল এই সময় বসাইতে বলেন; আমরা কিন্তু বলি, আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূলগুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে,সেই জন্য বর্ষান্তে বসাইলে ভাল হয়। কিন্তু শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্বকথিত ফুল-বীজ ব্যতীত আমারান্থাস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মাটিনিয়া প্রভৃতি ফুল-বীজ বপনের এই সময়।

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাইট নাই। ফল আহরণ এখন একমাত্র কার্য্য। তবে কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের ধাপকলম করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়।

পার্ব্বত্যপ্রদেশে কিন্তু ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে, তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে। বাঁধাকপি ও ফুলকপির বীজ এখন বপন করা যায়।

আষাঢ় মাস

শীতের সব্জীর জন্য এই সময় হইতে জমি প্রস্তুত করিয়া রাখা আবশ্যক। ঢেঁড়স, সীম, শাক-আলু, টম্যাটো, দেশী শালগম ও জলদি ফুলকপির বীজ বর্ত্তমানে বপন করিতে পারা যায়। এই সময় লঙ্কা ও বেগুনের চারা নাড়াইয়া বসাইতে হয়। শীতের লাউ, শশা, কুমড়া এই সময় বপন করিতে পারা যায়। জলদি পালন শাক উঠাইতে হইলে এ সময় উহা জন্মান আবশ্যক। চুবড়ী আলু, লাল আলু, শকরকন্দ আলু, কচু, আদা, হলুদ, জেরুসিলাম, আটিচোখ প্রভৃতি মূলজাতীয় সব্জীর বীজ বপন করা হইয়া থাকিলে তাহাদের গোড়ায় মাটি তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক নতুবা এসময়ও উহাদের গেঁড় রোপণ করা চলে।

আমন ধান্য, কৃষ্ণমুগ, ভাদুই কলাই, কুলথ কলাই, শ্বেত-তিল প্রভৃতির বীজ বপন করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। উচ্চ জমিতে তুলার বীজ বপন করা চলিতে পারে। পিঁপুলের কাটিং এই সময়ে লাগান আবশ্যক। পশুখাদ্যের জন্য এ সময় গিনি-ঘাস, দেবধান, মকাই প্রভৃতির বীজ বপন করা চলে।

জিনিয়া, দোপাটী, অপরাজিতা, কক্সকুম্ব, আমারান্থাস, মেরিগোল্ড, সানফ্লাওয়ার, ক্যানা, কসমস, কোরিয়পসিস, ভিনকা, কৃষ্ণকলি প্রভৃতি মরসুমী ফুলের বীজ ইতিপূর্ব্বে বপন করা না হইলে এখন আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

আম, লিচু, লেবু, নারিকেল, পেঁপে প্রভৃতি ফলের বীজ

হইতে এসময় চারা প্রস্তুত করা সহজ। আম, কুল, লেবু, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি গাছেরও কলম বাঁধিবার আবশ্যক হইলে এ সময়ে করা উচিত। ইউক্যালিপটাস, মেহগ্নি, রেণট্রি, গোল্ডমোহর, সেগুন, শিশু, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি আয়কর বৃক্ষের বীজ এসময় বপন করা চলে। ফলের ও ফুলের গাছ বা কলম রোপণ করিবার ইহাই প্রশস্ত সময়। বেড়ার জন্য এ সময় ইঙ্গাডালসীস, ডোরানিয়া, ডিসকোসা, একাকিয়া, এরাবিকা (বাবলা) প্রভৃতির বীজ বপন করিবার ইহাই প্রশস্ত সময়।

শ্রাবণ মাস

এসময় বেগুন, লঙ্কা, ঢেঁড়স, ঝিঙ্গা, সীম, ধুন্দুল, বরবটী, লাউ, শশা ও বিলাতী কুমড়া প্রভৃতি সব্জীর বীজ বপন করিতে পারা যায়। দেশী শাকের মধ্যে পুঁই এবং বিদেশী এনডিভ, এসপ্যারাগাস, হালিম, পার্শেলা, স্পিনাচ, সোরেল, ব্রুমসডেল নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি শাকের বীজ এসময় বপন করা চলে। শীতের সব্জী-বীজ বপন করিবার এখনও সময় আসে নাই। জলদি ফসলের জন্য মূলা, শালগম, জলদি ফুলকপির বীজ এসময়ে বপন করা প্রয়োজন। শাকালু, পেঁপে, টেপারী, পেঁয়াজ, গ্লোব, আর্টি-চোক, মসরুমস্পন বা কোঁড়কের বীজ এই সময় লাগান চলে। জলদি ফলন পাইবার আশায় কেহ কেহ পালন শাক, টম্যাটো, বাঁধাকপি ও মটর শুঁটী লাগাইয়া

থাকেন। বেগুনের চারা প্রস্তুত হইয়া থাকিলে এসময়ে উহা তুলিয়া জমিতে লাগাইতে পারা যায়। বর্ষার চারা প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যে কিছু বেশী পরিশ্রম ও যত্ন লওয়া আবশ্যক নতুবা সফলকাম্ হওয়া যায় না।

আসাম ও বাংলার অনেক স্থানে এসময় আমন ধান্যের আবাদ হয়। বাংলার নিম্নজমির পাট এই সময় কাটা হইয়া থাকে। আক, আদা ও হলুদ গাছের গোড়ায় এসময় মাটি তুলিয়া দিতে হয়। তামাক, সরগুজা ও কৃষ্ণতিলের বীজ এসময় বপন করা চলে। পশুখাদ্যের জন্য রিয়েনা, লুসার্ণ, গিনিঘাস এবং দেধান, ভুট্টা প্রভৃতির বীজ লাগান চলে। পিঁপুলের কাটিং কাটিয়া এই সময় জমিতে লাগাইতে হয়।

ইঙ্গাডালসিস, ডোডিনিয়া, ভিসকোসা, ইরিথ্রিনা, ইণ্ডিকা, একাকিয়া, এরাবিকা প্রভৃতি বেড়ার বীজ বাগানের ধারে ধারে লাগাইতে পারা যায়, নতুবা একস্থানে বীজ ঘনভাবে চারাইয়া চারা বাহির হইলে জমির ধারে ধারে বসাইলেও চলে। ইউক্যালিপটাস, মেহগ্নি, রেণট্রি, গোল্ডমোহর, সেগুন, শিশু, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি আয়কর বৃক্ষের বীজ এবং বাহারী বাঁশের বীজ ও গাছ লাগাইবার ইহাই উপযুক্ত সময়। বিবিধ ফলের বীজ হইতেও এই সময় চারা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। জিনিয়া, দোপাটী, অপরাজিতা, এম্যারান্থাস, মোরগফুল, কোরিয়পসিস, কৃষ্ণকলি, গমফরেনা, কসমস, গিলার্ডিয়া, পর্টুলেকা, আইপোমিয়া, এন্টিগোনান, তরুলতা,

মুনফ্লাওয়ার, ভিনকা, কনভলভিউলাস, সানফ্লাওয়ার, ধুতুরা (ডাটুরা), ক্যানা, গাঁদা প্রভৃতি মরসুমি ফুলের চারা এখনও লাগান চলে। ক্যানা গাছের ঝাড় ঘনসন্নিবিষ্ট থাকিলে পাতলা করিয়া নাড়িয়া বসাইবার ইহাই সময়।

বেলু, যুঁই, চামেলী, মল্লিকা, জবা, রঙ্গন, গোলাপ প্রভৃতি গাছের কাটিং মাটিতে পুঁতিয়া উহা হইতে এসময় চারা জন্মান যাইতে পারে। রঙ্গন, জবা, করবী, চাঁপা, বেল ও গোলাপের কলমও এসময় লাগান চলে। নানাজাতীয় লিলি, রজনীগন্ধা, বাহারি কচু প্রভৃতির মূল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসাইয়া এই সময় চারা বাড়াইয়া লইতে হয়। ক্রোটন, একালিফা, ইরেন্থিমাম, প্যালাক্স প্রভৃতি বাহারে পাতার ডাল কাটিয়া এই সময় বসাইলে সহজে শিকড় হয়।

আম, লিচু, কুল, লেবু, জামরুল, পেয়ারা, সাপেটা, পীচ লকেট প্রভৃতি ফলের গাছও এসময় লাগান চলে। ঐ সমস্ত গাছে কলম বাঁধিবার আবশ্যক থাকিলে এসময়ে সম্পাদন করা দরকার। নারিকেল গাছ এসময়ে বসান চলে। আনারসের ফেঁকড়া ও ফলের মাথা ভাঙ্গিয়া এই সময়ে বসাইলে শীঘ্র শিকড় হয়। এসময় সমুদয় ফল-ফুলের কলম লাগাইলে জল দিবার পরিশ্রম ও খরচা বাঁচিয়া যায়, কিন্তু চারা গাছের গোড়ায় যাহাতে জল না বসে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। অধিক বৃষ্টির সময় গাছ লাগান যুক্তিসঙ্গত নয়।

ভাদ্র মাস

শীতের সব্জী-বীজ বপন করিবার সময় আসিল। এসময় ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, গাজর, বীট, মূলা, লেটুস, টম্যাটো, মটর, স্কোয়াস, পার্সনিপ, পালঙ্গ প্রভৃতি শীতের শাক-সব্জীর বীজ এই সময় বপন করা যাইতে পারে। শীতের জন্য লাউ, কুমড়ার বীজ এ সময় লাগাইতে হয়। যেসমস্ত জলদি ফুলকপির চারা ইতিপূর্ব্বে ক্ষেতে বসান হইয়া গিয়াছে তাহাদের গোড়ায় মাটী টানিয়া দেওয়া প্রয়োজন। সমুদয় জলদি ফুলকপির চারা এই মাসের মধ্যে ক্ষেতে বসান শেষ হইয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয়। জলদি বাঁধাকপির বীজ এখন হইতে বসান আবশ্যক। আলুর জন্য এই সময় হইতে জমি প্রস্তুত করিয়া রাখা আবশ্যক। এনডিভ, এসপ্যারাগাস, হালিম, পার্শেলী, স্পিনীচ, সোরেল, ব্রুমস্‌ডেল, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি বিদেশী শাকের বীজ এই সময় বপন করা চলে। ঝিঙ্গা, উচ্ছে, লাউ, কুমড়া, শশা, বেগুন, লঙ্কা, সীম, নটেশাক, ওল, মানকচু প্রভৃতির ফলন এই সময়ে পাওয়া যায়। শাক আলু পেঁপে, টেপারী প্রভৃতির বীজ এই সময়ে লাগান উচিত।

পশু-খাদ্যের জন্য রিয়ানা, দেধান, লুসার্ণ, গিনিঘাস, বোরু, ম্যাঙ্গোল্ড প্রভৃতির বীজ এই সময়ে বপন করিতে পারা যায়। তামাক ও ভুট্টার বীজ এই সময়ে লাগাইতে পারা যায়। ইঙ্গাডালসীস, ডিডোনিয়া, ভিসকোসা, ইরিথ্রীনা, ইণ্ডিকা,

একাকিয়া, এরাবিকা, লসেনিয়া, এ্যালবা প্রভৃতি বেড়ার বীজ এসময় লাগান চলে। ইউক্যালিপটাস, গোল্ডমোহর, সেগুন, রেণট্রি, মেহগ্নি, শিশু প্রভৃতি আয়কর বৃক্ষের বীজ হইতে এই সময় চারা প্রস্তুত করা চলে।

জিনিয়া, ব্যালসাম, কসমস, কোরিয়পসিস, পর্টুলেকা প্রভৃতি মরসুমী ফুলের বীজের চারা এখন বপনের সময় শেষ হইয়াছে। ডালিয়া, গাঁদা প্রভৃতির বীজ এখন বপন করা যায়। শীতের মরসুমী ফুল-বীজ বপনের জন্য এই সময় হইতে জমি প্রস্তুত করিয়া রাখা আবশ্যক।

বেল, যুঁই, চামেলী, মল্লিকা, জবা, রঙ্গন, গোলাপ প্রভৃতি গাছের কাটিং (ডাল) মাটিতে পুঁতিয়া উহা হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। জবা, করবী, চাঁপা, বক, টগর, বেল, রঙ্গন, গোলাপ প্রভৃতি সমুদয় ফুলের কলম এসময় লাগান চলে। ক্রোটন, পাম, ঝাউ প্রভৃতি বাহারী গাছও এই সময় লাগাইতে পারা যায়।

ঝুনা নারিকেল হইতে এসময় চারা বাহির করা যাইতে পারে। নির্ব্বাচিত সুপক্ক ঝুনা নারিকেলগুলি কোন নির্দ্দিষ্ট ছায়াযুক্ত ভিজা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিতে হয়।

আশ্বিন মাস

ভাদ্র মাস গত হইলে, বিলাতী সব্জী বপন করিতে আর দেরী করা উচিত নয়।

কপি, শালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে।

মটর এবং মূলা, নাবী জাতীয় সিম, শালগম, বীট, গাজর, পেঁয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপন-কার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত।

নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐসকল বিলাতী বীজ বপন যেন বাকী না থাকে।

বীজ-আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পেঁয়াজ ও পটল চাষের এই সময়।

ধনে—যেমন-তেমন জমি একটু নাবাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। ধনে এই সময় বুনিতে হয়।

সুল্পাদি—সুল্প, মেথি, কালজিরা, মৌরী, রাঁধুনী ইত্যাদি এদেশে ভাল ফলে না। কিন্তু উহার শাক খাইবার জন্য কিছুকিছু বুনিতে পারা যায়। এই সকল বপনের এই সময়।

কার্পাসের গাছ—কার্পাসের দুই-চারিটি গাছ বাগানের এক পাশে বা বাড়ীর আনাচে-কানাচে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের বহু কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন করিবে।

তরমুজ—তরমুজাদি বালুকামিশ্রিত বালিমাটিযুক্ত চর-জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয় তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। মাটি চাপা দিয়া রাখিলে তরমুজ বড় হয়। তরমুজ বসাইবার এই সময়।

উচ্ছে—৪ হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটি মাদায় ৩।৪ টার অধিক পুঁতিবে না। উচ্ছের বীজ এই মাসের মধ্যে বসাইতে হয়।

পটোল—পটোলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার-মিশ্রিত অল্প জলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন অঙ্কুর বা কল বাহির হইলেই ভূমিতে পুঁতিবে। পুনঃ পুনঃ খুঁড়িয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটোল ক্ষেত্রের প্রধান পাইট; পটোল চাষ এই মাসে আরম্ভ হয়। বেলে দোয়াঁশ মাটিতে এক বৎসর অন্তর শুক্‌না পাঁকমাটি ছড়াইলে ফসল ভাল হয়। একই ক্ষেত্রে ৪ বৎসরের অধিক ভাল পটোল জন্মে না। অল্পোচ্চ, খোলা ও সম্পূর্ণ রৌদ্রবিশিষ্ট ক্ষেতেই পটোল চাষ ভাল হয়। চূর্ণমিশ্রিত ছাই, পলিমাটি বা হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিলে পটোল চাষ খুব লাভের হয়। নদীর চরে পটোল খুব ভাল হয়।

পলাণ্ডু—কল সমেত পেঁয়াজ আধহাত অন্তর পুঁতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া

আবার মাটির 'যো' হইলে খুঁড়িয়া দিবে। এই মাসে পেঁয়াজ বসাইবে।

মটরাদি—শুটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটী ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেতের পাইট—যে সকল ক্ষেতের আলু বা কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে আবশ্যক মত জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—ফলের বাগান এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল-বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল-বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে অষ্টার, প্যান্সি, দোপাটী, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল-বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এতদিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বপনে কালবিলম্ব করা উচিত নয়।

এই সময় শাকাদি, সীম, ঝিঙ্গে, লঙ্কা, শশা, লাউ, বিলাতী ও দেশী কুমড়া, পুঁই, বেগুন, বরবটী, শাকালু, টেপারী প্রভৃতি, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি ও দেশী সব্জী ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে।

পালনশাক ও টমেটোর জল্‌দি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে।

বিলাতী সব্জীর বীজ, বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি বপনের এখনও সময় হয় নাই।

ফুলের বাগান—দোপাটী, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা), এমারান্থাস, কক্সকোম্ব, লাইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম, মার্টিনিয়া, ক্যানা প্রভৃতি ফুল-বীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই।

ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া তাহা হইতে দুই-একটি গাছ লইয়া অন্যত্র রোপণ করিয়া নূতন ঝাড় তৈয়ারী করা যায়।

গোলাপ, জবা, যূঁই প্রভৃতি পুষ্প-বৃক্ষের কলম অর্থাৎ ডাল কাটিং করিয়া পুঁতিয়া চারা তৈয়ারী করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলী, যূঁই, বেল প্রভৃতি ফুল গাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ক্যানা, লিলি প্রভৃতির পট বা গামলা বদলাইবার সময় বর্ষারম্ভে ; কেহ কেহ সময় না পাইলে আষাঢ় শ্রাবণ পর্য্যন্ত এই কার্য্য শেষ করেন।

মূলজ ফুল গাছের মূল বর্ষায় বসাইয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। কতকগুলির মূল বর্ষাকালে গামলায় তুলিয়া না রাখিলে জল বসিয়া পচিয়া যায়। ডালিয়া এই শ্রেণীভুক্ত।

কলিরস, ক্রোটন, আমারান্থাস, একালিকা প্রভৃতি ঝাড় কাটিয়া পুঁতিয়া এই সময় বাড়াইতে পারা যায়।

ফলের বাগান—আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এখন বসাইতে পারা যায়। বর্ষান্তেও বসাইলে চলে, কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া গাছ মারা না যায়।

আম, লিচু, কুল ও নানা প্রকার লেবু গাছের গুল-কলম করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এখনও কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং করা বলে।

আনারস গাছের ফেঁকড়াগুলি ভাঙ্গিয়া বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফলগাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারী করিতে হয়।

পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। বর্ষাতেই পেঁপের বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা যায়, কিন্তু চারা তৈয়ারী করিয়া ভাদ্র মাসের আগেই চারা নাড়িয়া না পুঁতিলে ভাদ্রের রৌদ্রে চারা বাঁচান দায় হয় এবং জমিতে ঘাস-পাতা পচানি হেতু জমি অম্লাক্ত হওয়ায় তখন চারার অনিষ্ট হয়। চারাগুলির

তিন চারিটি পাতা হইলে যখন বৃষ্টি হইতে থাকে তখন নাড়িয়া বসান উচিত।

যাহারা বেড়ার বীজের দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন তাঁহারা এইবেলা সচেষ্ট হইবেন। এইবেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুর মত গজাইতে পারে।

শস্যক্ষেত্র—কৃষকের এখন বড় মরসুম। বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বিহার-উড়িষ্যা ও আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা প্রথম আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে শেষ হইয়া যায়। আষাঢ় মাসে বীজধান্য বপনের উপযুক্ত সময়। এই মাসের শেষে কিংবা ভাদ্রের প্রথমে আউশ ধান কাটা হয়।

পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে পাট কাটা হইয়া গিয়াছে। বাংলার দক্ষিণাংশে পাট নাবিতে হয়।

অন্যান্য—আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়ার এখনও একটু সময় আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের মাটি বিচলিত করা কর্ত্তব্য।

সুপারি গাছের গোড়ায় এই সময় গোবর-মাটি দিতে হয়। এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ কাঁচা

গোবর দিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। ফলের গাছে হাড়ের গুঁড়া এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ—শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

ক্ষেত্রে জল না জমে সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেত্রের পয়ঃনালা ঠিক করিয়া দেওয়া এই সময় বিশেষ আবশ্যক।

যদি দেখিতে পাওয়া যায়, কোন লতাগুল্মের গোড়ায় অনবরত অত্যধিক জল বসিয়া ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়া এইরূপে নালা কাটাইয়া দিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জল সরিয়া যায়।

কলার তেউর এ মাসে পুঁতিলেও হইতে পারে। বেগুন, আদা ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া এই সময় গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিবে।

আকের গাছের কতগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া আর কতগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে। গাছগুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে, তখন নিকটস্থ চারিগাছা আক একত্রে বাঁধিয়া দিবে, নতুবা বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়িবে, কিম্বা ভাঙ্গিয়া যাইবে।

যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে চাষ দেওয়া জমিতে সারি করিয়া লঙ্কার চারা পুঁতিবে। এই মাসের প্রথম পনের দিনের মধ্যে লঙ্কা পুঁতিতেই হইবে, নচেৎ

গাছগুলি ভাল হয় না। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কার ঝাল ভাল হয় না।

কার্ত্তিক মাস

আশ্বিন মাস গত হইল, বিলাতী সব্জী-বীজ বপন করিতে আর বাকী রাখা উচিত নহে। কপি, শালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মূলা এবং নাবী জাতীয় সীম, শালগম, বীট, গাজর, পেঁয়াজ ও শশা প্রভৃতি বীজের বপনকার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে। বীজ-আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পেঁয়াজ ও পটোল চাষের এই সময়। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ গত হইলে রবিশস্যের জন্য জমি তৈয়ারী করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মসূরী, মুগ, তিল, খেসারী প্রভৃতি রবিশস্যের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবিফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত, নতুবা বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখা যায় যে, আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ

হইয়া যায় সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে—যেমন-তেমন জমি একটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। এই সময় বুনিতে হয়।

সুল্পাদি—সুল্প, মেথি, কালজিরা, মৌরী, রাঁধুনি ইত্যাদি এতৎপ্রদেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়। এই সকল বপনের এই সময়।

কার্পাস গাছ—কার্পাসের দুই-চারিটি গাছ বাগানের এক পাশে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন করিতে হয়।

তরমুজাদি—তরমুজাদি বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর-জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। তরমুজ মাটি চাপা দিলে বড় হয়। তরমুজ-বীজ বসাইবার এই সময়।

উচ্ছে—পাঁচহাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটি মাদায় ৩।৪ টার অধিক পুঁতিবে না। উচ্ছের বীজ এই মাসের মধ্যে বসাইবে।

পটোল—পটোলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার-মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন কল বাহির হইলেই

ভূমিতে পুঁতিবে। পুনঃপুনঃ খুঁড়িয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটোলক্ষেত্রের প্রধান পাইট। পটোল চাষ এই মাসে আরম্ভ হয়।

পলাণ্ডু—কল সমেত একটী পেঁয়াজ আধ হাত অন্তর পুঁতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটির 'যো' হইলে খুঁড়িয়া দিবে। এই মাসে পেঁয়াজ বসাইবে।

মটরাদি—শুটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটী ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেত্রে পাইট—যে সকল ক্ষেত্রে আলু, কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদিগের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল-বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল-বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এস্টার, প্যান্সি, দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল-বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এতদিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বপনে কাল-বিলম্ব করা উচিত নহে।

গোলাপের পাইট—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ৪।৫ দিন এইরূপ করিয়া ডাল ছাঁটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি, গোবর-সার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফোটে। গাছের গোড়া বাঁধিয়া দিলে বা অল্প পরিমাণ গুঁড়া চূণ ছড়াইয়া দিলে বাঙলা দেশে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বাঙলা দেশের মাটি বড় রসা, এই কারণে এখানে এই প্রথা অবলম্বনে বিশেষ উপকার হয়।

অগ্রহায়ণ মাস

সবজীবাগান—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চারা বসান শেষ হইয়া গিয়াছে। সীম, মটর, মূলা প্রভৃতি বোনাও শেষ হইয়াছে। যদি কার্ত্তিকের শেষেও মটর, মূলা, বিলাতী সীম বোনার কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাবী জাতীয় উক্ত প্রকারের বীজ এই মাসেও বোনা যাইতে পারে। পটোল চাষের সময় এখনও যায় নাই। শীতপ্রধান দেশে এবং যেখানে জমিতে রস অধিক দিন থাকে, যথা—উত্তর-আসামে বা হিমালয়ের তরাই প্রদেশে, এই মাস পর্য্যন্ত বাঁধাকপি, ফুলকপির বীজ বোনা যায়। নিম্নাঙ্গে কপি-চারা ক্ষেত্রে বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

দেশী সবজী—বেগুন, শাকাদি, তরমুজ, লঙ্কা, ভূঁই-শশা, লাউ-কুমড়া—চৈত্র-বৈশাখ মাসে যাহার ফল হইবে তাহা

এই সময়ে বসাইতে হয়। বালি-আঁশ জমিতে যেখানে অধিক দিন রস থাকে সেখানে তরমুজ বসাইতে হয়। নদীর চরে তরমুজ চাষ প্রশস্ত।

ফুলের বাগান—হলিহক, পিঙ্ক, মিগ্নোনেট, ভার্বিনা, ক্রিসান্থিমাম, ফ্লাক্স, পিটুনিয়া, ন্যাটারসাম, সুইট্‌পী ও অন্যান্য মরসুমী ফুল-বীজ বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অগ্রহায়ণের প্রথমে না বসাইলে শীতের মধ্যে তাহাদের ফুল হওয়া অসম্ভব হইবে। যে সকল মরসুমী ফুলের বীজের চারা তৈয়ারী হইয়াছে, তাহার চারা এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হইবে বা টবে বসাইয়া দিতে হইবে।

ফলের বাগান—ফলের বাগানের যে সকল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কার্ত্তিক মাসে তাহাদের গোড়ায় নূতন মাটি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে; যদি না হইয়া থাকে, তবে এ মাসে উক্ত কার্য্য আর ফেলিয়া রাখা হইবে না। পাঁকমাটি চূর্ণ করিয়া তাহাতে পুরাতন গোবর-সার মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিলে অধিক ফুল-ফল হয়।

কৃষিক্ষেত্র—মুগ, মসূর, গম, যব, ছোলা প্রভৃতির আবাদ যদি কার্ত্তিক মাসের শেষে না হইয়া থাকে তবে এ মাসের প্রথমেই শেষ করা কর্ত্তব্য। একেবারে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া বরং ভাল,তাহাতে ষোল আনা না হউক কতক পরিমাণে ফসল হইবেই। পশু-খাদ্যের মধ্যে ম্যাঙ্গোল্ড

বীটের আবাদ এখনও করা যাইতে পারে। কার্পাস ও বেগুন গাছের গোড়ায় ও নব-রোপিত চারার আইল বাঁধিয়া দেওয়া এ মাসেও চলিতে পারে। যব, যই, মুগ, কলাই, মটর এই সকল রবিশস্যের বীজ এবং পরে গমের বীজ বপন করিতে হইবে। আলু ও বিলাতী সব্জীর বীজ লাগান এই মাসেও চলিতে পারে। কপির চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাদের তদ্বির করাই এখন কার্য্য। তরমুজ ও খরমুজের বীজ, মূলা, বীট, কুমড়া, লাউ, শশা, পেঁয়াজ ও বরবটীর বীজ বপন করা হইয়াছে। ঐ সকল ক্ষেত্রে কোদালী দ্বারা ইহাদের গোড়া আল্‌গা করিয়া দেওয়া ও আলুর ক্ষেত্রে জল দেওয়া এই মাসে আরম্ভ হইতে পারে। বিলাতী সব্জীর মাটিতে জলসিঞ্চন, প্রাতে বেলা ৯টার সময় উহাদের আবরণ দিয়া সন্ধ্যায় আবরণ খুলিয়া দেওয়া, বার্ত্তাকু ও লঙ্কা চয়ন ও বিক্রয়, ইক্ষুর ক্ষেত্রে জলসেচন ও কোপান এই সময়ের কার্য্য।

গোলাপের পাইট—কার্ত্তিক মাসে যদি গোলাপের গাছ ছাঁটা না হইয়া থাকে, তবে এ মাসে আর বাকী রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনার সময় কাটিয়াছে। কালীপূজার পর ঐ কার্য্য করিলে ভাল হয়, উত্তর-পশ্চিমে ও পার্ব্বত্যপ্রদেশে অনেক আগে ঐ কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল ডাল-কাটা কাঁচির দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছাঁটিবার সময় ডাল চিরিয়া না যায়, এইটী

লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়, সেইগুলি গোড়া ঘেঁষিয়া কাটিতে হয়। টি-গোলাপ ঘেঁষিয়া ছাঁটিতে হয় না। মার্সেল, নিল প্রভৃতি লতানিয়া গোলাপের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতান্ত পুরাতন ডাল বা শুষ্কপ্রায় ডাল কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল ছাঁটিবার সঙ্গে গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যক মত ৪ হইতে ১০ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া সার দিতে হয়। জমি নীরস থাকিলে তরল সার, জমি সরস থাকিলে গুঁড়া সার ব্যবহার করা বিধেয়। গামলায় পোড়ামাটি, সরিষার খইল, গোমূত্র ও স্বল্পপরিমাণে এঁটেল মাটি একত্র পচাইয়া সেই সার জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। সার-জল নাতিতরল নাতি-ঘন হইবে; গুঁড়া সার—সরিষার খইল এক ভাগ, পচা গোময় সার এক ভাগ, পোড়া মাটি এক ভাগ, এঁটেল মাটির তুই ভাগ একত্র করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুনিয়া প্রত্যেক গাছে সিকি পাউণ্ড হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত এই সার দিতে হয়। এ মিশ্র সারে একটু ভূষা মিশাইলে মন্দ হয় না। ভূষা কলিকাতায় বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। প্রতি পাউণ্ড মিশ্র সারে এক প্যাকেট ভূষা দিলে গোলাপের রং বেশ ভাল হয়। পাকা ছাদের রাবিশের গুঁড়া কিঞ্চিৎ, অভাবে পোড়ামাটি ও গুঁড়া চূণ সামান্য পরিমাণে মিশাইয়া দিলে গাছে ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

পৌষ মাস

সবজীবাগান—বিলাতী শাক-সব্জীর বীজ বপনকার্য্য গত মাসেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন উদ্যানপালক এমাসেও পারসলি (Parsley) বপন করিয়া সফলকাম হইয়াছে। কেবল বীজ বোনা কেন, কপি প্রভৃতির চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের গোড়ায় মাটি দেওয়া ও আবশ্যকমত জল দিবার জন্য মালিকের সতর্ক থাকিতে হইবে। শালগম, গাজর, বীট, ওলকপি প্রভৃতি মূলজ ফসল যদি ঘন হইয়া থাকে, তবে কতকগুলি তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেত্র পাতলা করিয়া দিতে হইবে। আগে বসান জলদি জাতীয় কপির গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। গোড়ায় এই সময় কিছু খৈল দিয়া একবার জল সেচন করিতে পারিলে কপি বড় হয়।

কৃষিক্ষেত্র—আলুগাছে মাটি দিয়া গোড়া আর একবার বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটনায় আলুর ফসল প্রায় তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। এই সময় ফসল কোদালীদ্বারা উঠাইয়া না ফেলিয়া যতদিন গাছ বাঁচিয়া থাকে ততদিন অপেক্ষা করা ভাল। ইতিমধ্যে নিড়ানিদ্বারা খুঁড়িলে কতক পরিমাণ আলু খুলিয়া যাইতে পারে। যে ঝাড় হইতে আলু তুলিবে তাহাতে মটরের মত আলুগুলি রাখিয়া বাকিগুলি তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই আলুগুলি তুলিয়া পরে গোড়া বাঁধিয়া

দিবে। ইহাতে গাছগুলি পুনরায় সতেজে বাড়িতে থাকে। আলুক্ষেত্রে এমাসে দুই-একবার দরকার মত জল দেওয়া আবশ্যক। মটর, মসূর, মুগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিশেষ কোন পাইট নাই। টেপারীর ক্ষেতেও জল দেওয়া আবশ্যক।

তরমুজ, খরমুজ, চৈতে-বেগুন, চৈতে-শশা, লাউ, কুমড়া ও উচ্ছে চাষের এই উপযুক্ত সময়।

মাঘ মাস

সবজীক্ষেত্র—বিলাতী সব্জী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যেগুলি এখন ক্ষেত্রে আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ পাইট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া, সেই ক্ষেত্রে চৈতে-বেগুন ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত;

ভূঁয়ে শশা, করলা, খরমুজ, ঝিঙ্গা প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমি তৈয়ারী করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা উচিত। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

ফলের বাগান—আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের ফুল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ফল গাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে বেশী পরিমাণে ফল ধরিবে ও ঝরিয়া যাইবে না। আনারসের গাছের এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। গোবর, ছাই-মাটি

আনারসের পক্ষে প্রকৃষ্ট সার। আঙ্গুর গাছের গোড়া ইতিপূর্ব্বেই খুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তবে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফলের বাগানের অনতিদূরে তৃণ, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আগুন দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে, ফলে পোকা-লাগার সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল-ঝরা নিবারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে, কিন্তু ধোঁয়া অব্যাহতভাবে লাগিতে পায়, এরূপ বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড রচনা করিবে।

বর্ষাকালে যে সকল স্থানে বড় গাছ পুঁতিবে, সেই সকল স্থান প্রায় দুই হাত করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং সেই গর্ত্ত-খোঁড়া মাটিগুলি কিছুদিন সেই গর্ত্তের ধারে ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটিদ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সারমাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া খোঁড়া-মাটিদ্বারা গর্ত্ত ভরাট করিবে।

পুরাতন ডালের কুল ও পেয়ারা ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্য পুরাতন ডাল প্রতি বৎসর ছাঁটা উচিত।

কৃষিক্ষেত্র—সম্বৎসরের চাষ এই মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে জল হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে,তাহাতে এই মাসে সার দিবে। আলু ও কপির জন্য পলিমাটি দিয়া জমি তৈয়ারী করিয়া রাখিবে।

এই মাস হইতেই ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মূলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটিতে পুঁতিয়া দিলে, তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মূলার আগার দিকে চারি অঙ্গুলি রাখিয়া তাহার মধ্যে খোল করিবে এবং ঐ খোলে জল দিয়া নীচের দিকে মুখ রাখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পুরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীষ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে। এই উপায়েও উত্তম বীজ উৎপন্ন হইবে। এই মাসের প্রথম পনর দিনের পর হলুদ ও আদা তুলিতে আরম্ভ করিবে। হলুদের ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ গোবর-মিশ্রিত জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিবে। এক-বার উৎলাইয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলিবে। আধ শুক্‌না হইলেই হলুদগুলি রোজ একবার ডলিয়া দিবে। ডলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়। চীনা বাদাম এই মাসে উঠাইবে।

ফুলের বাগান—ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরসুমী ফুল সমস্ত ফুটিয়াছে। গোলাপ এখন প্রচুর ফুটিতেছে। গোলাপ ক্ষেতে এখন যেন জলের অভাব না হয়। গোলাপের কলম বাঁধা শেষ হইয়াছে। বেল, মল্লিকা, যূথিকা ইত্যাদির ডালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছাঁটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পার্ব্বত্যপ্রদেশে এখন এষ্টার, হার্টিজ, লর্কস্পর, পিস্কস্, ফ্লাক্স, ডেজি, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমি ফুল-বীজ বপন

করিতে হইবে এবং শীতকালের সব্জী—গাজর, শালগম,লেটুস, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মূলার বীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

এই মাসের শেষে বেল, যূঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল-গাছগুলির তদ্বির করিয়া জল্‌দি ফুল ফুটাইতে না পারিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

ফাল্গুন মাস

এ সময় চৈতে-ঝিঙ্গা, চৈতে-শশা, লাউ, কুমড়া, উচ্ছে, করলা, ফুটি,তরমুজ, কাঁকুড়, খেঁড়ো, ঢ্যাড়শ প্রভৃতির বীজ বপন করা যাইতে পারে। ফাল্গুন মাসের মধ্যেই এই সমস্ত বীজের বপনকার্য্য সমাধা করা উচিত। কুলি-বেগুনের চারা এখন রোপণ করা চলে। এই সময় চাঁপা-নটের বীজ বপন করিলে জলদি শাক উঠান যায়। কোন বিদেশী সব্জী-বীজ আর এ সময়ে বপন করা চলিবে না। এই সময়ে কার্পাস চয়ন, পটোল, আলু ও বিদেশী সব্জীর ফসল উত্তোলন করা হয়। ছোলা, মটর, মুগ, মসিনা, যব, তিল, সরিষা, ধনে প্রভৃতি উঠান প্রায় শেষ হইয়াছে। আকের কলম এই সময় জমিতে লাগান আবশ্যক। নিম্নজমিতে পাট-বীজ বপনের কার্য্য ইতিমধ্যেই

প্রায় আরম্ভ হইয়াছে। ধান, পাট, ভুট্টা প্রভৃতির জন্য এই সময় হইতে জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। পানের ডগা কাটিয়া লাগাইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, জাম, লিচু, লকেট, পীচ, জামরুল, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের গাছ এই সময় মুকুলিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় ফল গাছের গোড়ায় মাটির সহিত হাড়ের গুঁড়া, অভাবে গোবর ও গোয়ালের আবর্জ্জনা মিশাইয়া দিলে ফলের বোঁটা শক্ত হয় এবং ফল বড় হয়। ঐ সমস্ত ফল গাছের গোড়ায় জল সেচন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

এই সময় বাঁশ গাছের পুরাতন কর্ত্তিত শুষ্ক গোড়াগুলি শিকড় সমেত জমি হইতে উঠাইয়া সেখানে পাঁকমাটি প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে বাঁশ গাছের বংশ বৃদ্ধি হয় এবং বাঁশগুলি মোটা ও দীর্ঘ হয়। পল্লীগ্রাম-অঞ্চলে মাঘ ফাল্গুন মাসে বাঁশ বাগানের নিম্নস্থ সঞ্চিত পত্ররাশিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিবার নিয়ম আছে। ইহাতে দুর্গন্ধ ও মশার উপদ্রব কিয়ৎ-পরিমাণে নিবারিত হয় এবং বাঁশের শুষ্ক গোড়া ও পাতা পুড়িয়া সেই ছাই সারের কাজ করে। সাধারণতঃ এই ভাবেই বাঁশবাগানে সার-প্রয়োগের কাজ চলে, স্বতন্ত্রভাবে সার প্রয়োগ করিতে বড় একটা দেখা যায় না।

ডালিয়া, ডায়েন্থাস, পপি, সুইট্‌পী, এষ্টার, প্যান্সি, কারনেশন প্রভৃতি মরসুমী ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে কোন মরসুমী ফুল-বীজ বপনের সময় নাই। গ্রীষ্ম

ও বর্ষাকালের মরসুমী ফুল-বীজ বপনের সময় আসিতেছে, এই সময় হইতে জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। বেল, যুঁই এবং মল্লিকা-জাতীয় ফুল ফুটিবার সময় আসিতেছে। ২।১ মাসের মধ্যেই গাছে ফুল ধরিবে। ঐ সমস্ত ফুল গাছের গোড়ায় তরল সার ও জল দিবার ব্যবস্থা করিলে ফুল অধিক পাওয়া যায়, ফুল বড় হয় এবং বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

চৈত্র মাস

সবজীবাগান—উচ্ছে, ঝিঙ্গে, করলা, শশা, লাউ, প্রভৃতি দেশী সব্জী চাষের এই সময়। ফাল্গুন মাসে জল পড়িলেই ঐ সকল সব্জীর চাষের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতি চাষ ফাল্গুন মাসের শেষে করিলেই ভাল হয়। সেগুলিতে জল-সেচন এখন একটী প্রধান কার্য্য। ঢ্যাড়শ, স্কোয়াস বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। ভুট্টা দানা এই মাসের শেষ করিয়া বসাইলে ভাল হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য অনেকে গাজর ও বীটের চাষ করা করিয়া থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়া মাচানের উপর বালি দিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনে ঐ কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্রমাসের প্রথমেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। আশু-বেগুনের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। কেহ কেহ জলদি ফলাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বেই বীজ বুনিতে থাকে। পার্ব্বত্য প্রদেশে এই

সময় শালগম, গাজর, ওলকপি প্রভৃতির বীজ বপন করা হইতেছে, আলুও বসান হইতেছে।

কৃষিক্ষেত্র—এ মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইবে এবং আউশ ধানের ক্ষেত্রে সার ও বাঁশ-ঝাড়ে, কলা গাছে ও কোন কোন ফল গাছে এই সময় পাঁকমাটি ও সার দিতে হয়। এক্ষণে বাঁশের পাইট সম্বন্ধে একটী প্রবাদ-বাক্য লোককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য—"ফাল্গুনে আগুন, চৈত্রে মাটি, বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।" বাঁশের পতিত পাতায় ফাল্গুন মাসে আগুন দিতে হয়, চৈত্র মাসে গোড়ায় মাটি দিতে হয় এবং পাকা বাঁশ না হইলে কাটিতে নাই।

এ মাসে ধঞ্চে, পাট, অড়হর, আউশ ধান বুনিতে হয়। চৈত্র-শেষে ও বৈশাখ মাসের শেষে তূলার বীজ বপন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসেই আলু তোলা শেষ হইয়াছে। কিন্তু নাবী ফসল হইলে এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত শীত থাকিলে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

ফুলের বাগান—শীতকালে বিলাতী মরসুমী ফুলের মরসুম শেষ হইয়া আসিল, শীতেরও শেষ হইল এবং গোলাপের ফুল ক্রমে কমিয়া আসিতেছে; এখন বেল, মল্লিকা যূঁই ফুটিতেছে। এই ফুলের বাগানে জল-সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। শীতপ্রধান পার্ব্বত্যপ্রদেশে মিগ্নোনেট, ক্যাণ্ডিটাফট, ন্যাষ্টারসম, ফ্লাক্স প্রভৃতি ফুল-বীজ এই সময় বপন করা চলে।

ফলের বাগান—ফলের বাগানে জল সিঞ্চন ব্যতীত এখন অন্য কোন বিশেষ কার্য্য নাই। জলদি লিচু এই সময় পাকিতে পারে, সেই লিচু গাছ জালদ্বারা ঘিরিতে হইবে।
